ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 10 Augest, 2023 ■ আগরতলা ১০ আগষ্ট ২০২৩ ইং ■ ২৪ শ্রাবণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

পর্যালোচনা সভায়

বিদ্যুৎ অপচয়ে নাগরিক সচেতনা বাড়ানোর উপর জোর দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগষ্ট।। রাজ্যে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের যে প্রকল্পগুলি হাতে নেওয়া হয়েছে তা দ্রত সম্পন্ন করতে হবে। রাজ্যে বিদ্যুৎ পরিষেবার মান উন্নত করতে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। আজ সচিবালয়ের কনফারেন্স হলে বিদ্যুৎ দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে পর্যালোচনাসভায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। পর্যালোচনাসভায় মুখ্যমন্ত্রী নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদানের জন্য উন্নত ট্রান্সফরমার বসানোর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, বিদ্যুৎ গ্রাহকদেরও বিদ্যুৎ অপচয়ের বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। বাড়িতে অধিক বিদ্যুৎ ব্যবহার করার আগে অবশ্যই দপ্তরকে অবগত করতে হবে। এবিষয়ে দপ্তরের আধিকারিকদেরও উদ্যোগী হতে হবে ও নাগরিক সচেতনতা বাড়াতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দপ্তরকে সময় বিশেষে নজরদারির উপর জোর দিতে হবে। বিলিং এজেন্সি এবং কালেকশন এজেন্সিগুলিকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে হুকলাইন ছিন্ন করতে তথা অনাদায়ী বিল আদায় করতে কড়া পদক্ষেপ এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। পর্যালোচনাসভায় বিদ্যুৎমন্ত্রী রতনলাল নাথ জানান, রাজ্যের ৮টি জেলায় চিহ্নিত ৮টি গ্রামকে সৌরবিদ্যুতের আওতায় আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও এনআইটি, ইকফাই ইউনিভার্সিটি, বিশালগড়ের জেলখানা, দূরদর্শন কেন্দ্রকে সৌরবিদ্যুৎতের আওতায় আনা হয়েছে। বিদ্যুৎমন্ত্রী জানান, আগামীতে রাজ্যের সবকটি গ্রাম প'ায়েতকে সৌরবিদ্যুতের আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। সভায় বিদ্যুৎ দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং জানান, ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম রাজ্যে বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদানে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে। তিনি সচিত্র প্রতিবেদনের মাধ্যমে রাজ্য বিদ্যুৎ দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচি এবং আগামী দিনের বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনার উপর আলোকপাত করেন। তিনি জানান, রাজ্যের মোট বিদ্যুতের প্রাপ্যতা রয়েছে ৫০৫ মেগাওয়াট এবং মোট চাহিদা রয়েছে ৫০৫ মেগাওয়াট। এবছর একদিনে সবচেয়ে বেশি বিদ্যুতের চাহিদা ৩৬২.২০ মেগাওয়াট লক্ষ্য করা গেছে। রাজ্যে গড়ে বিদ্যতের চাহিদা দিনে প্রায় ৩৩০ মেগাওয়াট। মোট গ্রাহক সংখ্যা রয়েছে ৯ লক্ষ ৭১ হাজার ২১০।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সংসদে রাজ্যের সড়ক নিয়ে সরব বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগষ্ট।। ত্রিপুরায় ৪ ও ৬ লেন রাস্তার কাজ সহ অন্যান্য বিষয়ে কর্ম পরিকল্পনা এবং অগ্রগতি সম্পর্কে রাজ্য সভায় কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। এই বিষয়ে বিশদে সাংসদের প্রশ্নের উত্তর দেন মন্ত্রী নিতিন গড়করি। তিনি জানিয়েছেন, উত্তর- পূর্ব রাজ্যগুলির প্রকল্পগুলি সাধারণত মন্ত্রক তার আন্যন্য নির্বাহক সংস্থা যেমন NHIDCL, বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন, পি ডব্লিউ ডিস এর মাধ্যমে গ্রহণ করে। ২০২৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে ২৫ কিমি দূরত্বের একটি রাস্তা নির্মিত হচ্ছে NHIDCL এর আওতায়। তিনি আরও বলেন, মন্ত্রক ইতিমধ্যেই বিভিন্ন রাজ্যের সরকার থেকে রাস্তা সংস্কার, পুনর্নির্মানের আর্জি পেয়েছে। গোটা বিষয়গুলিকে কেন্দ্রীয় সড়ক মন্ত্রক গুরুত্ব সহকারে দেখছে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী।

রাজ্যে ডেঙ্গু আক্রান্ত ৩৫৯ জন

রাজধানী লাগুয়া এলাকাতে ডেঙ্গুর থাবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগষ্ট।। রাজ্যে এখনো পর্যন্ত ডেঙ্গুতে আক্রান্তের সংখ্যা ৩৫৯। তবে নতুন করে পশ্চিম জেলায় ডেঙ্গুর আক্রমণ বাড়ছে বলেও স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গেছে। দপ্তরের স্টেট সারভিলেন্স অফিসার ডক্টর অভিজিৎ ঘোষ জানান বামুটিয়া, কাঞ্চনমালা এবং মোহনপুর এই তিন জায়গায় ডেঙ্গুর জীবাণু পাওয়া গেছে। তিনি বলেন বামুটিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা ৩ জন। কাঞ্চনমালায় ২৭ জন এবং মোহনপুরে ৫৩ জন।

রাজধানীতে এখনো পর্যন্ত ডেঙ্গুর সন্ধান পাওয়া না গেলেও তার আশপাশ এলাকায় ডেঙ্গু নতুন করে মাথা চাড়া দিচ্ছে। এ বিষয়ে স্বাস্থ্য দপ্তর সতর্ক রয়েছে এবং নজরদারিও চালাচ্ছে বলে তিনি জানান। তিনি এও বলেন এখনো পর্যন্ত ডেঙ্গুতে কেউ মারা যায়নি। তবে রাজ্যে যেভাবে ডেঙ্গু ছড়াচ্ছে তাতে উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে। আগরতলা পুরনিগম প্রতিটি ওয়ার্ডে ডেঙ্গুর নজরদারি এবং সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এর জন্য প্রতিটি ওয়ার্ড একটি কমিটি ও গঠন করা হয়েছে। তবে যেভাবে আগরতলা শহরের নালাগুলিতে জল জমে থাকে তাতে করে মশার প্রাদুর্ভাব বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে বিশেষজ্ঞ মহল মনে করছে। নগরবাসীর অভিযোগ ঠিকভাবে নর্দমা পরিষ্কার হচ্ছে না। তাদের দাবি নর্দমা পরিষ্কারের পাশাপাশি মশা নাশক ওষুধ দেওয়া। না হলে মশা লার্ভা থেকেই যাচ্ছে। বৃষ্টিতে কোথাও কোথাও এখনো জল জমে রয়েছে। এই জল দ্রুত সারানোর ব্যবস্থা করার দাবি উঠেছে। এদিকে ধনপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে জ্বরের রোগীর সংখ্যা আগের তুলনায় অনেকটাই কমেছে। সোনামুড়া মহকুমা এসডিএমও অরিজিৎ সিনহা জানান গতকাল ধনপুরে জ্বর নিয়ে যারা ভর্তি হয়েছে তাদের মধ্যে চারজনের শরীরে ডেঙ্গুর জীবনও মিলেছে। কত ৫ আগস্টের পর এই সংখ্যা ধীরে ধীরে কমছে বলেও তিনি জানান। এর জন্য তিনি জেলা প্রশাসন বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং জনপ্রতিনিধিরা যেভাবে সচেতন মূলক কাজ করে যাচ্ছে তাতেই ডেঙ্গুর বার বারন্ত থেকে কোটা সোনামুড়া মহকুমাকে বাগে আনতে পেরেছে স্বাস্থ্য দপ্তর। জনগণের সচেতনতার কারণেই ডেঙ্গুর প্রকোপ নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়েছে বলেও তিনি জানান। তবে ধলাই এবং অন্যান্য জেলাতে ম্যালেরিয়ার দাপাদাপি এখনো জারি রয়েছে বলে দপ্তর সূত্রে খবর।

মণিপুর নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ রাহুলের

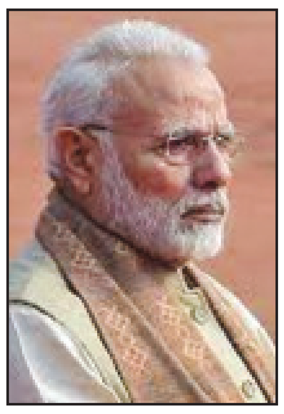

নয়াদিল্লি, ৯ আগস্ট (হি.স.): লোকসভায় অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে আলোচনায় অংশ নিলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। তিনি উপর্যুপরি আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। বুধবার লোকসভায় রাহুল গান্ধী বলেছেন, 'মণিপুরকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই অশান্ত মণিপুরে তিনি একবারের জন্যও যাননি। অথচ তিনি দেশের অন্যত্র গিয়েছেন। সফর করেছেন। কেন মণিপুরে যাননি? কেন তাঁর মণিপুর যাওয়ার সময় হয়নি? তার কারণ উনি মণিপুরকে ভারতের অংশ বলে মনে করেন না।"

তাঁর সাংসদ পদ ফেরানোর জন্য লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লাকে ধন্যবাদ জানান রাহুল গান্ধী। এরপর অনাস্থা বিতর্কে বক্তৃতা শুরু করেন তিনি। উর্দু কবি রুমির কথা উদ্ধৃত করে রাহুল গান্ধী বলেন, "রুমি বলেছিলেন, মন থেকে বলা কথাই মনে পৌঁছয়। আমিও আজ মাথা দিয়ে কথা বলব না, যা বলব মন থেকে বলব।" তবে একই সঙ্গে শাসক দলের উদ্দেশে বললেন, "চিন্তা নেই, আজ আদানি নিয়ে কথা বলব না। আজ আমি একটু অন্য বিষয়ে কথা বলব।" এরপর রাহুল যোগ করেছেন, "ভারত জোড়ো যাত্রা খুব বেশি ভেবে চিন্তে শুরু করিনি। ভেবেছিলাম যে দেশের জন্য আমি সব করতে পারি, ভেবেছিলাম আমি রোজ শারীরিক কসরত করি, যোগব্যায়াম করি। হাঁটা আর এমন কী ব্যাপার! কিন্তু সেই অহঙ্কার দু'দিনে ভেঙে গেল। রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠতাম হাঁটুর ব্যথা নিয়ে। ভাবতাম আজ হাঁটতে পারব তো!" রাহুল বলেছেন, 'তারা ভারতকে মণিপুরে হত্যা করেছে। শুধু মণিপুর নয় তারা ভারতকে হত্যা করেছে। তাদের রাজনীতি মণিপুরকে হত্যা

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

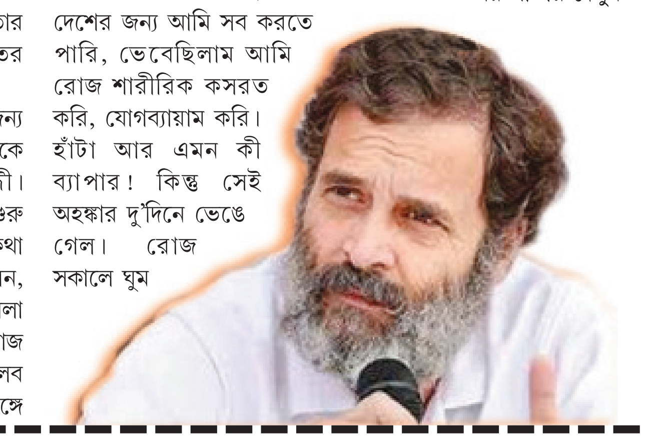

রাজ্যেও পালিত

'মেরা মাটি মেরা দেশ'

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগষ্ট।। 'আমার মাটি আমার দেশ' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আহবানে ৯ আগস্ট থেকে সারা দেশব্যাপী এই কর্মসূচি গ্রহণ করেছে বিজেপি। এই কর্মসূচি চলবে আগামী ৩০ আগস্ট পর্যন্ত। দেশের সকল পঞ্চায়েত থেকে মাটি নিয়ে অমৃত বাটিকা বানানোর কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। অমৃত কলসে বিভিন্ন পঞ্চায়েত থেকে বাটিকার মাটি সংগ্রহ করে রাজধানী দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হবে। বুধবার আগরতলা পুর নিগমের ১৬ নং ওয়ার্ড অফিসে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অমৃত কলসে বাটিকার মাটি সংগ্রহ করেন মেয়র তথা ১৬ নং ওয়ার্ডের কর্পোরেটর দীপক মজুমদার। পরবর্তীতে বৃক্ষরোপণ করেন তিনি। পুর নিগমের প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে মাটি সংগ্রহ করে নিয়ে যাওয়া হবে পুর নিগমে তারপর সেই মাটি যাবে দিল্লিতে।

মেরি মিটটি মেরা দেশ। মিটটি কো নমন বীরো কা বন্ধন। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে বুধবার আগরতলা পুর নিগমের প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে কলসিতে করে মাটি সংগ্রহ করা হয়। পরে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলাররা মাটির কলসি গুলি তুলে দেন নিগমের মেয়রের হাতে।নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার জানান ২৪ আগস্ট মাটির কলসি গুলি দিল্লির উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হবে। পরে নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার জানান মেরি মাটি মেরা দেশ। মিট্রি কো নমন বীরো কা বন্ধন কর্মসূচির মুল উদ্দেশ্যে হচ্ছে সকল অংশের মানুষের মধ্যে রাষ্ট্র ভাবনা জাগ্রত করা। নিগমের বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে সংগ্রহ করা মাটি গুলি ২৪ আগস্ট দিল্লির উদ্দেশ্যে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুলিশকে অ্যাসিড মারার ঘটনায় ধৃতদের মুক্তির দাবিতে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগষ্ট।। সিমনা বাজারে মারপিটকে কেন্দ্র করে পুলিশকে অ্যাসিড ছুঁড়ে মারার ঘটনায় সুন্দরটিলার পুলিশ রাজেশ গোয়ালা নামে এক চা শ্রমিককে গ্রেপ্তার করেছে।তাকে মুক্তি দেওয়ার দাবিতে মঙ্গলবার গভীর রাত থেকে সুন্দর টিলা পুলিশ ফাঁড়ির সামনে বিক্ষোভ শুরু করে চা বাগানের শ্রমিকরা। তাদের বক্তব্য, পুলিশ নির্দোষ ব্যক্তিকে আটক করেছে। গত ৭ আগস্ট সিমনা বাজারে মারপিটের ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশের গাড়িতে অ্যাসিড ছুঁড়ে ছিল এক যুবক। এই ঘটনায় দুজন পুলিশ কর্মী সহ পাঁচজন আহত হয়। পুলিশের গাড়িতে অ্যাসিড ছুঁড়ে মারার ঘটনায় পুলিশ রাজেন গোয়ালা নামে এক ব্যক্তিকে আটক করে।ধৃত রাজেন গোয়ালার মুক্তির দাবিতে সিমনা চা বাগানের শ্রমিকরা মঙ্গলবার গভীর রাত থেকে সিমনার সুন্দর টিলা পুলিশ ফাঁড়ির সামনে সড়ক অবরোধে বসে। বুধবারও তাদের সড়ক অবরোধ জারি রয়েছে। সড়ক অবরোধে সামিল হওয়া এক যুবক জানায়, ৭ আগস্ট সিমনা বাজারে পুলিশের গাড়িতে অ্যাসিড ছুরে মারার ঘটনার সাথে রাজেন গোয়ালা যুক্ত নয়।

কিন্তু পুলিশ রাজেন গোয়ালাকে বিনা দোষে গ্রেপ্তার করে নিয়ে এসেছে। তাই তারা সড়ক অবরোধে সামিল হয়েছে। এইদিকে সড়ক অবরোধকে কেন্দ্র করে এলাকায় যেন কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে সি.আর.পি.এফ জওয়ান। উল্লেখ্য, গত রবিবার সিমনা বাজারে চা বাগানের এক যুবককে চোর সন্দেহে বেধড়ক মারধর করা হয়। সেই ঘটনার উন্মাদনা ছড়ায় সোমবার সকালবেলায়।

চা বাগানের শ্রমিকরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে হামলা চালায় জনৈক সুবীর দাস প্রান্তষ দাস এবং কাজল দাসের বাড়িতে। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ চোর সন্দেহে সেই যুবককে তারা মারধর করেছে।

এই অভিযোগ এনে চা বাগানের শ্রমিকরা সুবীর দাস, প্রান্তোষ দাস এবং কাজল দাস কে গণধোলাই করে। বাদ যায়নি তাদের পরিবারের লোকজনেরাও। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় স্থানীয় পুলিশ এবং এস পি ও জোয়ানরা। উত্তেজিত জনতার হাত থেকে উদ্ধার করে তিন যুবককে গাড়িতে তুলে নেয় পুলিশ। সেই মুহূর্তে এক ব্যক্তি পুলিশের গাড়িতে এসিডের বোতল ছুড়ে মারে। এতে সুবীর দাস, প্রান্তোষ দাস এবং কাজল দাস সহ দুই পুলিশ কর্মী আক্রান্ত হন। এসিডের কারনে দুই যুবকের শরীরের বিভিন্ন অংশ ঝলসে যায়।

আদালতের নির্দেশে মিটল টিসি'র ঝামেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগষ্ট।। উচ্চ আদালতের হস্তক্ষেপে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের ঝামেলা মিটল। গত বেশ কিছুদিন ধরেই ত্রিপুরা ক্রিকেট এ্যাসোসিয়েশনের দুই গোষ্ঠীর ঝামেলায় সরগরম ছিল গোটা রাজ্য। শেষ পর্যন্ত এই জল গড়ায় উচ্চ আদালত পর্যন্ত। বুধবার আদালতের নির্দেশ মেনে এম বিবি স্টেডিয়ামের ক্লাব হাউজে ত্রিপুরা ত্রিকেট এ্যাসোসিয়েশনের জেনারেল বডির মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। এদিন আলোচনা

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারত ছাড়ো, আদিবাসী ও মণিপুর

একদিনে কংগ্রেসের তিন কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগষ্ট।। ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে মনিপুরের হিংসার ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে আজ এক বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত হয়। পোস্ট অফিস চৌমুহনী প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যালয় থেকে এই বিক্ষোভ মিছিল শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। মিছিলে অংশ নেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ সাহা, বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। ৯ আগস্ট ভারত ছাড়ো আন্দোলনের অঙ্গ হিসেবে প্রদেশ কংগ্রেস ভবনের সামনে প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় ভারত ছাড়াও আন্দোলন উদযাপন করা হয়। তারপর গান্ধীঘাট শহীদ বেদীতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করলেন দলীয় নেতৃত্ব। উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি আশীষ কুমার সাহা, বিধায়ক গোপালচন্দ্র রায়, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সমীর রঞ্জন বর্মন সহ অন্যান্যরা।

এদিন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, মহাত্মা গান্ধীর প্রতিকৃতিতে পুস্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। তারপর প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা বিস্তারিত তুলে ধরে বলেন, স্বাধীনতা প্রাক্কালে মহাত্মা গান্ধী ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন। এবং সেই সময় দেশের পরাধীনতার গ্লানি মুক্তি করার জন্য দেশবাসী ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তারপর দেশ স্বাধীনতার জন্য যারা আত্ম বলিদান দিয়েছে তাদের কংগ্রেস আজকের দিনে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। তিনি আরো বলেন দেশ স্বাধীন হলেও বর্তমান শাসক দল আবার দেশকে পরাধীনতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এবং বর্তমান সরকারের কারণে দেশবাসীর বাক স্বাধীনতা এবং আত্মমর্যাদা বিভিন্নভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে বলে দাবি করেন। তিনি আরো বলেন, আজকের দিনে কংগ্রেস সংকল্পবদ্ধ হচ্ছে দেশের সংবিধান এবং গণতন্ত্র রক্ষার। আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উপলক্ষ্যে দেশব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জিএসটি'র প্রভাব পড়েছে মৃৎশিল্পেও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগষ্ট।। হাতে মাত্র সাত দিন। এই অবস্থায় নাওয়া খাওয়া হলে মনসা ঠাকুর তৈরিতে ব্যস্ত মূর্তিপাড়ার শিল্পীরা। মনসা পূজার মধ্য দিয়ে উৎসবের ঢাকে কাঠি পড়বে। কারণ এর পরেই দেব শিল্পী বিশ্বকর্মার পূজা। অর্থাৎ শারদ উৎসবের আগমনী বার্তা শুরু হয়ে যাবে এই পুজোর মধ্য দিয়ে। তাই মনসা পূজাকেই বাঙালির শারদ উৎসবে র প্রাক লগ্ন বলা যায়। এর সঙ্গে বহু বনেদি ক্লাবে শুরু হয়ে যায় উৎসবের মহড়া। অর্থাৎ প্যান্ডেল তৈরি থেকে মূর্তি নির্মাণের কাজ। যদিও অনেক বড় বড় ক্লাব তিথি মেনে তার আগেই কাজ শুরু করে দিয়েছে। তবে এবার মনসা ঠাকুর তৈরি নিয়ে রীতিমতো বিপাকে পড়ে গেছেন মৃৎশিল্পীরা। কারণ তিথি অনুযায়ী এবার শ্রাবণ মাস মল মাসে পড়ায় অনেকেই পুজো করছেন না। তাই ঠাকুরের সংখ্যাও এবছর অনেকটাই কমে গেছে বলে জানালে মৃৎশিল্পী বিমল রুদ্র পাল। ফলে শিল্পীদের রোজগারে ভাটা পড়েছে একথা বলা যেতেই পারে। কারণ তারা বছরের এমন দিনগুলির দিকে তাকিয়ে থাকেন যেখানে উৎসবের সাথে সাথে তাদের আয় উপার্জনের বাড়বে। এবার এই তিথি মেনেই অনেকেই শ্রাবণ মাসের পুজো পিছিয়ে নিয়ে গেছেন। ফলে পূজোর সংখ্যা যেমন কমেছে তেমনি মূর্তিপারাতেও একটা হতাশার ছাপ পড়েছে শিল্পীদের চোখে মুখে। যাদের সংসার চলে এই পেশার উপর ভিত্তি করে। একদিকে জিনিসপত্রের দাম অন্যদিকে রোজগারে ভাটা। দুই মিলেই শিল্পী দের কপালে চিন্তার ভাঁজ। তবু উৎসব বলে কথা। তাই তারা এখন ব্যস্ত। কেউই খড় কাটছে, কেউই মাটি গুলছে, আবার কেউই মূর্তির কাঠামো তৈরি করছে। এইভাবে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে মূর্তি তৈরীর কাজ চলছে দিনরাত। বিমল বাবু জানালে গতবছরের চেয়েও এ বছর মূর্তির দাম একটু বাড়ানো

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৯ ◘ সংখ্যা ২৯৮ ◘ ১০ আগস্ট ২০২৩ ইং◘ ২৪ শ্রাবণ ◘ বৃহস্পতিবার ◘১৪৩০ বঙ্গাব্দ

উৎসব

ঋতুচক্রের শেষ উৎসব দোলযাত্রা। পাতা ঝরার সময়, বৈশাখের প্রতীক্ষা। এই সময় পড়িয়া থাকা গাছের শুকনো পাতা, তার ডালপালা একত্রিত করিয়া জ্বালইয়া দেওয়ার মধ্যে এক সামাজিক তাৎপর্য রহিয়াছে।ভারতীয় পুরণশাস্ত্র অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণ দোল পূর্ণিমার দিন রাধিকা ও বৃন্দাবনের অন্যান্য গোপীগণের সঙ্গে রং খেলিয়াছিলেন। এই ঘটনা থেকেই দোলযাত্রা বা রং খেলার উৎসবের উৎপত্তি হয়। প্রতি বছরই দোল পূর্ণিমা ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে অনুষ্ঠিত হয়। এবছর এই দিনটি ইংরেজি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী মার্চ মাসের ৭ তারিখে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অনেক জায়গায় দোল পূর্ণিমা উৎসবটি বসন্ত উৎসব হিসাবে উদযাপিত হয়। দোল পূর্ণিমার দিন ছোট থেকে বড় সকলেই একে অপরকে রং মাখাইয়া আনন্দে মাতিয়া ওঠে। নবদ্বীপ, মায়াপুর ও কৃষ্ণনগরে বাঙালিদের কাছে এই দিনটা আরো গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সেখানে এই দিনটি চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মতিথি হিসাবে পালন করা হয়।

দোল পূর্ণিমা বা দোল যাত্রা, সনাতন হিন্দুধর্মাবলম্বীদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও বর্ণিল উতসব। গ্রাম ত্রিপুরা ,বাংলা ও ওড়িষা ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন স্থানে দোল উতসব মহাসমারোহে পালিত হয়। দেশের অন্যান্য স্থানে, বিশেষ করিয়া উত্তরভারতে দোল যাত্রা হোলি নামে পরিচিত। তবে দুটি জিনিস এক হইলেও এর পিছনে রহিয়াছে অন্য কারণ। তবে দোল উতসবের অপর নাম হইল বসন্তোতসব। যাহা শান্তিনিকেতনে এর সুনাম বিশ্ববিখ্যাত। ফাল্গুন মাসের পূ্র্মি তিথিতে প্রতিবছর দোলযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।ছোট থেকে শুরু করিয়া বড়, সবাই রঙর এর উৎসবে মাতিয়া ওঠে এবং রঙ খেলার পর মিষ্টি মুখ করিয়া এই আনন্দের সমাপ্তি ঘটে। বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে হোলি উৎসব পালন হয়। দেশের বাইরে বিদেশিদের মধ্যেও এর প্রচলন দেখা যায়। দোল পূর্ণিমা দিন হোলির রঙে সবাই নিজেদের রাঙ্গিয়ে তোলে, সমস্ত বিভেদ ভুলিয়া এক হইয়া যায়। দোল বা হোলির অর্থ এক হইলেও দুটি ভিন্ন অনুষ্ঠান। দোল ও হোলি কখনওই এক দিনে পড়ে না। দোল যাত্রা বা বসন্তোতসব একান্তই বাঙালিদের রঙিন উতসব। বাঙালিদের মধ্যে দোলযাত্রাকে বসন্তের আগমনী বার্তা হিসাবে বিবেচনা করা হয়।বৈষ্ণবদের মতে, দোল পূর্ণিমার দিন শ্রীকৃষ্ণ আবির নিয়ে শ্রীরাধা ও অন্যান্য গোপীদের সঙ্গে রঙ খেলায় মত্ত ছিলেন। সেখান থেকেই দোলযাত্রার শুরু। ১৪৮৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি, দোল পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মগ্রহণকে কেন্দ্র করিয়াও এই মহোতসব পালন করা হয়। এই তিথিকে গৌর পূর্ণিমাও বলা হয়। তবে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর সঙ্গী-সাথীরা গোপীদের সঙ্গে রঙ খেলার অনুষ্ঠানই এই দোলযাত্রার মূল কেন্দ্রবিন্দু। শ্রীকৃষ্ণের লীলা কবে থেকে শুরু হইয়াছিল, তাহা জানা না গেলেও বিভিন্ন পুরাণ ও গ্রন্থে সেই মধুর ও রঙিন কাহিনির উল্লেখ রহিয়াছে। এছাড়া হিন্দু পুরাণে প্রায় ২ হাজার বছর আগে, ইন্দ্রদ্যুম্নের দ্বারা গোকুলে হোলি খেলা প্রচলনের উল্লেখ রহিয়াছে। তবে ইতিহাস বলছে প্রাচীন ভারতে ইন্দ্রদ্যুম্নের নাম একাধিকবার রহিয়ায়েছে। তাই এই ইন্দ্রদ্যুম্ন আদতে কে ছিলেন, সেই নিয়া বিতর্ক রহিয়াছে।আবার বসন্ত পূর্ণিমার দিনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, কেশি নামে একজন অসুরকে বধ করেন। কেশি একজন অত্যাচারী এবং নিষ্ঠুর অসুর ছিলেন। এর জন্য এই অত্যাচারী অসুর দমন হওয়ার জন্য এবং অন্যায় শক্তি ধ্বংস হওয়ার জন্য আনন্দ উৎসবে এই দিনটি উদযাপিত হইয়া থাকে।প্রহ্লাদ ধার্মিক ছিলেন। তাই তাহাকে হত্যা করা সহজ ছিল না। কোনোভাবেই তাকে হত্যা করা যাইতেছিল না। তখন হিরণ্যকশিপুর তাহার ছেলেকে পুড়িয়া মারিবার নির্দেশ দেন। অন্যদিকে হোলিকা আগুনে কোন দিন ক্ষতি হইবে না এই বর পাইয়াছিল। তাই প্রহ্লাদকে হত্যা করিবার জন্য হোলিকা সিধান্ত নেয় সে প্রহ্লাদকে নিয়া আগুনে ঝাঁপ দিবে। সে প্রহ্লাদকে কোলে নিয়া একদিন আগুনে ঝাঁপ দেয়।কিন্তু হোলিকার বর পাওয়া সত্ত্বেও সেদিন শেষ রক্ষা হয়নি। প্রহ্লাদ তো বিষ্ণুর আশীর্বাদে বাচিয়া যায়। কিন্তু আগুনে ভস্ম হয়ে যায় হোলিকা। সে তাহার বরের অপব্যবহার করায় আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার সময় তাহার বর নষ্ট হইয়া যায় এবং সে পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। সেই দিনটি থেকে পালন করা হয় হোলি বা দোল উৎসব। বসন্ত উৎসব সকলের জীবনে আনন্দ উল্লাস ও সুখ স্বাচ্ছন্দের বার্তা বইয়ে নিয়ে আসুক সেটাই প্রত্যাশা।

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে আপাতত বৃষ্টিপাত চলবে, ওঠানামা করবে তাপমাত্রার পারদ

কলকাতা, ৯ আগস্ট (হি.স.): কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আপাতত বৃষ্টিপাত চলবে, তবে হালকা থেকে মাঝারি। কলকাতার পাশাপাশি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণবঙ্গের হাওড়া, দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, নদিয়া, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলায়। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতেও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত চলবে। উত্তরবঙ্গের ওপরের দিকের পাঁচ জেলা দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি চলবে। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে মালদহ ও দুই দিনাজপুরে।

আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দক্ষিণ ও উত্তর দুই বঙ্গেই এমনই বৃষ্টিপাত চলবে। এই সময়ে ওঠানামা করবে তাপমাত্রার পারদও, কখনও বাড়তে পারে আবার কখনও কমবে। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি কম। কলকাতায় বৃষ্টি সেভাবে ভারী ও একনাগাড়ে না হওয়ায় ফের অনুভূত হচ্ছে হালকা গরম।

ভূমিধসের জেরে অবরুদ্ধ জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক, স্থগিত হয়ে গেল অমরনাথ যাত্রা

জম্মু, ৯ আগস্ট (হি.স.): ভূমিধসের জেরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক। গোটা দেশের সঙ্গে কাশ্মীরকে সংযোগকারী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ায় বিঘ্নিত হয়েছে যানবাহন চলাচল। এছাড়াও জম্মু থেকে শ্রীনগরে অমরনাথ যাত্রাও সাময়িকের জন্য স্থগিত করা হয়েছে। বুধবার সকালে জম্মু ও কাশ্মীর ট্রাফিক পুলিশ জানিয়েছে, রামবানের টি২ মারোগে ভূমিধসের কারণে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক।

ট্রাফিক কন্টোল ইউনিট থেকে নিশ্চিতকরণ ছাড়া ৪৪ নম্বর জাতীয় সড়ক ভ্রমণ না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ট্রাফিকের পক্ষ থেকে। পুলিশের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে ভূমিধসের কারণে জম্মু থেকে শ্রীনগর অমরনাথ যাত্রাও স্থগিত করা হয়েছে। এর ফলে এদিন জম্মু থেকে কাশ্মীরের উদ্দেশ্যে রওনা হতে পারেননি অমরনাথ তীর্থযাত্রীরা।

রবীন্দ্র সদন মেট্রো স্টেশনে আগুন-আতঙ্ক! ধোঁয়ায় ঢাকল স্টেশন চত্বর, পরিষেবা স্বাভাবিক

কলকাতা, ৯ আগস্ট (হি.স.): কলকাতার রবীন্দ্র সদন মেট্রো স্টেশনে আগুন-আতঙ্ক! বুধবার সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ মেট্রো স্টেশনের উপরের রিজার্ভেশন অফিসের কুলিং টাওয়ারে আগুন লাগে। ধোঁয়ায় ঢেকে যায় মেট্রোর রিজার্ভেশন অফিস। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছন দমকল কর্মীরা। মেট্রো চলাচল আপাতত স্বাভাবিক রয়েছে। তবে যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

সকাল তখন সাড়ে সাতটা হবে, রবীন্দ্র সদন মেট্রো স্টেশনের উপরের রিজার্ভেশন অফিসের কুলিং টাওয়ারে আগুন লাগে। কোনও কর্মী তখন ছিলেন না। এক্সাইড মোড়ের কাছে রবীন্দ্র সদন মেট্রোর দোতলায় রয়েছে এই অফিস। প্রচণ্ড ধোঁয়ায় ঢেকে যায় চত্বর। নিচেই রয়েছে মেট্রো স্টেশন।

পল ডিরাক: পদার্থবিজ্ঞানের অদ্ভুত মানুষ

প্রদীপ দেব

বিংশ শতাব্দীর তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার কোয়ান্টাম মেকানিকস। শতাব্দী প্রাচীন ক্ল্যাসিক্যাল মেকানিকস পরমাণু ও পরমাণুর চেয়ে ছোট অতিপারমাণবিক কণার গতিপ্রকৃতি সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। পরমাণুর গঠন ও গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে নতুন নতুন ধারণা তৈরি হবার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য একটা নতুন গাণিতিক প্রক্রিয়ার যে ভীষণ দরকার, তা বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই বুঝতে পেরেছিলেন বিজ্ঞানীরা। ম্যাক্স প্ল্যাংক, ম্যাক্স বর্ন, নীলস বোরসহ যে কজন বিজ্ঞানীর হাতে কোয়ান্টাম মেকানিকসের জন্ম ও বেড়ে ওঠা, পল ডিরাক তাঁদের অন্যতম।

কোয়ান্টাম মেকানিকসের দুটো প্রধান সমীকরণের একটি হলো শ্রোডিঙ্গার সমীকরণ এবং অন্যটি ডিরাক সমীকরণ। কোয়ান্টাম মেকানিকসে আইনস্টাইনের থিওরি অব রিলেটিভিটির প্রয়োগ করে রিলেটিভিস্টিক কোয়ান্টাম মেকানিকসের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন পল ডিরাক। কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডায়নামিকসের সূচনা হয় ডিরাকের হাতে। পরে রিচার্ড ফাইনম্যান ইলেকট্রোডায়নামিকসের সম্প্রসারণ করেন। পদার্থবিজ্ঞানে অ্যান্টিম্যাটার বা প্রতি-পদার্থের ধারণা ডিরাকের সমীকরণ থেকে উদ্ভূত। ১৯২৮ সালে ডিরাকই প্রথম পজিট্রন কণার অস্তিত্বের ধারণা দেন। পরে ১৯৩২ সালে পরীক্ষাগারে এই পজিট্রন আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানী কার্ল অ্যান্ডারসন। ১৯৩০ সালে প্রকাশিত পল ডিরাকের বই প্রিন্সিপলস অব কোয়ান্টাম মেকানিকসকে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের 'বাইবেল' মনে করা হয়। কারণ ওটাই কোয়ান্টাম মেকানিকসের প্রথম সার্থক বই। কোয়ান্টাম মেকানিকসের গাণিতিক ভিত্তির স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৩৩ সালে পদার্থবিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কার দেয়া হয় আরউইর শ্রোডিঙ্গার ও পল ডিরাককে। পল ডিরাকের বয়স তখন মাত্র ৩১ বছর। নোবেল পুরস্কারের ইতিহাসে সবচেয়ে কমবয়সী নোবেলবিজয়ী তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী হলেন পল ডিরাক। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের গাণিতিক ভিত্তি রচনায় পল ডিরাকের ভূমিকা অনস্বীকার্য। স্ট্যান্ডার্ড মডেল অনুযায়ী মৌলিক কণাগুলোকে দুভাগে ভাগ করা যায়বোসন আর ফার্মিয়ন। বোসন কণাগুলো সত্যেন বসু ও আলবার্ট আইনস্টাইনের 'বোস-আইনস্টাইন পরিসংখ্যান' মেনে চলে, আর ফার্মিয়ন কণাগুলো মেনে চলে এনরিকো ফার্মি ও পল ডিরাকের 'ফার্মি- ডিরাক পরিসংখ্যান'।

ত্রিশ বছর বয়স হবার আগেই ডিরাক হয়ে ওঠেন গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞানের উজ্জ্বল নক্ষত্র। মাত্র ২৮ বছর বয়সেই রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৩২ সালে মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে লুকাসিয়ান প্রফেসর পদে যোগ দেন। যে পদে স্যার আইজাক নিউটন অধিষ্ঠিত ছিলেন এক সময়। পরের বছর নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর খ্যাতির শিখরে উঠে যান পল ডিরাক। অথচ এই খ্যাতি তিনি কখনোই চাননি। কারণ তিনি ছিলেন স্মরণকালের সবচেয়ে প্রচারবিমুখ পদার্থবিজ্ঞানী। প্রয়োজনের বাইরে তিনি কারো সঙ্গে একটা কথাও বলতেন না।

দুই

পলের বাবা চার্লস ডিরাক ছিলেন সুইজারল্যান্ডের নাগরিক। ১৮৮৮ সালে চার্লস ইংল্যান্ডে আসেন এবং ব্রিস্টলের স্কুলে ফরাসি ভাষার শিক্ষকতা শুরু করেন। পলের মা ফ্লোরেন্স হল্টেন ছিলেন ইংল্যান্ডের কর্নওয়েলের অধিবাসী। ফ্লোরেন্স তখন লাইব্রেরিয়ান হিসেবে কাজ করতেন ব্রিস্টলে। লাইব্রেরিতেই চার্লসের সঙ্গে ফ্লোরেন্সের পরিচয় হয় এবং ১৮৯৯ সালে তাঁদের বিয়ে হয়। পরের বছর ডিরাক দম্পতির প্রথম সন্তান রেগিনাল্ডের জন্ম হয়। তারপর ১৯০২ সালের ৮ই আগস্ট জন্ম নেয় তাঁদের দ্বিতীয় সন্তান পল এবং কয়েক বছর পর জন্ম হয় পলের ছোটবোন বিয়াট্রিসের।

চার্লস ডিরাক তাঁর ভাষা ও পারিবারিক সংস্কারের ব্যাপারে ছিলেন ভীষণ গোঁড়া। পরিবারের ছেলেমেয়েদের নামের অনেকগুলো অংশ। চার্লসের পুরো নাম ছিলচার্লস আঁদ্রিয়েন ল্যাডিসলাস ডিরাক। ঐতিহ্য অনুসারে তিনি বড়ছেলের নাম রাখলেন রেগিনাল্ড চার্লস ফেলিক্স ডিরাক, ছোটছেলের নাম রাখলেন পল আঁদ্রিয়েন মরিস ডিরাক, আর মেয়ের নাম রাখলেন বিয়াট্রিস ইসাবেল মার্গারিট ওয়ালা ডিরাক।

পরিবারের অধিকর্তা হিসেবে চার্লস ডিরাক ছিলেন ভীষণ কড়া। বাড়িতে তাঁর কথার বাইরে কারো কিছু করার উপায় ছিল না। ভালবেসে বিয়ে করলেও ফ্লোরেন্সের সাধ্য ছিল না চার্লসের মতের বিরুদ্ধে কিছু করেন। চার্লসের মার্তৃভাষা ফরাসি। তাই তিনি ছেলেমেয়েদের ফরাসি ভাষা শেখানোর উদ্দেশ্যে বাড়িতে ফরাসি ভাষায় কথা বলা বাধ্যতামূলক করে দিলেন।

চার্লস যখন বাড়িতে থাকেন ছেলে-মেয়েরা ভয়ে ভয়ে ফরাসি ভাষায় কথা বলে, কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতিতে চলে ইংরেজি। চার্লস ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। তিনি নতুন নিয়ম চালু করলেন - খাবার টেবিলে বিশুদ্ধ ফরাসি ভাষায় কথা বলতে হবে। ভাষা যতক্ষণ না শুদ্ধ হচ্ছে ততক্ষণ খেতে পাবে না।

ক'দিন পরেই ছেলে-মেয়েরা নিজেদের নিয়ম চালু করলো। তারা চার্লসের সঙ্গে ডাইনিং টেবিলে না বসে মায়ের সঙ্গে রান্নাঘরে বসে খেতে শুরু করলো। কিন্তু এরকম অবাধ্যতা চার্লস কেন সহ্য করবেন? তিনি ছেলে-মেয়েদের ধরে মার দিলেন। কিন্তু তাতেও তেমন কোনো লাভ হলো না। পল ছাড়া আর কেউই তাঁর সঙ্গে খেতে বসল না।

পল খুবই সরল ছেলে। তার শারীরিক গঠন বয়সের তুলনায় এতই ছোট যে বাড়িতে তার নামই হয়ে গেছে টাইনি। ডাক্তার যদিও সব রকমের পরীক্ষানিরীক্ষা করে বলেছেন যে পলের বড়ধরনের কোন অসুখ নেই, কিন্তু হজমশক্তি তার খুবই কম।

বাবাকে ভীষণ ভয় পেতেন পল। আর বাবাও তার ওপরই সমস্ত ভাষাজ্ঞান প্রয়োগ করতে শুরু করেন। পল কোনো ফরাসি শব্দ ঠিকমত উচ্চারণ করতে না পারলে খাবার পেতো না। ফলে প্রচন্ড মানসিক চাপে উচ্চারণ ভুল হয়ে যাবার ভয়ে কোনো কথাই বলতে পারতো না সে। ধীরে ধীরে দেখা গেলো পল প্রয়োজন না হলে কোন কথাই বলে না; আর যদিও বলে তাও মাত্র একটা বা দুটো শব্দ। ব্রিস্টলের বিশপ প্রাইমারি স্কুলে পড়ালেখা শুরু হয় পলের। স্কুলে গণিতের প্রতি ভালোবাসা এবং অসম্ভব গাণিতিক দক্ষতা দেখা দেয় তার। বারো বছর বয়সে প্রাইমারি স্কুলের পড়াশোনা শেষ করে হাইস্কুলে ভর্তি হলো পল। তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। স্কুলের সিনিয়র সব ছেলেরা বাধ্য হয়ে সৈন্যদলে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করছে। ফলে স্কুলে নিচু ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের লাইব্রেরির উঁচুক্লাসের বই পেতে সুবিধে হলো। পল লাইব্রেরিতে গিয়ে উঁচুক্লাসের গণিত ও বিজ্ঞানের বই পড়তে শুরু করে। ১৯১৮ সালে তার স্কুলের পড়াশোনা শেষ হলো।

গণিত নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার ইচ্ছে ছিল পলের। কিন্তু তখন গণিতে পাস করে শুধুমাত্র গণিতের শিক্ষক হওয়া ছাড়া আর কোনো সুযোগ ছিল না। পল তাঁর বাবার মতো শিক্ষক হতে চাননি কখনো, ইঞ্জিনিয়ার হওয়াও তাঁর লক্ষ্য নয়। কিন্তু তাঁর বাবার নির্দেশে ব্রিস্টল ইউনিভার্সিটিতে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি হতে বাধ্য হলেন। বাবার মতের বিরুদ্ধে যাবার মত মানসিক জোর তাঁর নেই। দুবছর আগে পলের বড়ভাই রেগিনাল্ডকেও তাঁর বাবা বাধ্য করেছেন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি হতে। ১৯২১ সালে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেন পল। অনেক জায়গায় দরখাস্ত করেও কোন ভালো চাকরি পেলেন না। আবার গণিতে পড়াশোনা করার ইচ্ছে মাথাচাড়া দিলো। কিন্তু পল জানেন পড়াশোনার খরচ নিজেকেই জোগাড় করতে হবে। বাবা একটা টাকাও দেবেন না। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কলারশিপ পরীক্ষা দিলেন ১৯২১ সালে। কেমব্রিজের সেন্ট জোন্স কলেজে গণিতে পড়াশোনা করার জন্য একটা স্কলারশিপ তিনি পেলেন। কিন্তু স্কলারশিপের টাকা দিয়ে পড়াশোনার পুরো খরচ চালানো সম্ভব নয়। বাবার সামর্থ্য থাকলেও টাকা দেবেন না। স্থানীয় সরকারের কাছ থেকে অর্থসাহায্যের জন্য দরখাস্ত করলেন পল। কিন্তু অর্থসাহায্য পাওয়া গেলো না। কারণ, তার বাবা চার্লস ডিরাক জন্মসূত্রে ব্রিটিশ নন। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার স্বপ্ন ভেঙে গেলো পল ডিরাকের।

ব্রিস্টল ইউনিভার্সিটিতে গণিত বিষয়ে ভর্তির সুযোগ মিললো স্কলারশিপসহ। ১৯২৩ সালে গণিতে ফার্স্ট ক্লাস অনার্স ডিগ্রি পেলেন পল ডিরাক। এবার সুযোগ এলো কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে পড়ার। কেমব্রিজের একটি রিসার্চ ফেলোশিপ পেলেন তিনি। পিএইচডির গবেষণা শুরু করলেন কেমব্রিজের সেন্ট জোন্স কলেজে।

তিন

ডিরাক প্রথমে কাজ শুরু করেছিলেন প্রফেসর কানিংহামের অধীনে। কিন্তু কানিংহামের ছাত্রসংখ্যা ছিল অনেক। তাই ডিরাক চলে আসেন প্রফেসর রালফ ফাউলারের অধীনে। কোয়ান্টাম থিওরির ওপর কাজ শুরু করেন। দুবছরের মধ্যে তিনি ছয়টি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। এর পরের বছর আরও পাঁচটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। ১৯২৬ সালে তিনি গণিতে পিএইচডি ডিগ্রি সম্পন্ন করলেন। ডক্টরেট থিসিস সাবমিট করার আগেই তাঁর ১১টি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়। যা সেই সময়ের সবচেয়ে প্রতিভাশালী পদার্থবিদদের জন্যেও খুব একটা সহজ কাজ ছিল না। ডিরাকের পিএইচডি থিসিসের শিরোনাম ছিল কোয়ান্টাম মেকানিকস। পিএইচডির পর তিনি কোপেনহেগেনে গিয়ে নীলস বোরের সঙ্গে কাজ করেন কিছুদিন। বোর ডিরাককে কয়েকদিন দেখেই বুঝতে পারেন, ছেলেটি জানে প্রচুর, কিন্তু বলে না কিছুই। ডেনমার্ক থেকে জার্মানির গোটিংগেনে গেলেন ১৯২৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। সেখানে তিনি পরিচিত হলেন রবার্ট ওপেনহেইমার ও ম্যাক্স বর্নের সঙ্গে। সেখান থেকে ফিরে এসে যোগ দিলেন কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে সেন্ট জোনস কলেজের ফেলো হিসেবে। এসময় তিনি আইনস্টাইনের জেনারেল থিওরি অব রিলেটিভিটি সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

১৯২৮ সালে রিলেটিভিটি ও কোয়ান্টাম মেকানিকসের সঙ্গে গাণিতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন ডিরাক। তাঁর বিখ্যাত ডিরাক সমীকরণের জন্ম হয় এসময়। ডিরাকই প্রথম ব্যক্তি যিনি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডের ওপর কোয়ান্টাম মেকানিকস প্রয়োগ করেন। কোয়ান্টাম থিওরির এই ভিত্তিকে ডিরাক নাম দিলেন কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডায়নামিকস। কোয়ান্টাম মেকানিকসের সিঙ্গুলার ডেল্টা ফাংশান ডিরাকের অবদান। স্টেট- ভেক্টর ও তাদের আইগেন ভ্যালু প্রকাশ করার জন্য নতুন চিহ্নের প্রচলন করলেন করলেন ডিরাক। ব্র্যাকেট ভেঙে চালু করলেন 'ব্রা' । ও 'কেট'। ফাংশান। ১৯৩০ সালে ডিরাকের প্রিন্সিপালস অব কোয়ান্টাম মেকানিকস বইটি প্রকাশিত হয়। একই বছর তিনি রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। মাত্র আটাশ বছর বয়সে রয়েল সোসাইটির ফেলোশিপ তাঁর আগে আর কেউ পাননি। রয়েল সোসাইটির ফেলোশিপ পাবার পর কেমব্রিজ ফিলসফিক্যাল সোসাইটি'র হপকিন্স মেডেল পান ডিরাক। ১৯৩২ সালে কেমব্রিজের লুকাশিয়ান প্রফেসর পদে নিযুক্ত হন তিনি। কোয়ান্টাম মেকানিকসের প্রথম কোর্স তিনিই পড়াতে শুরু করেন। রবার্ট ওপেনহাইমার, চন্দ্রশেখর সুব্রাহ্মনিয়াম, আবদুস সালাম, ডেনিস শিয়ামা। এঁরা যারা পরে খ্যাতিমান হন। তবে ডিরাক তাঁর পিএইচডি স্টুডেন্টদের সঙ্গেও খুব একটা কথা বলতেন না। তাই তাঁর ছাত্রদের হতে হতো অনেকটাই স্ব-নিয়ন্ত্রিত। ডেনিস শিয়ামা ডিরাকের অধীনে পিএইচডি করে পরে কেমব্রিজে যোগ দেন। স্টিফেন হকিং শিয়ামার অধীনে পিএইচডি করেন। ক্লাসে ডিরাক তাঁর কোয়ান্টাম মেকানিকস বই থেকে হুবহু লাইনের পর লাইন বলে যেতেন। একটা শব্দও কম বা বেশি বলতেন না। ক্লাসের বাইরে কারো সঙ্গে কথা বলার তো প্রশ্নই ওঠে না। ডিপার্টমেন্টের সহকর্মীদের সঙ্গেও ইয়েস, নো' কিংবা আই ডোন্ট নোর বেশি কথা হয় না তাঁর। কেমব্রিজে ডিরাকের ছাত্ররা ততোদিনে ডিরাক নামে একটা নতুন একক চালু করে ফেলেছেন। কথা বলার একক। এক ডিরাক মানে এক ঘন্টায় একটি শব্দ। ১৯৩৩ সালে ডিরাকের ল্যাগ্রেঞ্জিয়ান কোয়ান্টাম মেকানিকস পেপার প্রকাশিত হয়। সেখান থেকেই অনুপ্রেরণা পেয়ে পরে রিচার্ড ফাইনম্যান তাঁর বিখ্যাত পাথ ইনটিগ্র্যাল সমীকরণ প্রতিষ্ঠা করেন।

> বাবা হিসেবে নিষ্ঠার সঙ্গে সব দায়িত্ব পালন করেছেন ডিরাক। চার সন্তানের প্রতিই তিনি সমান স্নেহশীল ছিলেন। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কখনোই রাগ করেননি। তাদের সঙ্গে নিয়মিত খেলাধূলা করেছেন। প্রত্যেক গ্রীষ্মকালে সবাইকে নিয়ে ছুটি কাটাতে চলে যেতেন দূরে কোথাও। প্রত্যেক রবিবার সকালবেলা মেয়েদের নিয়ে সাইকেল চালাতে যেতেন।

চার

১৯৩৩ সালে পদার্থবিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কার পাওয়ার কথা শুনে ভীষণ অবাক হন পল ডিরাক। এরউইন শ্রোডিঙ্গার নোবেল পাবেন তা তিনি জানতেন, কিন্তু শ্রোডিঙ্গাগারের সঙ্গে নিজেও যে নোবেল পুরস্কার পাবেন, তা তিনি আশা করেননি। নোবেল পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানীরা যে পাবলিক সেলিব্রেটি হয়ে যান, তা ডিরাক জানেন। ডিরাক জনসমক্ষে আসতে চান না। স্টকহোমে গিয়ে নোবেল পুরস্কার নিতে হবে, নোবেল বক্তৃতা দিতে হবে, পার্টিতে যোগ দিতে হবে এসব ভাবতেই ডিরাকের অস্বস্তি লাগতে শুরু করল। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করবেন। ১৯০৮ সালের রসায়নে নোবেলবিজয়ী বিজ্ঞানী আর্নেস্ট রাদারফোর্ড ডিরাকের সুপারভাইজার রালফ ফাউলারের শ্বশুর। ডিরাককে খুব স্নেহ করেন রাদারফোর্ড। তিনি ডিরাককে অভিনন্দন জানালেন। জবাবে ডিরাক বললেন, "আমি নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করবো ভাবছি।" "কেন?" 'হৈচৈ ভাল লাগে না।' রাদারফোর্ড বুঝতে পারলেন ডিরাক কী বলতে চাইছেন। বললেন "প্রত্যাখ্যান করলে তো হৈচৈ বেড়ে যাবে।"

"কীভাবে?" "পুরস্কার নিলে এক বছরের মধ্যেই লোকে তোমাকে ভুলে যাবে। পরের বছর অন্য কেউ নোবেল পুরস্কার পাবে, তখন তাকে নিয়ে মেতে উঠবে। কিন্তু পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করলে প্রত্যেক বছরই লোকে তোমাকে নিয়ে হৈচৈ করবে।" "ইয়েস।" ডিসেম্বরে নোবেল পুরস্কার নিতে স্টকহোমে গেলেন পল ডিরাক। ডিরাক সাংবাদিকদের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ালেও নাছোড়বান্দা সাংবাদিকদের কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতেই হল। "প্রফেসর ডিরাক, আপনার কোয়ান্টাম মেকানিকস মানুষের দৈনন্দিন জীবনে কী কাজে লাগবে?" "কোন কাজে লাগবে না।" "ভবিষ্যতে কি কোন কাজে লাগতে পারে?" "আমি জানি না। আমি আমার তত্ত্ব নিয়ে কাজ করছি। এই তত্ত্বকে কে কীভাবে কাজে লাগাবে তা জানা আমার কাজ নয়।"

"এখন কী নিয়ে কাজ করছেন?" "পজিটিভ ইলেকট্রনের তত্ত্ব নিয়ে কাজ শুরু করেছি।" "গবেষণা ছাড়া আপনার আর কী কী বিষয়ে আগ্রহ আছে?"

"মানে?" "সাহিত্য, "আমি সাহিত্য পছন্দ করি না। আমি থিয়েটার দেখতে যাই না। আমি কোন গান শুনি না। আমি আমার পারমাণবিক তত্ত্ব নিয়েই সুখে আছি।" "আপনার গবেষণার ফল কি আপনার দৈনন্দিন জীবনে কোনো প্রভাব ফেলেছে?" "না। আমি যখন ঘুমাই, বা হাঁটতে যাই, বা ভ্রমণ করি তখন আমি কোন কাজ করি না। আমার মস্তিষ্ক তখন পারমাণবিক তত্ত্ব নিয়ে ভাবে না। আমি এক সঙ্গে একাধিক কাজ করতে পারি না।" "অদ্ভুত হলেও সত্যি যে ডিরাক এক সঙ্গে দুটো সাধারণ কাজও করতে পারতেন না। একবার রাশিয়ায় গিয়েছিলেন আমন্ত্রিত হয়ে। রিসার্চ স্টুডেন্টদের সেমিনারে। ডিরাক চুপচাপ সেমিনার বক্তাদের বক্তব্য শুনলেন এবং যথারীতি কোনো মন্তব্য করলেন না। সেমিনার শেষে অধ্যাপক আর স্টুডেন্টরা ডিরাককে জিজ্ঞেস করলেন, "প্রফেসর ডিরাক, আমাদের প্রেজেন্টেশান কেমন লাগলো আপনার?" "আমার তো এখন তা বলার সময় নেই। আমি এখন পোস্ট অফিসে যাচ্ছি।" "স্যার, আমরাও আপনার সঙ্গে আসি। আপনি হাঁটতে হাঁটতে বলবেন।" "আমি তো একসঙ্গে দুটো কাজ করতে পারি না।"

কেমব্রিজে ডিরাকের কাজের ধরন ছিল নিয়মে বাঁধা। দিনে পাঁচ ঘণ্টার বেশি গবেষণায় বিশ্বাসী ছিলেন না তিনি। গ্রিষ্মকালে কাজের শেষে তিনি সাইকেল চালিয়ে চলে যেতেন অনেক দূরে। পথে কোন বড় গাছ দেখলে হঠাৎ সাইকেল থেকে নেমে গাছে উঠে যেতেন স্যুট, কোট, টাই সহ। (শীত- বসন্ত- গ্রীষ্ম- হেমন্ত সব ঋতুতেই তাঁর একই পোশাক। একটা কোট না ছেঁড়া পর্যন্ত তিনি অন্য কোন কোট কেনেন না।) গাছের ওপর কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে নেমে আসেন। ফিরে আসাসবার সময় কোনো লেকের পাশে থেমে জামা-কাপড় ছেড়ে নেমে যেতেন লেকের পানিতে। কিছুক্ষণ সাঁতার কাটতেন। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পরেও তাঁর রুটিনে কোনো পরিবর্তন হয়নি।

গণিত ও তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণার মাঝে মাঝে তিনি পরীক্ষামূলক কাজও করতেন। তিনি যে একজন ফার্স্ট ক্লাস ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়র, সেটা তিনি ভুলে যাননি। পরে নিউক্লিয়ার আইসোটোপ সেপারেশনের কাজে উৎসাহ পান ডিরাক।

পাঁচ

জার্মানিতে তখন হিটলারের স্বৈর শাসন শুরু হয়ে গেছে। দেশ ছেড়ে চলে গেছেন আইনস্টাইনসহ অনেক জার্মান বিজ্ঞানী। ১৯৩৩ সালে আইনস্টাইন যোগ দেন প্রিন্সটনের ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড স্টাডিজে। সেখানে এক বছর ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে কাটানোর জন্য আমন্ত্রণ আসে ডিরাকের কাছেও। ১৯৩৪ সালের অক্টোবরে ডিরাক প্রিন্সটনে যোগ দেন। ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড স্টাডিজের ফাইন হলে ডিরাকের অফিস। ডিরাকের পাশের রুমেই বসেন ইউজিন উইগনার এবং তাঁর পাশের রুমে আইনস্টাইন। ডিরাক আর আইনস্টাইনকে একই সঙ্গে প্রিন্সটনে পেয়ে বৈজ্ঞানিক মহলে একটা বিরাট আশার সঞ্চার হয়েছিল, দুই মহারথী একসঙ্গে কাজ করবেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কোন রকমের বৈজ্ঞানিক সৌহার্দ গড়ে ওঠেনি। কারণ আইনস্টাইন ভালো ইংরেজি জানতেন না আর ডিরাক তাঁর স্বভাবমতো আইনস্টাইনের সঙ্গেও কথা বলতে আগ্রহী ছিলেন না। ১৯৩৭ সালের ২ জানুয়ারি সেন্ট্রাল লন্ডনের হলবর্ন রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে বিয়ে করেন ডিরাক, পদার্থবিজ্ঞানী ইউজিন উইগনারের বোন মার্গিটকে। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে হৈচৈ পড়ে যায় ডিরাকের বিয়ের সংবাদে। কেউ চিন্তাও করতে পারেননি যে ডিরাক মার্গিটের মত বিপরীত-স্বভাবের কাউকে বিয়ে করতে পারেন। রাদারফোর্ড তাঁর স্বভাবসুলভ উচ্চস্বরে বলেন, "ডিরাকের মতো লোককে সামলানোর জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কাউকে দরকার ছিল। উইগনারের বোনের আট বছরের অভিজ্ঞতা আছে।" আসলে মার্গিটের আগে একবার বিয়ে হয়েছিল, সেখানে এক ছেলে এবং এক মেয়েও ছিল। সহকর্মী সহ-পদার্থবিজ্ঞানীদের সঙ্গে মার্গিটকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময় ডিরাক সবসময় 'উইগনারের বোন'-ই বলতেন, কখনোই 'আমার স্ত্রী' বলতেন না। কেন ? সে প্রশ্নের জবাব কখনো দেননি ডিরাক। ১৯৩৭ সালের এপ্রিলে মার্গিট ফিরে আসে কেমব্রিজে তাঁর ছেলে-মেয়েদের নিয়ে। ডিরাক মার্গিটের ছেলে-মেয়েকে আইনগতভাবে নিজের করে নেন। দুই সন্তান গ্যাব্রিয়েল ও জুডিথ ডিরাক পদবী গ্রহণ করে। কেমব্রিজের কাছে একটা বড় বাড়ি কেনেন ডিরাক ও মার্গিট। ১৯৪০ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি তাঁদের প্রথম কন্যা মেরির জন্ম হয়। দু'বছর পর ১৯৪২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর জন্ম নেয় তাঁদের দ্বিতীয় কন্যা মনিকার।

বাবা হিসেবে নিষ্ঠার সঙ্গে সব দায়িত্ব পালন করেছেন ডিরাক। চার সন্তানের প্রতিই তিনি সমান স্নেহশীল ছিলেন। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কখনোই রাগ করেননি। তাদের সঙ্গে নিয়মিত খেলাধূলা করেছেন। প্রত্যেক গ্রীষ্মকালে সবাইকে নিয়ে ছুটি কাটাতে চলে যেতেন দূরে কোথাও। প্রত্যেক রবিবার সকালবেলা মেয়েদের নিয়ে সাইকেল চালাতে যেতেন। বাড়ির লনে বাগান করেছেন নিজের হাতে। প্রতি শনিবার ও রবিবার বিকেলে বাগানের কাজ করতেন। নিজেদের গাছ থেকে আপেল পেড়ে একটা একটা করে ধুয়ে মুছে গ্যারেজের দোতলায় সাজিয়ে রাখতেন অনেক যত্নে। স্কেল দিয়ে মেপে দেখতেন যেন প্রত্যেকটা আপেল পরস্পর থেকে সমান দূরত্বে থাকে।

কুকুর পছন্দ করতেন না ডিরাক। কিন্তু মেয়েদের আবদারে তাদের বিড়াল কিনে দিয়েছিলেন। বিড়াল ঢোকার জন্য দরজা তৈরি করতে গিয়ে বিড়ালের গোঁফের দৈর্ঘ্য মেপে দেখতেন দরজার মাপ ঠিক করতে।

গ্যাব্রিয়েল ও জুডিথ বড় হয়ে যাবার পর যে যার ইচ্ছেমত কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে পড়েছে। মেরি আর মনিকাকে প্রতি সন্ধ্যায় নিজের হাতে গণিত আর পদার্থবিজ্ঞান শেখাতেন ডিরাক। তারা যখন জিজ্ঞেস করতো তাঁদের জীবনের লক্ষ্য কী হওয়া উচিত? ডিরাক বলতেন, "তোমার যা ভালো লাগে তাই হও। মনযোগ ও ভালোবাসা থাকলে অবশ্যই ভালো করবে।"

মার্গিটের সঙ্গে ডিরাকের সম্পর্কটা ভালোভাবেই টিকে গিয়েছিল। ডিরাক বিয়ের পরও খুব একটা বদলাননি। মানুষের সঙ্গ তিনি এড়িয়ে চলেছেন বরাবরই। অপ্রয়োজনীয় কথা বলতে পছন্দ করেন না বলে কোন ধরনের দাম্পত্য-কলহ তাঁদের কখনোই হয়নি। সংসারে যা বলার একা মার্গিটই বলে গেছেন। আর ডিরাক চুপচাপ শুনেছেন। এভাবেই নীরবে সুখে কেটেছে তাঁদের ৪৭ বছরের দাম্পত্য জীবন। তবে মার্গিটের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছেন ডিরাক। গান শুনতে শিখেছেন। যদিও কনসার্টে কখনো যেতেন না। কারণ সেখানে দর্শকের কাশির শব্দে নাকি তাঁর মনযোগ ব্যাহত হত। তিনি ক্লাসিক্যাল মিউজিক শুনতেন রেডিওতে, আলো নিভিয়ে, চোখ বন্ধ করে।

সারাজীবনে দুই শতাধিক গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে তাঁর। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পরেও অনেক পুরস্কার পেয়েছেন। রয়েল সোসাইটির রয়েল মেডেল পেয়েছেন ১৯৩৯ সালে, ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক মেডেল ১৯৫২ সালে, ১৯৬৯ সালে পেয়েছেন মায়ামি ইউনিভার্সিটির ওপেনহেইমার প্রাইজ আর ১৯৭৩ সালে পেয়েছেন অর্ডার অব মেরিট।

১৯৬৯ সালে ডিরাক লুকাসিয়ান প্রফেসর পদ থেকে অবসর নেন। ১৯৭১ সালে সপরিবারে ফ্লোরিডা চলে যান। সেখানে ফ্লোরিডা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে যোগ দেন। সেখানেই ছিলেন আমৃত্যু। ১৯৮৪ সালের ২০ অক্টোবর ৮২ বছর বয়সে মারা যান পল ডিরাক।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বিরল-রাধিকাপুর স্থলবন্দর ইমিগ্রেশন ফের চালু চায় বাংলাদেশ

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ০৯।। বন্ধ থাকা বাংলাদেশের দিনাজপুরের বিরল-ভারতের রাধিকাপুর ইমিগ্রেশন ফের চালু চায় বাংলাদেশ।

মঙ্গলবার সচিবালয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় কুমার ভার্মা সাক্ষাৎ করতে গেলে নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এ আগ্রহের কথা জানান। হাইকমিশনার বিষয়টি বিবেচনার আশ্বাস দেন। সাক্ষাৎ শেষে নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী সাংবাদিকদের এ কথা জানান। তিনি বলেন, অনেকগুলো স্থলবন্দরে আমাদের ইমিগ্রেশন চালু ছিল। কোভিডের সময় সেগুলো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিছু-কিছু চালু হয়েছে কিছু-কিছু এখনো হয়নি। এগুলো যেন দ্রুত চালু করা হয় সে ব্যাপারে কথা হয়েছে। তিনি বলেন, 'স্পেশালি বিরল-রাধিকাপুর। এটা আমি বলেছি। কারণ এটা চালু ছিল। বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে কয়েক হাজার কিলোমিটার পাড়ি দিতে হচ্ছে। এগুলোর ব্যাপারে তিনি (হাইকমিশনার) পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, রামগড় মৈত্রী সেতু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং মাননীয় ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মোদি উদ্বোধন করেছিলেন। এখানে আমাদের সব অবকাঠামো হয়ে গেছে। কাস্টমসে চলে গেছে। শুধু ইমিগ্রেশনের কারণে আমরা এটি চালু করতে পারছি না। অল্প সময়ের মধ্যে আমরা করে ফেলতে পারবো। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী দিল্লি যাচ্ছেন। তার (সফর) আগেও কিছু-কিছু বিষয় আছে, এগুলো আমরা শেষ করতে পারি-এ কথাগুলো আলোচনা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেন, সেপ্টেম্বরে প্রধানমন্ত্রী ভারত সফরে যাচ্ছেন। এই সফরে কী আলোচনা হবে সেটা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় জানে। এটাতো আমার জানার কথা নয়। তবে যেহেতু দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী আমাদের মৈত্রী সেতু উদ্বোধন করেছেন, আমরা চাই প্রধানমন্ত্রীর সফরের আগেই যেন আমরা এটার অপারেশনে চলে যেতে পারি। এ ব্যাপারে আমরা পদক্ষেপ গ্রহণ করবো।

আমরা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কথা বলবো। গোমতী নদী খননে অর্থায়নের জন্য ভারত আগ্রহ দেখিয়েছে জানিয়ে নৌপ্রতিমন্ত্রী বলেন, এর বাইরেও আমাদের আশুগঞ্জের যে রাস্তাটা আছে, সেটা আমাদের বাংলাদেশের অর্থায়নে হচ্ছে। পোর্টটা ভারতীয় অর্থায়নে হচ্ছে। সেখানে কিছু চ্যালেঞ্জ আছে। সেগুলোর ব্যাপারে আমাদের কথাবার্তা হয়েছে। যেন এগুলো আমরা দ্রুত করতে পারি। খালিদ মাহমুদ বলেন, আমাদের ক্রুজ সার্ভিসে অনেকের আগ্রহ আছে। বেশ কয়েকটি বেসরকারি অপারেটর আমাদের কাছে আবেদন করেছে। তারা চায় বাংলাদেশ থেকে কলকাতা পর্যন্ত প্যাসেঞ্জার অথবা ট্যুরিস্ট যাক। ভিসার ব্যাপারে আমরা বলেছি, তারা এ ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। তিনি আরও বলেন,কোভিডের সময় আমাদের যেসব ক্রু ভারত যেত তারা জাহাজ থেকে নামতে পারতো না। এ বিষয়টি আমরা জানিয়েছি, যেন এটা রিলাক্স করে দেওয়া হয়।

সুস্থ হয়ে বুদ্ধদেব ফিরলেন বাড়িতে, বাসভবনেও থাকবে চিকিৎসার বন্দোবস্ত

কলকাতা, ৯ আগস্ট (হি.স.): হাসপাতালে ভর্তির বারো দিনের মাথায় হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হল রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্যকে। স্ট্রেচারে করে এনে তাঁকে অ্যাম্বুল্যান্সে তোলা হয়। সঙ্গে ছিলেন চিকিৎসক এবং স্ত্রী মীরা ভট্টাচার্য। বুদ্ধদেব হাসপাতাল থেকে বেরোনোর সময় দেখা যায়, তাঁর মুখে সার্জিক্যাল মাস্ক। পাশে রাইলস টিউব। খুব ধীরে ধীরে তাঁকে অ্যাম্বুল্যান্সে তোলা হয়। ১২টা ১৫ মিনিট নাগাদ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে তাঁর বাড়ি পৌঁছয় অ্যাম্বুল্যান্সটি।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য আগের চেয়ে অনেকটাই ভাল আছেন। শনিবারের পর তাকে আর অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হচ্ছে না। সব কিছু ঠিক থাকায় বুধবার পাম অ্যাভেনিউ-এর বাড়িতে ফিরলেন তিনি। বুদ্ধদেবকে ছুটি দেওয়ার বিষয়ে মেডিক্যাল বোর্ড মঙ্গলবার তাঁর শারীরিক অবস্থা পর্যালোচনা করে। তার আগে হাসপাতালের একটি দল বুদ্ধবাবুর বাড়িতে গিয়ে তাঁর চিকিৎসার সব বন্দোবস্ত খতিয়ে দেখে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে বাড়িতেও বাইপ্যাপের সাহায্য নিতে হবে। তিনি এখন পুরোপুরি সচেতন। কথা বলছেন। তরল খাবার মুখ দিয়েই খেতে পারছেন তিনি। ধীরে ধীরে হাঁটানো হচ্ছে তাঁকে।

উল্লেখ্য, শ্বাসনালি ও ফুসফুসের সংক্রমণ এবং শ্বাসকষ্ট নিয়ে গত ২৯ শে জুলাই বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য উডল্যান্ডস হাসপাতালে ভর্তি হন।

লাগাতার বৃষ্টির জেরে জলবন্দি হরিশ্চন্দ্রপুর

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৯ আগস্ট (হি. স.) : বিগত দুইদিন ধরে চলা অবিরাম বৃষ্টিতে মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর সদরের বিভিন্ন এলাকা প্রায় জলবন্দি। যার জেরে বিপর্যস্ত জনজীবন।

হরিশ্চন্দ্রপুর সদর এলাকার থানাপাড়া, শিবমন্দির পাড়া, তেতুলবাড়ি ব্লক পাড়া সহ বেশ কয়েকটি এলাকায় বৃষ্টির জল জমেছে। ডুবে গিয়েছে নিকাশি ব্যবস্থা। ফলে কার্যত জলবন্দি অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন হরিশ্চন্দ্রপুর সদর এলাকার কয়েক হাজার বাসিন্দা। বৃষ্টির মরসুমে দুর্ভোগে পড়েছেন তাঁরা। লাগাতার বৃষ্টিতে ওইসব এলাকার অনেকের বাড়িতেই বৃষ্টির জল ঢুকে গিয়েছে।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, বহুবার স্থানীয় পঞ্চায়েতে অভিযোগ জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি। প্রতিবছর বর্ষাকালে এলাকায় কোনও নিকাশি ব্যবস্থা না থাকায় রাস্তাঘাটে দীর্ঘদিন ধরে বৃষ্টির জল জমে থাকে। এই জলের মধ্যে দিয়ে চলাফেরা করতে হয় এলাকার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাদের। এই জমা জল থেকেই বাড়ছে অসুখ-বিসুখ। কিন্তু প্রশাসন থেকে জনপ্রতিনিধি কারোরই কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই।

তাঁদের আরও অভিযোগ, সদ্য নির্মিত নিকাশি ব্যবস্থাটিও অসম্পূর্ণ হয়ে পড়ে রয়েছে। অন্যান্য নিকাশি ব্যবস্থাগুলিও ঠিকমতো কাজ করে না। লাগাতার বৃষ্টিতে নিকাশি নালা জলে পরিপূর্ণ হয়ে রাস্তার সঙ্গে মিশে গিয়ে মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে। এক্ষেত্রেও নজর দেয়নি প্রশাসন। যদিও জল জমা নিয়ে প্রশাসনিক স্তরে কর্তারা সরাসরি এলাকার বাসিন্দাদের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন। প্রশাসনিক কর্তাদের দাবি, সুনির্দিষ্ট প্ল্যান ছাড়াই এলাকায় বাড়িগুলি তৈরি হচ্ছে। ফলে সাধারণ নালাগুলো বুঝে ফেলেছেন এলাকার বাসিন্দারা।

হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বরের বিডিও অনির্বাণ বসু জানান, জল বের করার জন্য ব্লক প্রশাসনের তরফে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

চীনে বন্যায় পরিস্থিতি শোচনীয়, রাজধানী বেইজিংয়েই ৩৩ জন নিহত

বেজিং, ৯ আগস্ট(হি.স): চীনে বন্যায় পরিস্থিতি শোচনীয় হয়ে পড়েছে, রাজধানী বেইজিংয়েই ৩৩ জন নিহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। চীনে কয়েকদিন ধরে টানা বৃষ্টির কারণে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। ৪ঠা আগস্ট পর্যন্ত, শুধুমাত্র রাজধানী বেইজিংয়ে বন্যা ও ভূমিধসের ফলে ৩৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। বন্যায় ভেসে যাওয়া ১৮ জন ব্যক্তি এখনও নিখোঁজ রয়েছেন বলে স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। বেইজিংয়ের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর যুওঝোও-তে বন্যার জল কমতে শুরু করেছে। তবে স্থানীয় লোকজন বলছেন, বন্যার জল কমতে থাকায় অন্যান্য চ্যালেঞ্জও বাড়ছে।

সাইবার জালিয়াতিতে অভিযুক্তকে বেগুসরাই থেকে গ্রেফতার মুম্বই পুলিশের

বেগুসরাই, ৯ আগস্ট(হি.স): দিনদিন সাইবার ক্রাইম বেড়েই চলেছে। এই পরিস্থিতিতে বুধবার মুম্বই পুলিশ বেগুসরাই থেকে এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে।

মুম্বই পুলিশের তরফ থেকে জানা গিয়েছে, গত কয়েক মাস ধরেই এই সাইবার অভিযুক্ত মানুষকে প্রতারণা করে যাচ্ছিল। ফোনে কল করে মানুষকে হয়রানি থেকে শুরু করে টাকা লুট করছিল। পুলিশ তদন্ত করতে গিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তকে আজ বেগুসরাই থেকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের পর মুম্বাই পুলিশের দল তাকে বেগুসরাই সদর হাসপাতালে করোনা পরীক্ষা করায়।এরপর আজ, বুধবার তাকে মুম্বই নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

বিজেপি সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধে : কে সি বেণুগোপাল

নয়াদিল্লি, ৯ আগস্ট (হি.স.): বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন কংগ্রেস নেতা কে সি বেণুগোপাল। বুধবার সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কে সি বেণুগোপাল বলেছেন, বিজেপি সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধে।

ভারত ছাড়ো আন্দোলনের স্মরণে বুধবার সকালে টুইট করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি দুর্নীতি, তোষণকে ভারত ছাড়ার আহ্বান জানান। বিজেপি সাংসদরা সংসদে চত্বরে ধর্ণা দেন।

এরইপ্রেক্ষিত কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কে সি বেণুগোপাল বলেছেন, 'বিজেপি এবং ভারত ছাড়োর মধ্যে সম্পর্ক কী? তাদের লোকেরা স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেয়নি। বিজেপি সম্পূর্ণভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধে। ভারত ছাড়ো দিবসে তারা যা কিছু বলছে তার মানে কী? এটি একটি ঐতিহাসিক দিন...আমরা প্রধানমন্ত্রী মোদীর উপস্থিতিতে সংসদে আলোচনার জন্য বলছি। প্রধানমন্ত্রী এমনকি সংসদে আসছেন না...তিনি মণিপুরের কথা বলছেন না। ভারত ছাড়ো আন্দোলন আমাদের এই সরকারের কথা মনে করিয়ে দেয়।'

কাকু'র অস্ত্রোপচার বেসরকারি হাসপাতালে করায় আপত্তি নেই ইডির

কলকাতা, ৯ আগস্ট (হি. স.) : রাজ্যের শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে 'কালীঘাটের কাকু'র অস্ত্রোপচার হতে পারে বেসরকারি হাসপাতালে। আপত্তি নেই ইডির। কলকাতা হাই কোর্টে এমনটাই জানালেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আইনজীবী।

গত বৃহস্পতিবার সুজয়কৃষ্ণের স্বাস্থ্যপরীক্ষার জন্য ইডিকে মেডিক্যাল বোর্ড গঠনের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাই কোর্ট। বুধবারের মধ্যে সেই মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করার নির্দেশও দেওয়া হয়। মেডিক্যাল বোর্ডের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরেই ইডি জানিয়েছে, সুজয়কৃষ্ণের অস্ত্রোপচার বেসরকারি হাসপাতালে করানোর বিষয়ে তাদের কোনও আপত্তি নেই।

সুজয়কৃষ্ণ চিকিৎসার জন্য জামিন পাবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছে আদালত। বুধবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের নির্দেশ, এখনই জামিন নয় সুজয়কৃষ্ণকে। তবে কড়া নিরাপত্তায় চলবে চিকিৎসা। জেলের নিরাপত্তার পাশাপাশি, কেন্দ্রীয় বাহিনীও হাসপাতালে থাকবে বলে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি ঘোষ।

প্রসঙ্গত, হৃদ্‌যন্ত্রের সমস্যায় ভুগছেন নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে ধৃত সুজয়কৃষ্ণ। তিনি চেয়েছিলেন বেসরকারি হাসপাতালে হোক তাঁর হৃদযন্ত্রে অস্ত্রোপচার। এতে প্রথমে ইডি আপত্তি জানায়। আদালত এ বিষয়ে ইডির আপত্তির কারণ জানতে চেয়েছিল। বিচারপতি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে প্রশ্ন করেছিলেন, বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসায় অসুবিধা কোথায়? প্রত্যেকের হাসপাতাল নিয়ে নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ থাকতে পারে বলেও মন্তব্য করেছিলেন বিচারপতি। এর পরেই ইডিকে মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করে তাঁর স্বাস্থ্যপরীক্ষা করার নির্দেশ দেন তিনি।

পূর্ব দিল্লির গান্ধী নগর মার্কেটে প্লাইউড ফ্যাক্টরিতে আগুন, কেউ হতাহত হননি

নয়াদিল্লি, ৯ আগস্ট (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে আগুন লাগল একটি প্লাইউড ফ্যাক্টরিতে। বুধবার ভোরে পূর্ব দিল্লির গান্ধী নগর মার্কেটে অবস্থিত একটি প্লাইউডের ফ্যাক্টরিতে ভয়াবহ আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের ২১ ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টার পর সকালের দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এই অগ্নিকাণ্ডে কেউ হতাহত হননি।

দমকল অফিসার রাজেন্দ্র আটওয়াল বলেছেন, 'বুধবার ভোরে একটি প্লাইউডের দোকানে আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডের কারণ এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। ভোর ৪.০৭ মিনিট নাগাদ আগুন লাগার খবর পাওয়া যায়। মোট ২১টি ইঞ্জিন আগুন নিভিয়েছে।' তিনি আরও বলেছেন, প্রথমে ২-৩টি ইঞ্জিন আগুন নেভাতে পৌঁছয়, পরে ২১টি ইঞ্জিন আগুন নেভানোর কাজে সহায়তা করে। আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে, তবে প্লাইউড নিভতে কিছুটা সময় লাগবে...কোনও হতাহতের খবর নেই।'

আজ এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ম্যাচে মুখোমুখি ভারত ও পাকিস্তান

চেন্নাই, ৯ আগস্ট (হি.স.): যে কোনও ইভেন্টের প্রতিযোগিতাই হোক না কেন সেখানে যদি ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ থাকে তাহলে সেখানে থাকে আলাদা উত্তেজনা। থাকে দেখে নেওয়ার হুঙ্কার। চেন্নাইয়ে চলছে এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন ট্রফি হকি টুর্নামেন্ট। বুধবার রাউন্ড রবিন পর্বের শেষ ম্যাচে মুখোমুখি হচ্ছে ভারত ও পাকিস্তান। আর এই ম্যাচ ঘিরেই যত আগ্রহ হকি প্রেমীদের।

আর দু"মাস পর ভারতে ওডিআই বিশ্বকাপে মুখোমুখি হতে চলেছে ভারত- পাকিস্তান। তার আগে হকিতে ভারতের মাটিতে মুখোমুখি হতে চলেছে দুই টিম। এই ম্যাচ ঘিরে উত্তাপ বাড়ছে। পাকিস্তান দলের হেড কোচ মহম্মদ সাকলিন বলেছেন, ভারতের দুর্বলতা তাঁর জানা। ভারতীয় দলের ক্যাপ্টেন হরমনপ্রীত সিং জানেন এই ম্যাচ থেকে দেশবাসীর প্রত্যাশা কোন পর্যায়ে। ভারতীয় দল এই টুর্নামেন্টে শেষ চারে পা রাখলেও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জেতা ছাড়া যে উপায় নেই। ফলে আজ বুধবার একটা রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ দেখতে চলেছেন এই দুই দেশের হকি প্রেমীরা।

আবার কলকাতায় আসছেন আর্জেন্টিনার বিশ্বজয়ী এক তারকা

কলকাতা, ৯ আগস্ট (হি.স.): আবার এই শহরে পা পড়ছে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ী তারকা এঞ্জেল ডি মারিয়ার। এবারের বিশ্বকাপজয়ী টিমের অন্যতম সদস্য ছিলেন অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়া। মেসির এই সতীর্থ কাতার বিশ্বকাপেও নজর কেড়েছেন। ফাইনালে গোলও করেছেন।এর আগেও তিনি কলকাতায় এসেছিলেন। এক যুগ পর আবার এক বার কলকাতায় আসছেন ডি মারিয়া। আগের বার কলকাতায় যখন কলকাতায় এসেছিলেন, তখন ছিলেন তরুণ ফুটবলার। এখন তাঁর নামের পাশে বিশ্বজয়ী তকমা।

উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে এমি মার্টিনেজকে কলকাতায় আনার উদ্যোগ নিয়েছিলেন ক্রীড়া উদ্যোগপতী শতদ্রু দত্ত। তিনিই এ বার বিশ্বকাপ ফাইনালের গোলদাতাকে শহরে আনার উদ্যোগ নিয়েছেন। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে হয়তো অক্টোবরে উৎসবের মরসুমেই এই শহর মাতাতে ডি'মারিয়া কলকাতায় আসবেন।

ভারত ছাড়ো আন্দোলনের স্মরণে সংসদ চত্বরে বিজেপির ধর্ণা, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোপ দুবের

নয়াদিল্লি, ৯ আগস্ট (হি.স.): ভারত ছাড়ো আন্দোলনের স্মরণে সংসদ চত্বর ধর্ণা প্রদর্শন করলেন বিজেপি সাংসদরা। বুধবার সকালে হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে সংসদ চত্বরে ধর্ণা দেন বিজেপির সাংসদরা। 'দুর্নীতি ভারত ছাড়ো', ""'বংশবাদ ভারত ছাড়ো', 'তুষ্টিকরণ ভারত ছাড়ো'-এই সমস্ত স্লোগান দিতে থাকেন বিজেপি সাংসদরা।

এই ধর্ণা প্রদর্শন প্রসঙ্গে বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে বলেছেন, 'এই ৭৫ বছরে কংগ্রেস ও কংগ্রেস দ্বারা সমর্থিত দল দেশকে তিনটি জিনিস দিয়েছে, যা দেশকে তিমির মতো খেয়ে ফেলছে। বংশবাদ... তাঁদের বিরুদ্ধে বাতাবরণ তৈরি করার সময় এসেছে, কারণ গণতন্ত্র জনগন, সাধারণের জন্য। দ্বিতীয় প্রশ্নটি দুর্নীতি নিয়ে। তৃতীয়টি হলো তোষণের বিষয়ে- সংখ্যালঘুদের বিভ্রান্ত করে ভোটব্যাংকের রাজনীতি করা হচ্ছে এবং তারা দেশে নীতি বাস্তবায়ন হতে দিচ্ছে না।

ফিলিপিন্সে ৫.৪ তীব্রতার ভূমিকম্প, কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই

ম্যানিলা, ৯ আগস্ট (হি.স.): হালকা তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ফিলিপিন্স, রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৫.৪। বুধবার সকালে জার্মান রিসার্চ সেন্টার ফর জিওসায়েন্স জানিয়েছে, বুধবার ৫.৪ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয় ফিলিপিন্সের মিনদানাও অঞ্চলে।

ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের মাত্র ১০ কিলোমিটার (৬.২১ মাইল) গভীরতায়। ফিলিপিন্সের সিসমোলোজি সেন্টার অবশ্য জানিয়েছে, ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৫.৩। ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত বেশি থাকা সত্ত্বেও কোথাও ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি। তবে, কম্পনের জেরে উৎসস্থলে বসবাসকারী মানুষজন আতঙ্কিত হয়ে পড়েন।

পারিবারিক শাসন স্বাভাবিকভাবেই অগণতান্ত্রিক ও দায়িত্বজ্ঞানহীন : রবিশঙ্কর প্রসাদ

নয়াদিল্লি, ৯ আগস্ট (হি.স.): কংগ্রেস ও বিরোধীদের 'ইন্ডিয়া' জোটের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা রবিশঙ্কর প্রসাদ। তিনি বলেছেন, পারিবারিক শাসন স্বাভাবিকভাবেই অগণতান্ত্রিক ও দায়িত্বজ্ঞানহীন। বিরোধীদের 'ইন্ডিয়া' জোটের সমালোচনা করে রবিশঙ্কর প্রসাদ বলেছেন, 'ইন্ডিয়া জোটকে অহঙ্কারী বলা হচ্ছে, সত্যি এটারই প্রাপ্য তাঁরা।'

বুধবার সকালে দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপি নেতা রবিশঙ্কর প্রসাদ বলেছেন, 'পারিবারিক বংশবাদের অর্থ হল একজন নেতার পুত্র অথবা কন্যাই শুধুমাত্র দলের নেতা হবেন। শুধু একজন নেতাই নন, তিনি হয় প্রধানমন্ত্রী/মুখ্যমন্ত্রী অথবা প্রধানমন্ত্রী/মুখ্যমন্ত্রী পদের প্রার্থী হবেন তাঁদের সামর্থ্য নির্বিশেষে। রাহুল গান্ধীর প্যাকেজিং এবং রি-প্যাকেজিং চলছে। কিন্তু কংগ্রেস কি কখনও রাহুল গান্ধীকে ভারতের মতো দেশের নেতা হতে সক্ষম বলে মনে করে?

ভারত ছাড়ো আন্দোলন নিয়ে বুধবার সকালে একটি টুইট করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর সেই টুইটের প্রেক্ষিতে রবিশঙ্কর প্রসাদ বলেছেন, 'রাজনীতিতে পারিবারিক শাসন ভারত ছাড়ো,ছাড়ুন, তোষণের রাজনীতি ভারত ছাড়ো, দুর্নীতি ভারত ছাড়ো। দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোকে সুরক্ষিত ও দুর্নীতি রুখতে হলে, এই অশুভ-পারিবারিক শাসনকে ভারত ছাড়তে হবে।'

চলচ্চিত্র জগতে শোকের আবহ, পরিচালক সিদ্দিকি ইসমাইল হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত

মুম্বই ও কোচি, ৯ আগস্ট (হি.স.): চলচ্চিত্র জগতে ফের শোকের ছায়া, প্রয়াত হয়েছেন সলমন খানের 'বডিগার্ড' ছবির পরিচালক সিদ্দিকি ইসমাইল। সোমবার বিকেলে হৃদরোগে আক্রান্ত হলে তড়িঘড়ি কোচির এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় পরিচালককে। টানা ৩০ ঘণ্টার লড়াই করেও শেষরক্ষা হল না। মঙ্গলবার রাত ৯টা নাগাদ হাসাপাতালেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন খ্যাতনামী এই পরিচালক। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩।

বেশ কয়েকদিন ধরেই নিউমোনিয়া ও লিভারের সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। চিকিৎসা চলছিল তাঁর। মঙ্গলবার আচমকাই হৃদরোগে আক্রান্ত হন তিনি। পরে ভেন্টিলেটর সাপোর্টে রাখা হয় পরিচালককে। তবে মঙ্গলবাল রাতে প্রয়াত হন মালয়ালি সিনেমার এই জনপ্রিয় পরিচালক। তিন দশকের বেশি সময় দক্ষিণী ছবির সঙ্গ যুক্ত। 'রামাজি রাও স্পিকিং' ছবি দিয়ে পরিচালনায় হাতেখড়ি। এরপর 'গডফাদার', 'কাবুলিওয়ালা', 'হিটলার', 'ফ্রেন্ডস', 'ভিয়েতনাম কলোনি'-র মতো হিট ছবি উপহার দিয়েছেন তিনি। হিন্দিতে খুব বেশি ছবি না করলেও প্রথম ছবিই হিট। বলিউডে তাঁর অভিষেক হয় 'হলচল' ছবির মাধ্যমে। প্রিয়দর্শন পরিচালিত এই ছবির চিত্রনাট্যকার ছিলেন তিনি। তার পর ২০১১ সালে সলমন খান, করিনা কপূর অভিনীত 'বডিগার্ড' ছবির পরিচালনা করেন।

সংসদে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য, লোকসভা ও রাজ্যসভায় এক মিনিটের নীরবতা পালন

নয়াদিল্লি, ৯ আগস্ট (হি.স.): ভারত ছাড়ো আন্দোলনের স্মরণে বুধবার সংসদে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হল। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে লোকসভা ও রাজ্যসভায় এক মিনিটের জন্য নীরবতা পালন করা হয়। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান আইনপ্রণেতারা।

এছাড়াও পারমাণবিক বোমা হামলার ৭৮-তম বার্ষিকীতে জাপানের হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে নিহতদের প্রতিও এদিন সংসদে শ্রদ্ধা জানানো হয়। সংসদের বাইরেও এদিন ভারত ছাড়ো আন্দোলনের স্মরণে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের শ্রদ্ধা জানানো হয়। সংসদ চত্বরে অবস্থিত গান্ধীমূর্তিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান বিরোধীরা। রাজ্যসভার অধিবেশন দুপুর দু""টো পর্যন্ত মুলতুবি হয়ে গিয়েছে।

হাওড়া স্টেশনে ছিনতাই চক্রের হদিশ সোনারপুরে, পুলিশের জালে তিন দুষ্কৃতী

সোনারপুর, ৯ আগস্ট (হি.স.): হাওড়া স্টেশনের ছিনতাইকারী চক্রের হদিস মিলল সোনারপুরে। ঘটনায় গ্রেফতার তিন দুষ্কৃতী। ধৃতদের নাম-রাজ আইচ, শেখ কাসেম ও আকাশ হালদার। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে হাওড়া স্টেশনের যাত্রীদের চুরি যাওয়া মোবাইল ফোন ও মানিব্যাগ। ৫টি দামী মোবাইল উদ্ধার করেছে সোনারপুর থানার পুলিশ। সোনারপুর থানার পুলিশ সুত্রে জানা গিয়েছে, থানার পিসি ইনচার্জ অর্ঘ্য মন্ডলের নেতৃত্বে মঙ্গলবার গভীর রাতে টহল দেওয়ার সময় এই তিনজনকে সন্দেহ হওয়ায় তাদের আটক করে পুলিশ। তল্লাশি চালিয়ে তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় মোবাইল ফোন ও মানিব্যাগ। এই তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গিয়েছে, তারা মূলত রিসিভারের কাজ করত। হাওড়া স্টেশনের মধ্যেই ছিনতাইকারীদের দল সক্রিয়। তারা বিভিন্ন যাত্রীর নানা জিনিস ছিনতাই করে হাওড়া স্টেশনের বাইরে এসে এদের হাতে পৌঁছে দিত। সেখান থেকে চোরাই মালপত্র নিয়ে এরা দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঘুটিয়ারি শরীফে জমা করত। এরজন্য প্রতি দিন এরা ৭০০ টাকা করে পেত বলে জানা গিয়েছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

যমুনোত্রী হাইওয়েতে বাসের ওপর পড়ল পাথর, মহারাষ্ট্রের মহিলা তীর্থযাত্রীর মৃত্যু

উত্তরকাশী, ৯ আগস্ট (হি.স): যমুনোত্রী হাইওয়েতে বাসে পাথর পড়ে, মহারাষ্ট্রের মহিলা তীর্থযাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। বাসটি উত্তরাখণ্ডের যমুনোত্রীতে মহারাষ্ট্র থেকে তীর্থযাত্রী নিয়ে আসছিল।

বাসের ওপর পাথর পড়ে এক মহিলা তীর্থযাত্রীর মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন এক পুরুষ পুণ্যার্থী। তাঁকে দেহরাদুনের এক হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। জেলা বিপর্যয় অপারেশন কেন্দ্রের তরফে জানা গিয়েছে, জানকিচট্টি থেকে বারকোটের মধ্যবর্তী স্থান ডাবরকোটের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনায় একজন মহিলা পুণ্যার্থী সহ দুইজন আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। তাদের বারকোট নামক স্থানে আনা হলে মহিলা তীর্থযাত্রী পায়েলের মৃত্যু হয়। আহত কৃষ্ণা সিংকে দেহরাদুনে পাঠানো হয়েছে। বাসের যাত্রীরা যমুনোত্রী দর্শন করে ফিরছিলেন বলে পুলিশ জানিয়েছে।

দুর্নীতি, বংশবাদ ও তোষণ ভারত ছাড়ো : প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ৯ আগস্ট (হি.স.): ভারত ছাড়ো আন্দোলনের স্মরণে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। একইসঙ্গে দুর্নীতি, বংশবাদ ও তোষণকে ভারত ছাড়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী মোদী বুধবার সকালে টুইট করে লিখেছেন, 'ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী মহানদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য। গান্ধীজির নেতৃত্বে এই আন্দোলন ভারতকে ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত করতে একটি বড় ভূমিকা পালন করেছিল। এখন ভারত এক কণ্ঠে বলছে: দুর্নীতি ভারত ছাড়ো। বংশবাদ ভারত ছাড়ো। তোষণ ভারত ছাড়ো।'

আদিবাসী সমাজের গৌরবময় ও ঐতিহ্যমণ্ডিত ইতিহাস রয়েছে : রাজ্যপাল

রাঁচী, ৯ আগস্ট(হি.স): ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল সিপি রাধাকৃষ্ণন আজ, বুধবার 'বিশ্ব আদিবাসী দিবসে' রাজ্যের জনগণকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। বুধবার তিনি সাংবাদিকদের বলেন, আদিবাসী সমাজের একটি গৌরবময় ও ঐতিহ্যমণ্ডিত ইতিহাস রয়েছে। তারা প্রকৃতির উপাসক। আদিবাসীদের সমৃদ্ধ শিল্প ও সংস্কৃতির জন্য তারা বিশ্বের দরবারেও সম্মান পান। তাদের রয়েছে বিশ্বমানের পরিচয়। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে আদিবাসী সমাজের অবদান রয়েছে অবিস্মরণীয়।

সিমলায় আপেল বোঝাই ট্রাক উল্টে নিহত দুই

সিমলা, ৯ আগস্ট(হি.স): সিমলায় পিকআপ ভ্যানকে ধাক্কা, আপেল বোঝাই ট্রাক উল্টে মৃত্যু হয়েছে দুই ব্যক্তির।

বুধবার সকাল আটটা নাগাদ শহরতলীর ঢালিতে আপেল বোঝাই একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে পড়ে যায়।

ট্রাকটির ধাক্কায় পিকআপ ভ্যানসহ তিন থেকে চারটি গাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই ট্রাকে থাকা দুইজন প্রাণ হারান। সিমলা-রামপুর জাতীয় সড়কের মাশোবরার কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে। ট্রাকটি আপার সিমলা থেকে আপেল নিয়ে যাচ্ছিল। পুলিশ জানায়, ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পিকআপ ভ্যানকে ধাক্কা মেরে মাশোবরার রাস্তায় উল্টে যায়। এই দুর্ঘটনার পর মাশোবরা সড়কে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। ঘটনাস্থলে রয়েছে পুলিশের দল।

সিমলার এসপি সঞ্জয় গান্ধী দুর্ঘটনায় দুইজনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানিয়েছেন।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

বার্ধক্যের পথে সুস্বাস্থ্য নিয়ে এগোতে চাই আঁশ

শরীর ঠিক রাখতে বয়সের পরিক্রমায় পুষ্টি চাহিদা কীভাবে বদলায় সেদিকে নজর রাখা দরকার।

সব বয়সেই স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস মেনে চলা আবশ্যক। তবে কিছু পুষ্টি উপাদান আছে যা বয়স যত বাড়ে ততই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এমন পুষ্টি উপাদানের তালিকায় প্রোটিন হল প্রধান।

তবে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল ভোজ্য আঁশ। ১৭ হোক কিংবা ৭০ সব বয়সেই ভোজ্য আঁশ জরুরি, তবে ৭০'য়ে অনেক বেশি জরুরি।

হজমতন্ত্রের ওপর বয়সের প্রভাব

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরিন সব অংশই তার জৌলুস হারায়।

নিউ ইয়র্কের স্বনদ স্বীকৃত পুষ্টিবিদ সামান্থা ক্যাসেটি বলেন, ''বয়স যত বাড়ে, হজমতন্ত্রের পেশিগুলো ততই দুর্বল হতে থাকে। এর কারণে পুরো হজম প্রক্রিয়া স্বাভাবিক গতি হারায় এবং দেখা দেয় কোষ্ঠকাঠিন্য।'' ওয়েলঅ্যান্ডগুড ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে তিনি আরও বলেন, ''আবার এসময় ওষুধ সেবনের বিষয়টা নিয়মিত হয়ে দাঁড়ায়। আর অনেক ওষুধই হজমতন্ত্রের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে, দেখা দিতে পারে কোষ্ঠকাঠিন্য কিংবা বুক জ্বালাপোড়া।'

হজমতন্ত্রে ভোজ্য আঁশের উপকারিতা

অস্ট্রেলিয়ার 'দি ওয়েস্টমিড ইন্সটিটিউট অফ মেডিকেল রিসার্চ' ৪৯'য়ের বেশি বয়সি ১, ৬০০ জনের ওপর এক পর্যবেক্ষণ চালায়। ২০১৬ সালে করা এই গবেষণায় জানা যায়, যারা ভোজ্য আঁশ গ্রহণ করেন পর্যাপ্ত, তাদের দীর্ঘায়ু পাওয়া সম্ভাবনা ৮০ শতাংশ বেশি। উচ্চ রক্তচাপ, 'টাইপ টু ডায়বেটিস', 'ডিমেনশিয়া', হতাশাগ্রস্ততা, নড়াচড়ার অক্ষমতা ইত্যাদির ঝুঁকি অনেকাংশে কমায় ভোজ্য আঁশ সমৃদ্ধ খাদ্যাভ্যাস।

কেন এমনটা হয়?

ক্যাসেটি বলেন, ''ভোজ্য আঁশ হল একধরনের উদ্ভিজ্জ 'কার্বোহাইড্রেইট' যা সহজে হজম হয় না। ফল, সবজি, শষ্যজাতীয় খাবার, বাদাম, বীজ ইত্যাদিতে পাওয়া যায় এই ভোজ্য আঁশ। আর এই উপাদান তৈরি করে নরম মল যা সহজে হজমতন্ত্রের মাধ্যমে বের হয়ে যেতে পারে।''

''অন্ত্রের 'মাইক্রোবায়োম'কে প্রয়োজনীয় পুষ্টিও যোগায় আঁশ। যার কল্যাণে অজস্র ধরনের ব্যাক্টেরিয়ার সমষ্টি 'মাইক্রোবায়োম' বজায় থাকে। এই 'মাইক্রোবায়োম' শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত, অর্থাৎ এই 'মাইক্রোবায়োম'য়ের সুস্বাস্থ্যই নিশ্চিত করতে শরীরের সার্বিক সুস্থতা।''

তিনি আরও বলেন, ''একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দৈনিক ২১ থেকে ৩৮ গ্রাম ভোজ্য আঁশ প্রয়োজন। তবে সিংহভাগ মানুষ গড় হিসেবে দিনে ১৫ গ্রামেরও কম গ্রহণ করেন এই উপাদান।''

ভোজ্য আঁশের উৎস

ক্যাসেটি বলেন, ''পরিপূর্ণ শষ্যজাতীয় এবং উদ্ভিজ্জ উৎস থেকে আসা খাবার গ্রহণ করা হওয়া উচিত প্রতিটি স্বাস্থ্য সচেতন মানুষের প্রধান লক্ষ্য। প্রতিবেলার খাবারের অর্ধেকটা হওয়া উচিত সবজি কিংবা ফল অথবা তার মিশ্রণ। পাতের তিনভাগের একভাগ হওয়া উচিত স্নেহজাতীয় খাবার কিংবা পরিপূর্ণ শষ্য। খাবারের বাকি অংশ হওয়া উচিত প্রোটিন।''

তিনি আরও বলেন, ''কিছু খাবারে ভোজ্য আঁশ থাকে প্রচুর পরিমাণে। তাই যে খাবারে এই উপাদানের মাত্রা কম, সেগুলোকে অবহেলা করাও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কারণ এই খাবারগুলো তাদের ভোজ্য আঁশের মাত্রার তুলনায় বেশি মাত্রায় হজমে সহায়তা করে। যেমন কাঠবাদামে আঁশ কম হলেও থাকে 'পরিফেনল' আর 'এলাজিক অ্যাসিড', দুটোই অন্ত্রের 'মাইক্রোবায়োম'য়ের ওপর উপকারী প্রভাব ফেলে। সীমজাতীয় খাবারে প্রচুর ভোজ্য আঁশ মেলে।'' সবার পরিচিত কিছু খাবারে থাকা ভোজ্য আঁশের মাত্রা সম্পর্কে জানান এই পুষ্টিবিদ। আধা কাপ মসুর ডালে থাকে প্রায় সাড়ে ছয় গ্রাম আঁশ। মাঝারি আকারের একটি আপেল যোগায় প্রায় পাঁচ গ্রাম। আধা কাপ শুকনা ওটস থেকে পেতে পারেন চার গ্রাম ভোজ্য আঁশ। এক ব্রকলিতে থাকে দুই গ্রাম আঁশ।

খারাপ খাবার শরীরকে বানাবে রোগের ডিপো

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সবসময়ই খাদ্যাভ্যাসের ওপর জোর দেওয়া হয়। তবে কোন খাবারগুলো দেহে বাজে প্রভাব ফেলে সেই বিষয়ে নজর দেওয়া হয় কম।

ফলে দেখা যায় ভালো খাবার খাওয়া হচ্ছে ঠিকই, পাশাপাশি বাজে খাদ্যাভ্যাসের কারণে দেহ সঠিক সুরক্ষা মিলছে না।

তাই বজে খাদ্যাভ্যাসগুলো এড়ানোই হবে মঙ্গল।

অতিরিক্ত মদ্যপান

যুক্তরাষ্ট্রের নিবন্ধিত পুষ্টিবিদ ম্যারি অ্যালবাস 'ইটদিস ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলেন, "অতিরিক্ত মদ্যপান রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে দুর্বল করবে। বিশেষ করে যেকোনো সংক্রমণ দমন করার জন্য রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সক্রিয় হওয়ার ক্ষমতা কমে যায় মদ্যপানের জন্য। কারণ অ্যালকোহলের কারণে শরীর ক্ষতিকর উপাদান চিনতে এবং তার বিরুদ্ধেপ্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়েতুলতেসময় বেশি লাগে।"

"মদ্যপানের আরেকটি ক্ষতিকারক দিক হল তা খাবার থেকে পুষ্টি উপাদান শোষণের হার কমিয়ে দেয়। বিশেষত, ভিটামিন সি এবং জিঙ্ক শোষন করতে সমস্যা দেখা দেয়। আর দুটোই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। মদ্যপানেরকারণে যেকোনো রোগেরঝুঁকি যেমন বাড়বে, তেমনি রোগের ভোগান্তিও বাড়তে পারে।"

অতিরিক্ত চিনি

অ্যালবাস বলেন, "খাদ্যাভ্যাসে অতিরিক্ত চিনি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে দুর্বল করে দেয়। চিনি বেশি এমন খাবার নিয়মিত খাওয়া ক্রমাগত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে হুমকির মুখে ফেলে। এর প্রধান কারণ শ্বেত রক্তকনিকা, যা সংক্রমনের বিরুদ্ধে লড়াই করে। অতিরিক্ত চিনি সেই শ্বেত রক্তকনিকারই ক্ষতি করে।"

অতিরিক্ত লবণ

'দ্য ডায়েটারি গাইডলাইনস ফর আমেরিকানস'য়ের মতে, 'প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের প্রতিদিন সোডিয়াম গ্রহণ করা উচিত সর্বোচ্চ ২৩০০ মি.লি.গ্রাম। তবে যুক্তরাষ্ট্রে মানুষ প্রতিদিন গড়ে ৩৪০০ মি.লি.গ্রাম সোডিয়াম গ্রহণ করে। এই বাড়তি সোডিয়াম দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। অ্যালবাসের ভাষায়, ''খাদ্যাভ্যাসে অতিরিক্ত সোডয়ামযুক্ত প্রক্রিয়াজাত খাবার বেশি থাকলে শরীরে প্রদাহ হওয়া আশঙ্কা বেড়ে যায়, যা পক্ষান্তরে দুরারোগ্য ব্যধির ঝুঁকি বাড়ায়। লবণের মূল উপাদান সোডিয়াম। লবণ বেশি খেলে তা শরীরের প্রদাহনাশক প্রতিক্রিয়াকে দমিয়ে দিতে সক্ষম। অন্ত্রের ব্যাক্টেরিয়ার পরিবর্তন ঘটাতে পারে অতিরিক্ত সোডিয়াম বা লবণ। যা পক্ষান্তরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে দুর্বল করে দেয়।'"'ক্রোন'স ডিজিজ', আলসার, 'সেলিয়াক ডিজিজ', 'লুপাস' ইত্যাদি 'অটোইমিউন ডিজিজ' যাদের আছে, অতিরিক্ত লবণ তাদের এই রোগগুলোর তীব্রতা বাড়িয়ে দেয়।

ফল ও সবজি কম খাওয়া

যুক্তরাষ্ট্রের আরেক নিবন্ধিত পুষ্টিবিদন ম্যাট মাজিনো বলেন, ''রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে সচল ও সক্ষম রাখতে হলে খাদ্যাভ্যাসে পর্যাপ্ত ফল ও সবজি থাকতেই হবে। এগুলোতে থাকে প্রয়োজনীয় ভিটামিন, খনিজ, 'অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট' যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য অত্যন্ত জরুরি।''

আরও থাকে ভোজ্য আঁশ যা অন্ত্রের ব্যাক্টেরিয়ার জন্য উপকারী। আর অন্ত্রে ব্যাকটেরিয়ার ভারসাম্য বজায় থাকলেই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকবে শক্তিশালী।

ভিটামিন ডি'র অভাব

মাজিনো বলেন, ''সুস্থ সবল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান ভিটামিন ডি। কারণ এর প্রদাহনাশক গুণ রোগ প্রতিরোধকারী কোষের কার্যক্ষমতা বাড়ায়। তাই যারা ঘরে বসে কাজ করার কারণে বাইরে রোদে বের হতে পারেন না বা যে দেশগুলোতে এখন বর্ষাকাল, সেখানকার মানুষের উচিত হবে ভিটামিন ডি 'সাপ্লিমেন্ট' গ্রহণের বিষয়টা নিয়ে চিকিৎসকের সঙ্গে আলাপ করা।''

হরমোনে গড়মিল বাঁধাতে পারে যেসব খাবার

হরমোন ভারসাম্যহীনতার কারণ হতে পারে দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাস। হরমোনের ভারসাম্যহীনতা দেহের সকল প্রক্রিয়ায়র ওপর প্রভাব রাখে। তাই সুস্থ থাকতে হরমোনের ভারসাম্য বজায় রাখতে সচেষ্ট থাকা প্রয়োজন। পুষ্টিবিজ্ঞানের তথ্যানুসারে 'টইমস অফ ইন্ডিয়া'তে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে এমন কয়েকটি খাবার সম্পর্কে জানানো হল যা হরমোনের ভারসাম্যহীনতার জন্য দায়ী হতে পারে।

রেড মিট: গরু, খাসী ইত্যাদির মাংসে থাকা স্যাচুরেটেড এবং হাইড্রোজিনেটেড চর্বি অস্বাস্থ্যকর, যা এড়িয়ে চলাই উপকারী।

অতিরিক্ত রেড মিট খাওয়া দেহে ইস্ট্রোজেনের মাত্রা বাড়ায় এবং হরমোনের ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করে। তাই রেড মিটের বদলে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ মাছ বা ডিম অথবা চর্বিহীন প্রোটিন খাওয়া উপকারী।

ক্রুসাফেরস সবজি: সবজি উপকারী। তবে অতিরিক্ত কোনো কিছুই ভালো নয়। ক্রুসাফেরস সবজি যেমন- ফুল কপি, ব্রকলি; এই ধরনের খাবার অতিরিক্ত খাওয়া প্রদাহ বাড়ায়। তাছাড়া এসব সবজি অতিরিক্ত খাওয়া থাইরয়েড গ্রন্থিতে প্রভাব রাখে। যা হরমোনের ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করে।

প্রক্রিয়াজাত খাবার: প্রক্রিয়াজাত খাবার সহজলভ্য হলেও এগুলো খাওয়া হরমোনে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করে।

এসব খাবারে চিনি, লবণ, প্রিজারভেটিভ সমন্বয়ে তৈরি করা হয়। যা খাওয়া দেহের প্রদাহ, মানসিক চাপ এমনকি স্থূলতার ঝুঁকিও বাড়ায়।

ক্যাফেইন: অতিরিক্ত ক্যাফেইন ধরনের খাবার ঘুমচক্রের ওপরে প্রভাব ফেলে। এছাড়াও অতিরিক্ত ক্যাফেইন গ্রহণ দেহের কর্টিসোলের মাত্রা বাড়ায় এবং যা মানসিক চাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত। আর হরমোনের ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করে।

দুধের তৈরি খাবার: দুধের তৈরি খাবার পুষ্টি উপাদানে ভরপুর। তবে তা হরমোনের ভারসাম্যহীনতায় প্রভাব ফেলে। অতিরিক্ত দুধের তৈরি খাবার অন্ত্রের প্রদাহ বাড়ায় এবং হরমোনের ভারসাম্যহীনতায় প্রভাব রাখে। এমনকি অতিরিক্ত দুধ খাওয়াও দেহে ট্রাইগ্লিসারাইড ও শর্করার মাত্রা বাড়ায়। মিষ্টি, ক্যান্ডি: অতিরিক্ত ক্যান্ডি বা শর্করা-জাতীয় চকোলেট এবং মিঠাই রক্তের শর্করার মাত্রা বাড়ায়। নিয়মিত বাড়তি শর্করা গ্রহণে লেপ্টিন এবং ঘ্রেলিনের সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি করে। এই দুই হরমোনই ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে যুক্ত এবং দেহের হরমোনের ভারসাম্যতায় প্রভাব রাখে। সয়া দিয়ে তৈরি খাবার: সয়া শরীরের জন্য উপকারী। তবে অতিরিক্ত সয়ার তৈরি খাবার হরমোনে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করে। এতে আছে বায়োঅ্যাক্টিভ উপাদান যা ফাইটোইস্ট্রোজেন নামে পরিচিত। এটা দেহের ইস্ট্রোজেনের মাত্রা বাড়ায় এবং দীর্ঘ মেয়াদে প্রজনন স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে।

মৃত্যুর কারণ হতে পারে মোবাইলের ওয়াইফাই !

রাতে ঘুমানোর সময় মোবাইলটা হয় বিছানা থেকে কিছুটা দূরে রাখবেন বা সেটা বন্ধ করে রাখবেন। কেননা, চালু মোবাইলের ওয়াইফাই বিকিরণ ভয়ঙ্কর ক্ষতির করণ হতে পারে। সম্প্রতি উত্তর জাটল্যান্ডের নবম শ্রেণির একদল ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন রকমের শাকের বীজ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছে, চালু মোবাইলের ওয়াইফাই বিকিরণ প্রাণের পক্ষে চরম ক্ষতিকারক। তা মৃত্যুও ডেকে আনতে পারে।পরীক্ষার ফলাফলে যথেষ্টই উতসাহিত ইংল্যান্ড, হল্যান্ড ও সুইডেনের গবেষকরা। এ ব্যাপারে আরও গবেষণা চালাতে চেয়েছেন স্টকহলমের ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউটের বিশিষ্ট গবেষক ওলে জোহানসন। তিনি বেলজিয়ান অধ্যাপক মারি-ক্লেয়ার কামার্তকে সঙ্গে নিয়ে পরীক্ষাটা আবার করতে চেয়েছেন। পরীক্ষাটা যারা চালিয়েছে সেই ছাত্রছাত্রীদের অন্যতম লি নিয়েলসন জানিয়েছেন, ৪০০ রকমের শাকের বীজের ওপর তারা পরীক্ষাটা চালিয়েছেন। দু''টি আলাদা ঘরে একই তাপমাত্রায় ৬টি ট্রেতে ওই শাকের বীজগুলিকে রাখা হয়েছিল। ১২ দিন ধরে ওই দু'টি ঘরে রাখা শাকের বীজগুলিকে সম পরিমাণ জল আর সূর্যালোক দেওয়া হয়েছিল তাদের বেড়ে ওঠার জন্য। তাদের মধ্যে শাকের বীজ রাখা রয়েছে এমন ৬টি ট্রে'কে রাখা হয়েছিল দু'টি ওয়াইফাই রাউটারের কাছাকাছি। সাধারণ মোবাইল ফোন থেকে যতটা বিকিরণ আসে, ওই ওয়াইফাই রাউটারগুলি থেকে বিকিরণ আসে ততটাই। ১২ দিন পর দেখা গেল, ওয়াইফাই রাউটারের কাছে রাখা শাকের বীজগুলি মোটেই বাড়েনি। তাদের বেশির ভাগই হয় শুকিয়ে গিয়েছে বা মরে গেছে। আর যে শাকের বীজ ভরা ট্রেগুলির ধারে কাছে কোন ওয়াইফাই রাউটার ছিল না, সেগুলি খুব সুন্দর ভাবে বেড়ে উঠেছে জল আর সূর্যালোক পেয়ে।নবম শ্রেণির যে ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষাটা চালিয়েছে, তাদের আর এক জন ম্যাথিল্ডে নিয়েলসন বলেছেন, এটাই প্রমাণ করেছে, ওয়াইফাই বা মোবাইলের বিকিরণ প্রাণের পক্ষে কতটা বিপজ্জনক। তাই আমাদের পরামর্শ, ঘুমোতে যাওয়ার সময় হয় মোবাইল ফোনটা দূরে রাখুন বা বিছানায় রাখতে হলে সেটাকে বন্ধ করে রাখুন। না হলে তা মস্তিষ্ক বা শরীরের পক্ষে খুব বিপজ্জনক হতে পারে।

ডেঙ্গু-এর প্রভাব বাড়ছে

ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া কিংবা ক্যান্সার জাতীয় কোন অসুখের উপসর্গ মাত্র। সিংহভাগ জ্বরই ভাইরাস সংক্রামিত এবং তা চিকিৎসা না করালেও ভাল হয়ে যায়। ভাইরাসবাহিত জ্বর সাধারণত ৫ থেকে ৮ দিন স্থায়ী হয়। ব্যাকটেরিয়া সংক্রমিত জ্বর সারাতে অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োজন হয়। সময়মতো কার্যকর অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা না করালে এ জ্বর দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। তবে জ্বর যদি ৩ সপ্তাহের চেয়ে বেশি স্থায়ী হয় তবে তাকে বলা হয় পি. ই উ. ও (পাইরেক্সিয়া অব আননোন অরিজিন)। জ্বরকে ইংরেজিতে পাইরেক্সিয়া বা ফিভার বলা হয়। যক্ষ্মা, কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, হৃদপিণ্ডের ভালভে প্রদাহ, শরীরের কোনো জায়গায় পুঁজ জমে যাওয়া, লিম্ব গ্র্যান্ড বা গ্রন্থির ক্যান্সার, লিউকেমিয়া কিংবা রক্তকণিকার ক্যান্সারের কারণে জ্বর ৩ সপ্তাহের চেয়েও বেশি স্থায়ী হতে পারে। জ্বরের কোন সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নেই। তবে শরীরের তাপমাত্রা যদি ৯৯.৯ ডিগ্রি ফারেনহাইট (৩৭.৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড) এর বেশি হয় তাকে জ্বর বা ফিভার বলা হয়। সারাদিন রাতে মানুষের শরীরের তাপমাত্রা, কখনও স্থির থাকে না। সকালের দিকে তাপমাত্রা কিছুটা কম থাকে এবং বিকাল চারটা থেকে সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে স্বাভাবিক মানুষের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পায়। জ্বর মাপতে হয় থার্মোমিটার দিয়ে। সাধারণত মুখগহ্বর বা পায়ুপথে থার্মোমিটার রেখে জ্বরের তীব্রতা মাপা হয়। বগলে কখনো তাপমাত্রা মাপা উচিত নয়, কারণ বগলের তাপমাত্রা কখনো অন্তস্থ তাপমাত্রা সঠিকভাবে নির্দেশ করতে পারে না। মুখগহ্বরের তাপমাত্রা পায়ুপথের তাপমাত্রা থেকে ০.৭ ডিগ্রি ফারেনহাইট কম হয়।

জ্বরের কোনো নির্দিষ্ট চিকিৎসা নেই। বেশির ভাগ জ্বরেরই কারণ খুঁজে বের করা কঠিন। কারণ অজ্ঞাত থাকার জন্য চিকিৎসা নিয়েও বিভ্রান্তি । তবে জ্বর দীর্ঘস্থায়ী হলে বিস্তৃত ক্ষমতাসম্পন্ন অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করা যায়। জ্বর এ মাপের ও বেশি স্থায়ী হলে টিবি কিংবা কালাজ্বরের কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

ডেঙ্গু ঃ মাত্র ক'বছর আগেও বাংলাদেশে এই রোগটি ছিল অপরিচিত। কিন্তু এই ভাইরাস পরিবাহিত রোগটি ইদানীং সব মানুষের কাছে একটি আতঙ্ক হয়ে দেখা দিয়েছে। ডেঙ্গু একটি ভাইরাস সংক্রামিত রোগ। এ পর্যন্ত চার প্রকারের ভাইরাস শনাক্ত করা হয়েছে। এগুলো হলো ডেন ১, ২, ৩ ও ৪। এডিস অ্যাজেপটি নামের এক প্রকার মশার কামড় থেকে এ রোগটি বিস্তৃতি লাভ করে। এ রোগের সুপ্তিকাল ২-৭ দিন।

উপসর্গ অনুযায়ী ডেঙ্গুকে তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়। * উপসর্গবিহীন ডেঙ্গু জ্বর, * ডেঙ্গু ফিভার, * ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভার। এই তিনটি পর্বের মধ্যে ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভার হলো সবচেয়ে মারাত্মক। এর থেকে রোগীর মৃত্যুও ঘটতে পারে। হিমোরেজ কথার অর্থ হলো রক্তক্ষরণ। প্রথম পর্বের ডেঙ্গুতে তেমন কোন উপসর্গই থাকে না। রোগী বুঝতেই পারে না, তখন যে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হলো আর কখনইবা রোগটি ভাল হয়ে গেল।

ডেঙ্গু ফিভার ঃ জ্বর দিয়ে এই পর্বের ডেঙ্গু প্রথম শুরু হয়। জ্বরের সাথে যেসব উপসর্গ দেখা দেয় সেগুলো হলো ঃ * মাথা ব্যথা, * শরীর ব্যথা, * ত্বকের মধ্যে লালচে ফুস্কুরি ওঠা * চোখের পেছনে ব্যথা।

এই অসুখে রক্তের শ্বেতকণিকা এবং প্ল্যাটিলেট বা অণুচক্রিকার সংখ্যা কমে দেয়। তাই অনেক সময় ডেঙ্গুকে ব্রেক বোন ফিভার বা হাড়ভাঙা জ্বর বলা হয়। অনেক সময় ডেঙ্গুতে দুই বার রোগীর জ্বর হতে পারে। দেখা গেল মাঝখানের দু'তিন দিন রোগীর কোন জ্বরই নেই। সাধারণত চতুর্থ এবং পঞ্চম দিন অনেক রোগীর দেহের তাপমাত্রা স্বাভাবিক হয়ে যায়। এরপর ষষ্ঠ কিংবা সপ্তম দিন থেকে দেহের তাপমাত্রা দ্বিতীয় বারের মতো আবার বাড়তে শুরু করে। ডেঙ্গু জ্বর একদম ভাল হয়ে যাওয়ার

পরও রোগী পরবর্তী দু'তিন সপ্তাহ অতিরিক্ত অবসাদে ভুগে থাকে।

ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিচার ঃ ডেঙ্গু জ্বরের উপসর্গের সাথে ত্বকের নিচে রক্তপাত, নাক অথবা দাঁতের মাড়ি দিয়ে রক্তপাত অথবা পাকস্থলি থেকে রক্তপাত হলে তাকে হিমোরেজিক ডেঙ্গু বলা হয়। এসব রোগীর হাতে ব্লাড প্রেসার মাপার সময়, যদি প্রেসার বাড়িয়ে বস্তুটি পাঁচ মিনিট যথাস্থানে রেখে দেওয়া হয় তবে ত্বকের নিচে তাৎক্ষণিকভাবে ছোট ছোট রক্তপাত দৃশ্যমান হয়। এটি রোগ শনাক্তকরণের একটি পদ্ধতি। একে বলাহয় পজেটিভ টরনিকুয়েট টেস্ট। এছাড়া ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভারে রক্তে প্ল্যাটিলেট বা অণুচক্রিকার সংখ্যা এক লাখের নিচে নেমে যায়। স্বাভাবিক একজন মানুষের রক্তে দেড় থেকে তিন লাখের মতো অণুচক্রিকা থাকে। ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভারের আরেকটি জটিলতা হলো রক্তনালি থেকে রক্তের জলীয় অংশ বা প্লাজমা টিস্যুতে বের হয়ে আসা। এতে শরীরের বিভিন্ন স্থানে যেমন বুক বা পেটে জল জমে যেতে পারে। প্লাজমা স্বল্পতার জন্য রক্তের ঘনত্ব বেড়ে যায়। রক্তকণিকার আপেক্ষিক ঘনত্ব বেড়ে যাওয়াকে বলা হয় হাই হিমাটোক্রিট। ডেঙ্গু হিমোরেজিক কিভাবে সাধারণত হিমাটোক্রিট স্বাভাবিকের চেয়ে ২০ শতাংশ বেড়ে যায়।

ডেঙ্গু শক সিনড্রোম ঃ ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভারের সাথে রোগীর যদি নিম্নলিখিত উপসর্গগুলো থাকে তবে তাকে বলা হয় ডেঙ্গু শক সিনড্রোম। এটি হলে ডেঙ্গু রোগীর সবচেয়ে মারাত্মক লক্ষণ। যেসব উপসর্গগুলো দেখলে বুঝা যায় রোগীর ডেঙ্গু শক বা অভিঘাত হয়েছে সেগুলো হলো ঃ * অস্থিরতা, * দ্রুত এবং দুর্বল নাড়ি গতি * রক্তচাপের সিস্টোলিপ ও ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেসারের ব্যবধান যদি ২০ মিলিমিটার অব মারকারির চেয়ে কমে যায়। সাধারণত এ ব্যবধান ৪০ মিলিমিটার অব মারকারির মতো হয়ে থাকে। * হাত-পা যদি ঠাণ্ডা হয়ে যায়। ডেঙ্গু রোগের তিনটি ধাপ রয়েছে। এগুলো হলো ঃ * ফেবরাইল বা জ্বরকালীন সময় --- ১-৭ দিন, * অ্যাফেবরাইল ফেইস বা জ্বর সেরে যাওয়ার অব্যাহতি সময় ২-৩ দিন, * কনভ্যালেসেন্ট ফেইস বা রোগমুক্তিকাল-৭-১০ দিন।এই তিনটি ধাপের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক সময় হলো দ্বিতীয় ধাপ বা অ্যাফেবরাইল ফেইস। জ্বর ভাল হয়ে যাওয়ার পর দুতিনদিন এই স্তরটি স্থায়ী হয়। ডেঙ্গু জ্বরের প্রায় সব রকমের জটিলতা এই সময়টিতে শুরু হয় এবং তা কখনো কখনো রোগীর মৃত্যু ডেকে আনতে পারে। ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভারকে ৪টি গ্রেডে ভাগ করা হয়। গ্রেড-১ ঃ এই পর্যায়ে রোগীর জ্বরের সাথে মাথাব্যথা, শরীর ব্যথা, চোখ ব্যথা এবং শরীরে ফুস্কুরি দেখা দেয়। রক্তে প্ল্যাটিলেটের সংখ্যা এক লাখের নিচে নেমে যায়। গ্রেড -২ ঃ গ্রেড ওয়ানের উপসর্গগুলোর সাথে যদি রক্তপাত দৃশ্যমান হয় তবে তাকে বলা হয় গ্রেড টু ডেঙ্গু জ্বর। গ্রেড -৩ ঃ এ পর্যায়ে রোগীর নাড়ি গতি চঞ্চল হয় এবং ব্লাড প্রেসার কমে যায়।

মিলল আদিবাসী মহিলার রক্তাক্ত দেহ, ঘনাচ্ছে রহস্য

পূর্ব বর্ধমান, ৯ আগস্ট (হি. স.) : অসুস্থতার জন্য গ্রামের এক চিকিৎসকের কাছে ওষুধ আনতে গিয়েছিলেন জনমজুর মহিলা। দীর্ঘক্ষণ নিখোঁজ থাকার পর বুধবার সকালে উদ্ধার হয় তাঁর রক্তাক্ত দেহ।
এদিন সকালে বাড়ি থেকে বেশকিছুটা দূরে দেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামে। দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ।
পুলিশসূত্রের খবর, মৃত মহিলার নাম সুমি সোরেন (৪৫)। সোমাইপুর গ্রামের লাইকিংপাড়ার বাসিন্দা তিনি। স্বামী জামরু সোরেন প্রায় সাত বছর আগে মারা যান। বাড়িতে রয়েছেন এক ছেলে ও পুত্রবধূ। তিনজনই জনমজুর।
মৃতার বাড়ির লোকেরা জানান, মঙ্গলবার সন্ধেয় তাঁর শাশুড়ি নখকুনির যন্ত্রণার কারণে গ্রামেরই এক চিকিৎসকের কাছে ওষুধ আনতে গিয়েছিলেন। তারপর থেকে বাড়ি ফিরে আসেননি। অনেক রাত পর্যন্ত খোঁজাখুঁজি চলে। ছেলে মিঠুন বলেন, "মা বাড়ি ফিরে আসছে না দেখে আমি পাড়াপ্রতিবেশীদের বলি। এদিন সকালে খবর পাই মাকে কেউ খুন করে দিয়েছে।"

পাকিস্তানে ট্রেন দুর্ঘটনায় গাফিতলির অভিযোগে ছজন কর্মকর্তা বরখাস্ত
লাহোর, ৯ আগস্ট(হি.স): পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের নবাবশাহের কাছে রবিবার হাজারা এক্সপ্রেস ট্রেন দুর্ঘটনার পর তৎপর হয়েছে রেল মন্ত্রক। গাফিলতির অভিযোগে ছয় কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে রেলপথ মন্ত্রক। উল্লেখ্য, নবাবশাহ শহরের কাছে হাজারা এক্সপ্রেস ট্রেনের ১০টি বগি লাইনচ্যুত হয়ে যায়। এই দুর্ঘটনায় অন্তত ৩০ জন যাত্রী প্রাণ হারান। রেল মন্ত্রক জানিয়েছে, ইঞ্জিনে ত্রুটি দেখা দেওয়ার পরে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা তা ঠিক করতে পারেননি। রেলমন্ত্রী সাদ রফিক মঙ্গলবার জাতীয় সংসদে বলেন, লোকোমোটিভের ১২টি চাকার মধ্যে দুটি জ্যাম হয়ে যায়, কিন্তু ইঞ্জিন প্রতিস্থাপনের পরিবর্তে কর্মকর্তারা "দ্রুত সংশোধন" করার জন্য পুরানো ইঞ্জিনটি পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আর তাতেই ৩০ জনের প্রাণ অকালে চলে যায়।

সভার বক্তৃতায় মোদীকে একহাত মমতার

ঝাড়গ্রাম, ৯ আগস্ট (হি.স.) : "যতটা বকেন প্রধানমন্ত্রী, তার একাংশও করে দেখান না।"
বুধবার ঝাড়গ্রামের সভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে এই ভাষাতেই আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন বক্তৃতা শুরুর আগে আদিবাসী সংস্কৃতির ঢোল বাজান মুখ্যমন্ত্রী।
গ্যাসের দাম থেকে ১৫ লাখি প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে মমতা মোদীকে মসনদে বসার অযোগ্য বলেও তোপ দেগেছেন। তৃণমূল নেত্রীর দাবি, ভোটের সময় আবার বলবে ফ্রি-তে রেশন দেব। এখন কেন বন্ধ? দিল্লি থেকে হরিয়ানা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ ফিরে আসছে। বাংলার মানুষ বঞ্চনা সহ্য করে না, লাঞ্চনা সহ্য করে না, শোষণ সহ্য করে না।"
কেন্দ্রকে নিশান করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ১০০ দিনের টাকা দিচ্ছে না, আবাস যোজনার টাকা দিচ্ছে না। বিজেপি খুনের রাজনীতি করছে, রক্তের রাজনীতি করছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। তাঁর কথায়, হিংসা ছড়ানো হচ্ছে দেশকে টুকরো টুকরো করে দেওয়া হচ্ছে। দলিত দের উপর অত্যাচার হচ্ছে।

দিনহাটায় বিজেপি নেতার বাড়ি ভাঙচুর

দিনহাটা, ৯ আগস্ট (হি. স.) : কোচবিহারের দিনহাটার বড় শাকদল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিজেপি নেতা অনিমেষ বর্মনের বাড়ি ভাঙচুরকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল। অভিযোগের তীর তৃণমূলের দিকে।যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ।
জানা গিয়েছে, দিনহাটা ২ নম্বর ব্লকের বড় শাকদল গ্রাম পঞ্চায়েতের লাঙ্গুলিয়া ঘাটপাড়ের অন্যতম বিজেপি নেতৃত্ব অনিমেষ বর্মন। মঙ্গলবার মধ্যরাতে তাঁর বাড়িতে কতিপয় কিছু দুষ্কৃতী হামলা চালায়। সেইসময় অনিমেষবাবু বাড়িতে ছিলেন না। তবে তিনি অভিযোগ করে বলেন, 'যারা হামলা চালিয়েছে তারা সকলেই তৃণমূল কংগ্রেসের হার্মাদ বাহিনী।' যদিও এই বিষয়ে অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। বুধবার সকালে অনিমেষবাবুর মা বলেন, 'অতর্কিত এই আক্রমণ হয়, সেইসময় আমার ছেলের বউ ও ছোট্ট শিশু বাড়িতে ছিল। আক্রমণকারীরা গুলি করার কথা বলছিল।' পাশপাশি অনিমেষবাবুর বক্তব্য, তাঁকে খুন করার চক্রান্ত করে তাঁর বাড়িতে হামলা চালানো হয়।

প্রবল বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত গাদিঘাট সেতু

দেহরাদুন, ৯ আগস্ট(হি.স): উত্তরাখণ্ডে ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে রাস্তা ও সেতু ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মুষলধারে বৃষ্টির ফলে রাস্তাগুলি পুকুরে পরিণত হয়েছে। কোটদ্বারে, অবিরাম বৃষ্টিতে গাদিঘাট সেতুর একটি অংশ সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
পুরাতন ঝুলন্ত সেতু বন্ধ করে সানেহ এলাকার দিকে যাওয়ার জন্য এই সেতুটি তৈরি করা হয়েছিল। বৃষ্টিতে এটি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছে।
বৃষ্টিতে শুধু সেতুর নিচের মাটিই ক্ষয়ে যায়নি বরং সেতু ভেঙে গিয়ে যান চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। প্রশাসনকে সেতু ভাঙার বিষয়টি জানানো হয়েছে। প্রশাসনের তরফে সেতুটি আপাতত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে জোরকদমে।

আদিবাসী মহিলাদের মতো করে শাড়ি পরে মুখ্যমন্ত্রী পা মেলালেন ছন্দে

ঝাড়গ্রাম, ৯ আগস্ট (হি .স.) : রাজ্যের এক এক জায়গায় গিয়ে স্থানীয় মানুষদের মন পাওয়ার চেষ্টা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কখনও কারও ছোট্ট বাচ্চাকে কোলে নিয়ে। কখনও হাত ধরে সমবেত নৃত্যে। কখনও বা নিখাদ রবীন্দ্রসঙ্গীতে। আদিবাসী মহিলাদের মতো করে শাড়ি পরে পা মেলালেন ছন্দে।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার আমজনতার কাছে ধরা দিয়েছেন ঘরের মেয়ের মতো করে। কখনও চায়ের দোকানে ঢুকে চা বানিয়েছেন। কখনও হোটেলে হাতা-খুন্তি হাতে দেখা গিয়েছে তাঁকে, কখনও আবার পাহাড়ে গিয়ে মোমো বানিয়েছেন। আদিবাসী ছন্দেও পা মিলিয়েছেন বহুবার। বুধবার আদিবাসী দিবসের অনুষ্ঠানে অন্য মেজাজে ধরা দিলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীকে এভাবে কাছে পেয়ে আপ্লুত আদিবাসীরা।
এবার আদিবাসী দিবসের অনুষ্ঠানে জঙ্গলমহলেই রয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার ঝাড়গ্রামের অনুষ্ঠানের শুরুতেই আদিবাসী ছন্দে মাতলেন মুখ্যমন্ত্রী।
এদিন অনুষ্ঠানের শুরুতে মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা আদিবাসী কায়দায় শাড়ি পরিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রীকে। এরপরই আদিবাসী মহিলাদের হাতে হাত রেখে তাঁদের তালে পা মেলান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নাচের ফাঁকেই আদিবাসী মহিলাদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। এরপর মঞ্চে ওঠেন মুখ্যমন্ত্রী। পড়ুয়াদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

সরকার বিরোধীদের কথা শুনতে প্রস্তুত নয় : মল্লিকার্জুন খাড়গে

নয়াদিল্লি, ৯ আগস্ট (হি.স.): সরকার বিরোধীদের কথা শুনতে প্রস্তুত নয়। অভিযোগ করলেন কংগ্রেস সভাপতি ও রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে। তিনি অভিযোগ করেছেন, 'আমাদের উদ্দেশ্য ছিল যখন সংসদে মণিপুর নিয়ে বিশদ আলোচনা হবে তখন কিছু বিবরণ বেরিয়ে আসবে। প্রধানমন্ত্রী সংসদে আসতে প্রস্তুত নন। সরকার আমাদের কথা শুনতে প্রস্তুত নয়। প্রতিবাদ স্বরূপ আমরা সংসদ থেকে ওয়াক আউট করব।'
প্রসঙ্গত, মণিপুর ইস্যুতে বুধবারও উত্তাল হয়েছে সংসদ। সংসদের উচ্চকক্ষ দফায় দফায় মুলতুবি হয়ে যায়। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে এদিন রাজ্যসভা থেকে ওয়াকআউট করেন বিরোধী দলের সাংসদরা।

রাজ্যপালের সানগ্লাস নিয়ে সভায় মুখর মুখ্যমন্ত্রীও

ঝাড়গ্রাম, ৯ আগস্ট (হি. স.) : রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সানগ্লাস নিয়ে সভায় মুখর হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে
রাজ্যপালের সানগ্লাস নিয়ে সভায় প্রকাশ্যে মন্তব্য করেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। বুধবার ঝাড়গ্রামের মঞ্চ থেকে নাম করে আক্রমণাত্মক মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, ""মাননীয় গর্ভনর সাহেব কালো চশমা পড়ে জ্ঞান দিয়ে বেড়াচ্ছেন। সে ওঁর ইচ্ছে, উনি একটার জায়গায় দশটা সানগ্লাস পরতে পারেন। কিন্তু উনি যা খুশি তাই করতে পারেন না।"
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এখন বলছেন মুখ্যমন্ত্রী যা করবে, উনিও তাই করবেন। তা করতে হলে আগে দল তৈরি করে নির্বাচনে জিতে আসুন। ১০০ বছরেও পারবেন না। এখানে যা খুশি তাই করা যায় না।"
এখানেই শেষ নয়, উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে আক্রমণ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমরা বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করছি। আর উনি দালালি করে আটকে দিচ্ছেন। যাঁকে খুশি উপাচার্য করে দিচ্ছেন। উপাচার্য করতে গেলে অন্তত তিনটে নাম পাঠাতে হয়। ১০ বছরের অধ্যাপনার অভিজ্ঞতা থাকতে। কেরালার নিজের লোককে এনে এখানে বসিয়ে দিয়েছে। যার কোনও অভিজ্ঞতা নেই শিক্ষা ক্ষেত্রে। তিনি একজন আইপিএস। ওঁর ঘনিষ্ঠ।"

বিজেপি সরকার হটানো আমার একমাত্র উদ্দেশ্য, মন্তব্য মমতার

ঝাড়গ্রাম, ৯ আগস্ট (হি . স.) : বিশ্ব আদিবাসী দিবস উপলক্ষে ঝাড়গ্রামের সভা থেকে কেন্দ্র থেকে বিজেপি সরকারকে হটানোর ডাক দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপি কেন্দ্রের গদি ছাড়ো। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের বর্ষপূর্তিতে ঝাড়গ্রাম থেকে এই দাবি তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । বুধবারের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী বিজেপিকে বিতড়ণের ডাক দিয়ে বললেন, "বিজেপি ইউ কুইট ইন্ডিয়া। তোমার দিল্লির মসনদে থাকার অধিকার নেই। উত্তরপ্রদেশ থেকে শুরু করে, মধ্যপ্রদেশ থেকে শুরু করে, কী অত্যাচার হচ্ছে।
মণিপুর জ্বলছে। ৪ মাস হয়ে গেল। ওরা জাতি দাঙ্গা লাগিয়ে ভাবছে দেশটাকে টুকরো টুকরো করে দেবে।" মমতার অভিযোগ, "মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান কিছুই ওদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। ওদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ শুধুই ভোট।"
মমতা এদিন স্পষ্ট করে দিয়েছেন, তাঁর একমাত্র লক্ষ্য বিজেপিকে উৎখাত করা। আর সেজন্য সব ধরনের লড়াইয়ের জন্য তিনি প্রস্তুত। অবিভক্ত মেদিনীপুর বাসীর উদ্দেশে তাঁর আহ্বান, এই মেদিনীপুরের মাটি থেকে বহু সংগ্রাম শুরু হয়েছে, বিজেপি বিরোধী লড়াইটাও সেখান থেকেই শুরু হোক।

বিজেপির ৪ পঞ্চায়েত সদস্যকে অপহরণের প্রতিবাদে অবরোধ কালিয়াগঞ্জে

কালিয়াগঞ্জ, ৯ আগস্ট (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জের ধনকৈল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বোর্ড গঠনের দিন দলের চার পঞ্চায়েত সদস্যকে অপহরণের অভিযোগে সরব বিজেপি। এর প্রতিবাদে বুধবার ডালিমগাঁও এলাকায় কালিয়াগঞ্জ-রাধিকাপুর রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান বিজেপির নেতা-কর্মীরা। ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় কালিয়াগঞ্জ থানার বিশাল পুলিশবাহিনী।
বিজেপি নেতা তারিণীকান্ত রায়ের অভিযোগ, তাঁর স্ত্রী সহ চারজন জয়ী বিজেপি প্রার্থীকে পিস্তল দেখিয়ে অপহরণ করেছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল।
সদ্য পঞ্চায়েত ভোটের ফলাফল অনুযায়ী ধনকৈল গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট আসন সংখ্যা ২৮টি। ত্রিশঙ্কু পঞ্চায়েতে তৃণমূল ১১টি, বিজেপি ১২টি, সিপিএম ২টি, কংগ্রেস ২টি এবং নির্দল ১টি আসনে জয়লাভ করেছে। এদিকে, বোর্ড গঠনের আগে সিপিএমের দু'জন এবং নির্দলের একজন বিজেপি শিবিরে যোগ দেন বলে দাবি করেন বিজেপি নেতা তারিণীকান্ত রায়। এদিন এর প্রতিবাদে ডালিমগাঁও এলাকায় কালিয়াগঞ্জ-রাধিকাপুর রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান বিজেপির নেতা-কর্মীরা।

মৃদু ভূকম্প মেঘালয়ে, দুবার মণিপুরে, ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই

গুয়াহাটি, ৯ আগস্ট (হি.স.) : মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপেছে মেঘালয় ও মণিপুর। আজ বুধবার প্রায় আড়াই ঘণ্টার ব্যবধানে ভূমিকম্প হয়েছে মণিপুরে। এদিন বিকাল ৪-টা ৮ মিনিট ৩১ সেকেন্ডে মণিপুরের তেংনউপালে সংঘটিত ভূকম্পের তীব্রতা ছিল ৩.৩। এর আগে বেলা ১-টা ২৩ মিনিট ৫৬ সেকেন্ডেও ৪.০ প্রাবল্যের ভূকম্পে কেঁপে উঠেছিল মণিপুরের চান্ডেল জেলা। এছাড়া আজই বেলা ১-টা ১৩ মিনিট ৪২ সেকেন্ডে প্রথম ভূমিকম্পের ঝাঁকুনি অনুভূত হয়েছে মেঘালয়ের রি-ভই জেলা ও পার্শবর্তী অসমের জোড়াবাট এলাকায়। মেঘালয়ে সংঘটিত ভূমিকম্প রিখটার স্ক্যালে ৩.৩ ধরা পড়েছে। তবে কোনও হতাহত বা অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতির খবর কোনও এলাকা থেকে পাওয়া যায়নি।
ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি যে তথ্য প্রকাশ করেছে সে অনুযায়ী, মণিপুরে বিকাল ৪:৮:৩১টায় সংঘটিত ভূমিকম্পের উৎসস্থল তেংনউপালের ২৪.৪৮ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯৪.৩০ দ্রাঘিমাংশে ভূগর্ভের ২৩ কিলোমিটার গভীরে ছিল।
অন্যদিকে মেঘালয়ের রি-ভই জেলায় সংঘটিত ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল দক্ষিণ-পশ্চিং নংপোর ২৪ কিলোমিটার দূরে ২৩.৯৭ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯৪.০৫ দ্রাঘিমাংশে ভূগর্ভের ৬১ কিলোমিটার গভীরে।
এছাড়া ১:২৩:৫৬টায় মণিপুরের চান্ডেলে সংঘটিত ভূমিকম্পের উৎসস্থল জেলার ২৩.৯৭ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯৪.০৫ দ্রাঘিমাংশে ভূগর্ভের ৬১ কিলোমিটার গভীরে ছিল, জানিয়েছে ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি।

আদিবাসী দিবসে শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা মমতার

কলকাতা, ৯ আগস্ট (হি. স.) : বুধবার আদিবাসী দিবসে শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা জানালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
টুইটে তিনি লিখেছেন, "বাংলার সাংস্কৃতিক ট্যাপেস্ট্রি বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়ের সুতোয় বোনা। বিশ্বের আদিবাসীদের এই আন্তর্জাতিক দিবসে, আসুন তাঁদের প্রাণবন্ত ঐতিহ্য, শিল্প এবং ঐতিহ্য উদযাপন করি যা আমাদের রাষ্ট্রের পরিচয়কে সমৃদ্ধ করে।
আসুন আমাদের আদিবাসী ভাইদের পাশাপাশি চলার অঙ্গীকার করি। এই রাজ্য, এই জাতি এবং বিশ্বের জনগণ জাতি, গোষ্ঠী, ধর্ম এবং বর্ণের পার্থক্যের উর্ধে উঠে আদিবাসীদের অধিকার রক্ষা ও রক্ষা করুক, কারণ এটি কেবল একটি সম্প্রদায়ের জন্য নয়; এটা মানবতা সম্পর্কে।"

ভারত ছাড়ো আন্দোলনের শহিদদের শ্রদ্ধা মমতার

কলকাতা, ৯ আগস্ট (হি. স.) : বুধবার 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের বর্ষপূর্তিতে শহিদদের শ্রদ্ধা জানালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
টুইটারে তিনি লিখেছেন, "আজ, "ভারত ছোড়ো আন্দোলন"-এর বার্ষিকীতে, এই মহান দেশের স্বাধীনতার জন্য যাঁরা সর্বস্ব দিয়েছিলেন, তাঁদের প্রত্যেককে শ্রদ্ধা জানাই। ভবিষ্যতে একটি সুস্থ, সুন্দর, প্রতিশ্রুতিশীল, ঐক্যবদ্ধ, সহনশীল, শক্তিশালী ভারত নিশ্চিত করতে আমাদের সর্বদা তাদের সম্প্রীতি ও মানবতার মহান আদর্শকে সমুন্নত রাখতে হবে। ভারতের ভাবনা যেন মরে না যায়। জয় হিন্দ! জয় ভারত!"

'আপনি ভারত মাতার মৃত্যুর কথা বলছেন!', রাহুলকে পালটা আক্রমণ স্মৃতি ইরানির

নয়াদিল্লি, ৯ আগস্ট (হি.স.): বুধবার সংসদে হাজির হন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে সাংসদ পদ ফেরার পর বুধবারও সংসদে হাজির হন কংগ্রেস নেতা। কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধীদের আনা অনাস্থা প্রস্তাব বিতর্কে অংশ নিয়ে মণিপুর নিয়ে তীব্র আক্রমণ করেন রাহুল গান্ধী। কেন্দ্রীয় সরকারকে কটাক্ষ করে রাহুল বলেন, ওঁদের রাজনীতি মণিপুরে ভারতকে হত্যা করেছে। প্রধানমন্ত্রী মণিপুরে যাননি এখনও পর্যন্ত।' প্রধানমন্ত্রীর কাছে মণিপুর ভারতের অংশ নয় বলেও আক্রমণ করেন কংগ্রেসের সাংসদ।
রাহুল গান্ধী অনাস্থা প্রস্তাব বিতর্কে কেন্দ্রকে একের পর এক আক্রমণ করে লোকসভা ত্যাগ করলে, তাঁকে পালটা আক্রমণ করেন স্মৃতি ইরানি। রাজস্থানে কোনও এক কর্মসূচিতে যোগ দিতে রওনা হন রাহুল। রাহুলকে আক্রমণ করে স্মৃতি ইরানি বলেন, সংসদীয় রাজনীতির ইতিহাসে ভারত মাতার হত্যার কথা বললে, কেউ কখনও টেবিল চাপড়াতেন না বসে। রাহুল গান্ধী ভারত মাতার হত্যার কথা বলায়, কংগ্রেসিরা বসে বসে টেবিল চাপড়েছেন বলে পালটা আক্রমণ করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি।

দিল্লি সার্ভিসেস বিলের বিরোধিতা করায় কংগ্রেসের প্রতি কৃতজ্ঞ কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ৯ আগস্ট (হি.স.): দিল্লি সার্ভিসেস বিল প্রত্যাখান করা এবং মানুষের দ্বারা নির্বাচিত দিল্লির সরকারকে সমর্থন জানানোর জন্য রাহুল গান্ধী, মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং ডঃ মনমোহন সিংকে ধন্যবাদ জানালেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল।
তিনি জানান, 'দিল্লির ২ কোটি মানুষের পক্ষ থেকে আমি আপনার দলকে ধন্যবাদ জানাই দিল্লি সার্ভিসেস বিলকে প্রত্যাখান করা এবং এর বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার জন্য।'

বীর সেনানিদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য, দেশজুড়ে মেরি মাটি মেরা দেশ কর্মসূচির সূচনা

নয়াদিল্লি, ৯ আগস্ট (হি.স.): দেশজুড়ে সূচনা হল """মেরি মাটি মেরা দেশ""" কর্মসূচির। বীর সেনানিদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য স্বরূপ, যাঁরা দেশের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এই কর্মসূচির সূচনা করা হয়েছে। চলতি মাসের ৩০ তারিখ পর্যন্ত চলবে এই কর্মসূচি। এই কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে বীর শহীদদের নামে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ, প্রতিটি বাড়িতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং রাজধানীতে অমৃত ভাটিকা নির্মাণ-সহ পাঁচ দফা কর্মসূচি।
এছাড়াও এই কর্মসূচির অধীনে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পৌর কর্পোরেশনে শিলালিপিও স্থাপন করা হবে, যাতে সেই গ্রামের অজ্ঞাত বীরদের নাম খোদাই করা হবে। এই কর্মসূচিটি 'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব'-এর সমাপ্তি অনুষ্ঠান, যা ২০২১ সালের ১২ মার্চ শুরু হয়েছিল। উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর সাম্প্রতিকতম মন-কি-বাত অনুষ্ঠানে এই কর্মসূচির ঘোষণা করেছিলেন।
হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।
বিসিসিআইয়ের রেকর্ড আয়, কর দিল ১১৫৯.২০ কোটি টাকা!
মুম্বই, ৯ আগস্ট(হি.স.): বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ক্রিকেট সংস্থা ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড অর্থাৎ বিসিসিআই। কেন বলা হয়? সেই ধারণাটা দিল কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রক। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক দ্বারা যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে গত পাঁচ বছরে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড সর্বাধিক আয় করেছে এবং কর দিয়েছে ১১৫৯.২০ কোটি টাকা!
বুধবার বিসিসিআইয়ের করের লিখিত বিবরণ রাজ্যসভায় তুলে ধরেছেন কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী। ২০২০-২১ আর্থিক বছরে, বিসিসিআই আয়কর হিসাবে ৮৪৪.৯২ কোটি টাকা দিয়েছে। যেখানে ২০১৯-২০ সালে ছিল ৮৮২.২৯ কোটি টাকার কম। কারণ এই সময়ে করোনা অতিমারির কারণে ক্রিকেট চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। ২০১৮-১৯ সালে বিসিসিআই ট্যাক্স হিসাবে ৮১৫.০৪কোটি টাকা দিয়েছে। যেখানে ২০১৭-১৮ সালে বিসিসিআই আয়কর হিসাবে ৫৯৬.৬৩ কোটি টাকা কর দিয়েছে।

বিধি লঙ্ঘন, আসিমগঞ্জের বেসরকারি সানরাইজ হাসপাতাল সিল করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসনের

পাথারকান্দি (অসম), ৯ আগস্ট (হি.স.) : সরকারের বেঁধে দেওয়া গাইড লাইন লঙ্ঘনের দায়ে করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দি থানাধীন আসিমগঞ্জে অবস্থিত বেসরকারি সানরাইজ হাসপাতাল সিল করে দিয়েছে প্রশাসন।
করিমগঞ্জের জেলাশাসক মৃদুলকুমার যাদবের নির্দেশে মঙ্গলবার বিকেলে পাথারকান্দি থানার ওসি ইনস্পেক্টর সমরজিৎ বসুমতারির নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে আসিমগঞ্জের সানরাইজ হসপিটাল সিল করে দিয়েছেন পাথারকান্দির প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট তথা রেভিনিউ সার্কল অফিসার এস নেহা।
অভিযোগ, সরকারি বিভিন্ন গাইড লাইন উপেক্ষা করে এই বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ চিকিৎসার নামে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসা চালিয়েছেন। অভিযোগ করা হয়েছিল করিমগঞ্জের ড্রাগস ইনস্পেক্টর এবং জেলাশাসকের দফতরের। ইত্যবসরে করিমগঞ্জের জেলাশাসক অভিযোগের ভিত্তিতে সঠিক তদন্তের জন্য বিশেষ এক তদন্তকারী দল পাঠিয়েছিলেন।
তদন্তকারী দল অভিযোগের সত্যতা যাচাই করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে সময়সীমা বেঁধে শোকজ নোটিশ পাঠায়। কিন্তু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ওই নোটিশের কোনও গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ না করে তার জবাব দেননি। ফলে জেলাশাসক নিয়ম বহির্ভূতভাবে পরিচালিত সানরাইজ হাসপাতালকে সিল করার নির্দেশ দেন।

মণিপুর নিয়ে আলোচনার জন্য সর্বদা প্রস্তুত ছিল সরকার, বিরোধীরাই পালিয়েছে : স্মৃতি ইরানি

নয়াদিল্লি, ৯ আগস্ট (হি.স.): মণিপুর নিয়ে আলোচনার জন্য সর্বদা প্রস্তুত ছিল সরকার, পালিয়েছে তো বিরোধীরাই। বুধবার লোকসভায় অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে আলোচনায় বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেত্রী স্মৃতি ইরানি। বুধবার লোকসভায় স্মৃতি ইরানি বলেছেন, 'সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বারবার বলেছেন, সরকার মণিপুর ইস্যুতে আলোচনা করতে প্রস্তুত। বিরোধীরা পালিয়েছে, আমরা না।'
কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীর অভিযোগ খারিজ করে স্মৃতি ইরানি আরও বলেছেন, 'মণিপুর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কখনও বিভক্ত ছিল না, বিভক্ত হবেও না।' রাহুলকে উদ্দেশ্য করে স্মৃতি বলেন, 'আপনি ভারত নন, কারণ ভারত দুর্নীতিগ্রস্ত নয়। ভারত বংশবাদ নয় যোগ্যতায় বিশ্বাস করে এবং আজকের দিনে আপনার মতো লোকদের মনে রাখা দরকার ব্রিটিশদের যা বলা হয়েছিল - ভারত ছাড়ো। দুর্নীতি ভারত ছাড়ো, বংশবাদ ভারত ছাড়ো। মেধা এখন ভারতে স্থান পায়।'

জি-২০ সম্মেলনে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা হবে: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

ওয়াশিংটন, ৯ আগস্ট(হি.স): রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা হবে জি-২০ সম্মেলনে, এমন তথ্যই জানিয়েছে আমেরিকা। মার্কিন বিদেশ দফতরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার বলেন, সেপ্টেম্বরে ভারতে অনুষ্ঠিত জি-২০ সম্মেলনে রাশিয়া ও ইউক্রেনের যুদ্ধ আলোচনার অন্যতম বিষয় হতে চলেছে।
উল্লেখনীয় যে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনসহ জি-২০ দেশের নেতারা এই সম্মেলনে অংশ নিতে যাচ্ছেন। মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার মঙ্গলবার এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন- "আমরা সারা বিশ্বের মিত্রদের সঙ্গে আলোচনায় ইউক্রেনে চলা যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করে যাচ্ছি। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনেও ইউক্রেনের এই যুদ্ধ নিয়ে আলোচনার বিষয়ই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাবে।

জীবনের সব সঞ্চয় স্থানীয় বিদ্যালয়কে দান করে যান ননীবালা

কলকাতা, ৯ আগস্ট (হি. স.) : বর্তমান প্রজন্ম চেনে না ননীবালা গুহকে (১৮৮৪ জুন, ১৯৯০)। 'বাঁকুড়ার গান্ধীবুড়ি'-কে ভুলে যেতে বসেছে আগের প্রজন্মও।
১৮৮৪ সালে ননীবালা গুহ বাঁকুড়া জেলার ইন্দাসের আকুই গ্রামের রক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহন করেন। মাত্র ন বছর বয়েসে জগতদুর্লভ গুহের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। বিয়ের দুই বছরের মধ্যে বিধবা হন তিনি। ঘরে চুপচাপ বসে না থেকে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামী জগবন্ধু দত্তের অনুপ্রেরণায় ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে কর না দেওয়ার আন্দোলনে যোগ দেন।
১৯৩০ সালে গান্ধীজির আইন অমান্য আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সবরমতী আশ্রম থেকে ডাণ্ডী পর্যন্ত যে অভিযান শুরু হয়েছিল ইন্দাস এলাকায় তার নেতৃত্বে ছিলেন ননীবালা। এছাড়াও বাঁকুড়া থেকে কাঁথি পর্যন্ত আন্দোলনে পদযাত্রায় তাঁর নেতৃত্বেই অসংখ্য গ্রামীণ মহিলা পথ হাঁটেন। বিলিতি দ্রব্য বর্জন, পিকেটিং, ইন্দাসে বি.ডি.আর রেল লাইন উপড়ে ফেলা, বিষ্ণুপুর আদালতে জাতীয় পতাকা তোলা সবখানেই তিনি নেতৃত্বে ছিলেন।

মমতার মুখে ফের 'জগাই-মাধাই-গদাই' তত্ত্ব, বুঝিয়ে দিলেন শত্রু সিপিএমও

ঝাড়গ্রাম, ৯ আগস্ট (হি . স.) : ঝাড়গ্রামের সভা থেকে ফের 'ইন্ডিয়া' জোটের দুই সঙ্গী সিপিএম এবং কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ে। তাঁর মুখে ফের জগাই-মাধাই-গদাই তত্ত্ব।
জাতীয় স্তরে ইন্ডিয়া জোটের স্বার্থে বাংলায় কংগ্রেসকে নিয়ে সুর খানিকটা নরম করার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন মমতা। একুশের সভায় কংগ্রেসকে নিয়ে একটি শব্দও খরচ করেননি। সিপিএমকে আক্রমণ করলেও বিজেপির তুলনায় সুর ছিল অনেকটাই নরম।
কিন্তু জোটের সঙ্গীদের প্রতি মমতা যে সৌজন্য দেখিয়েছিলেন, পালটা সেই সৌজন্য তিনি পাননি বলে ধলের অভিযোগ। বরং বাংলার বাম-কংগ্রেস নেতারা মমতাকে সমানে আক্রমণ করে গিয়েছেন। সিপিএম স্পষ্ট করে দিয়েছে, বাংলায় তাঁরা মমতার বিরুদ্ধেই লড়বে। একই অবস্থান প্রদেশ কংগ্রেসেরও। তাই স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলেন, বিজেপির সঙ্গে তাঁর লড়াই চলছেই। তবে বাংলায় লড়াই হবে কংগ্রেস-সিপিএমের বিরুদ্ধেও।
এমনকী পঞ্চায়েত স্তরে রাজ্যের প্রায় সব প্রান্তে দেখা যাচ্ছে বাম-কংগ্রেস এবং বিজেপি যৌথভাবে বোর্ড গঠন করছে। স্রেফ তৃণমূলকে রুখে দেওয়ার স্বার্থে বিজেপির সঙ্গে হাত মেলাতে দ্বিধা বোধ করছেন না বাম এবং কংগ্রেসের কর্মীরা।
দলের রাজ্য নেতৃত্বের তরফে এর বিরুদ্ধে কোনও বার্তাও দেওয়া হয়নি। সম্ভবত বাম-কংগ্রেসের এই অবস্থানেই ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী। আর সেকারণেই ফের বামেদের বিজেপির সঙ্গে একাসনে বসিয়ে দিলেন তিনি।
ঝাড়গ্রামের সভা থেকে সিপিএম এবং কংগ্রেসের রাজ্য নেতৃত্বকে তীব্র আক্রমণ করে মুখ্যমন্ত্রী বললেন, "দুর্ভাগ্যের বিষয় ওখানে জাতীয় স্তরে ইন্ডিয়া আর এখানে বিজেন্ডিয়া। জগাই-মাধাই-গদাই, বিজেপির কোলে বসে আছে।
মমতা বলেন, "লজ্জা করে না। মানুষের তো একটা নীতি থাকে। সেই নীতিটা মেনে চলতে হয়। আমাদের লড়াই সিপিএমের বিরুদ্ধে বাংলায়। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বাংলায়, যদি এরকম করতে থাকে ওরা। আর বিজেপির বিরুদ্ধে তো লড়াই থাকবেই।"

মাতৃভাষার গুরুত্ব নিয়ে ঝাড়গ্রামের সভাতেও সরব মুখ্যমন্ত্রী

ঝাড়গ্রাম, ৯ আগস্ট (হি. স.) : স্কুল শিক্ষায় তিন ভাষার ফর্মুলার কথা জানালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘোষণা করলেন এই তিনটি ভাষার মধ্যে প্রথমে থাকবে মাতৃভাষা। অন্য দুটি ভাষা যার যেরকম পছন্দ নিতে পারে। কিন্তু প্রথম ভাষা হতে হবে নিজের অর্থাৎ মাতৃভাষা। ঝাড়গ্রামের সভা থেকে ঘোষণা করলেন মমতা।
এদিন ঝাড়গ্রাম থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কেউ কেউ ভাষা নিয়ে উল্টোপাল্টা বলছে। মন্ত্রিসভার বৈঠকে আলোচনা হয়েছে তিনটি ভাষার সূত্র। যারা বাংলা মিডিয়ামে পড়ে তাদের প্রথম ভাষা বাংলা। আর দুটো তারা যে কোনও ভাষা নিতে পারে। যারা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত অলচিকি মাধ্যমে পড়ে অলচিকি তাদের প্রথম ভাষা।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পরে আরও দুটো ভাষা নেওয়ার সুযোগ থাকবে। তেমন ভাবে যার প্রথম ভাষা রাজবংশী, নেপালি, তারাও একইভাবে পড়তে পারবে। বাংলায় আমরা বাস করি। তার মানে এটা নয় যে কারোর উপর কিছু চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শুধু মনে রাখতে হবে "তিন ভাষার সূত্রতে মাতৃভাষা থাকবে এক নম্বরে। বাকি দুটো বিষয় ছাত্ররা বেছে নেবে।""
জাতীয় শিক্ষানীতির কোন অংশ গ্রহণ করা হবে, কোন অংশ গ্রহণ করা হবে না, সেবিষয়ে চলতি সপ্তাহে সিদ্ধান্ত হয়েছে মন্ত্রিসভার বৈঠকে। ঠিক হয়েছে, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা আগের মতোই হবে। উচ্চপ্রাথমিকে ৩ ভাষা নীতি নেওয়া হবে। অষ্টম শ্রেণি থেকে সিমেস্টার পদ্ধতিতে পরীক্ষা হবে। উচ্চমাধ্যমিকে এমসিকিউ চালু হবে। ইউজিসি-র পাশাপাশি স্টেট রিসার্চ ফান্ড তৈরি করা হবে।

ধুবড়ি, গোলাঘাটের পর এবং দরং জেলায় বিদ্যুৎ কর্মচারীর ওপর হামলা

গুয়াহাটি, ৯ আগস্ট (হি.স.) : রাজ্যে আবারও বিদ্যুৎ দফতরের কর্মচারীর ওপর হামলার ঘটনা সংগঠিত হয়েছে। ধুবড়ি, গোলাঘাটের পর এবার দরং জেলার অন্তর্গত খারুপেটিয়ার মণ্ডলপাড়া গ্রামে বিদ্যুৎ দফতরের কর্মচারীর ওপর প্রাণঘাতী হামলা করেছে স্থানীয় বাসিন্দারাআজ বুধবার খারুপেটিয়ার দলগাঁও বিধানসভা নির্বাচন কেন্দ্রের অধীন মণ্ডলপাড়ায় গ্রাহকদের বিল বিতরণ করতে গিয়েছিলেন বিভাগীয় মিটাররিডার আবুমোচা আলিউ তখন বিদ্যুতের বিল বেশি এসেছে অভিযোগ তুলে আবুমোচা আলিকে মারধর করা হয়। ইত্যবসরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় খারুপেটিয়া থানার পুলিশউ পুলিশ মারমুখি জনতার হাত থেকে আবুমোচাকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে।এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ধুবড়ি জেলার গৌরীপুর থানার অন্তর্গত বালাজান এলাকার ডুমরদহ গ্রামে গত ৩ আগস্ট অসম বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি (এপিডিসিএল)-এর এক দলের ওপর প্রাণঘাতী হামলা চালিয়েছিল গ্রামের মানুষ। ডুমরদহ গ্রামে বিদ্যুৎ চুরি হচ্ছে বলে এক তথ্যের ভিত্তিতে বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানির সাব-ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার মঞ্জুরুল হক বিভাগীয় আরও দুই কর্মচারীকে নিয়ে গ্রামে গিয়েছিলেন। গ্রামে গিয়ে তাঁরা দেখেন, প্রায় প্রতিটি বাড়িতে অবৈধভাবে জল তোলার মেশিন ব্যবহার করে বিদ্যুৎ চুরি হচ্ছে।তাঁরা মেশিনের সঙ্গে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করতে গেলে দলবদ্ধভাবে তাঁদের ওপর হামলা চালানো হয়। মঞ্জুরুল হক বর্তমানে ধুবড়ি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আহত হয়েছিলেন এপিডিসিএল-এর কর্মচারী মহিদুল হক ও রফিকুল হকও। তাঁরাও চিকিৎসাধীন। তাঁদের মাটিতে ফেলে লাঠি-মুগুর দিয়ে পেটানো হয়েছিল। সেদিনের ঘটনার সঙ্গে জড়িত অভিযোগে এখন পর্যন্ত ছয়জনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।আরেকটি ঘটনায় গত শুক্রবার (৪ আগস্ট) আসাম পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (এপিডিসিএল)-এর এক কর্মচারী চন্দন গগৈয়ের ওপর গোলাঘাট জেলার মেরাপানি এলাকায় জনৈক লক্ষ্মী শইকিয়াকে বেধড়ক মেরেছে এক ভোক্তা। বিদ্যুৎভোক্তা শইকিয়ার অভিযোগ তার মিটারে প্রচুর পরিমাণে বিল (৪০০ টাকা) দেখানো হয়েছে। হামলায় আহত চন্দন গগৈকে গোলাঘাট সিভিল হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছিল।

নিখোঁজ সংবাদ

মহম্মদ রুসন উদ্দিন এবং জাহানারা বেগম

গত ১৪/০৭/২০২৩ ইং মহম্মদ রুসন উদ্দিন পিতা-মৃত নজরুল ইসলাম সাং-বটরসি থানা-ধর্মনগর, জিলা- উত্তর ত্রিপুরা এবং জাহানারা বেগম পিতা- মহম্মদ গনি মিয়া সাং- বটরসি থানা- ধর্মনগর, বাড়ি থেকে কাউকে না বলে চলে যায়। এখনো পর্যন্ত বাড়ি ফেরে নাই। উক্ত সংবাদ মূলে ধর্মনগর মহিলা থানায় একখানা মামলা নথিভুক্ত করা হয় যাহার নাম্বার -২৭/২০২৩ তাং- ২২/০৭/২০২৩ ধারা- 366 (A)/109/34 of IPC.

উপরোক্ত, নিখোঁজ ব্যাক্তির সন্ধান পাইলে নিম্নোক্ত ঠিকানায় সংবাদ প্রেরণের অনুরোধ রইল।

Particulars Of Accused Person - মহম্মদ রুসন উদ্দিন, পিতা-মৃত নজরুল ইসলাম, সাং-বটরসি, থানা-ধর্মনগর,জিলা- উত্তর ত্রিপুরা, বয়স -২৮ বৎসর, উচ্চতা-৬,গায়ের রঙ- শ্যামলা পরনে- টি শার্ট এবং জিন্স প্যান্ট

Particulars Of Missing Person -জাহানারা বেগম (১৬), পিতা- মহম্মদ গনি মিয়া, বয়স ১৬ বৎসর, উচ্চতা-৫ ফুট, গায়ের রঙ- সাদা রঙের চেক কুর্তা

যোগাযোগের ঠিকানাঃ-

ধর্মনগর মহিলা থানা - ০৩৮২২-২২০-২০৪

এসডিপিও ধর্মনগর - ৯৪০২১২১৯০

এস. পি উত্তর ত্রিপুরা - ০৩৮২২-২৩৪-৪৬৬

পুলিশ কন্ট্রোল উত্তর ত্রিপুরা - ০৩৮২২-২২৪-৪১১

ICA/D-743/23

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ

জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সড়ক দুর্ঘটনা এড়াতে পরিবহন বিভাগের সচেতনতা সভা

করিমগঞ্জ (অসম), ৯ আগস্ট (হি.স.) : বুধবার শ্রীগৌরী হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে পথ সুরক্ষা সম্পর্কে এক সচেতনতা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন সকালের ছাত্র সমাবেশে স্কুলের অধ্যক্ষ মাশুক আহমদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় জেলা পরিবহন আধিকারিক সাহাব উদ্দিন তাপাদার পথ সুরক্ষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের বিশদ অবহিত করেন। এর আগে তাঁকে বরণ করেন স্কুলের বিষয় শিক্ষক প্রীতম নাথ। জেলা পরিবহন আধিকারিক প্রথমে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় মনোযোগী হওয়ার পরামর্শ দেন। এপিজে আব্দুল কালাম সহ মনীষীর জীবনের কিছু শিক্ষামূলক ঘটনা ছাত্রছাত্রীদের বলেন তিনি। এরপর পথ সুরক্ষা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বাইক চালানোর সময় চালক ও আরোহীকে অবশ্যই হেলমেট ব্যবহার করতে বলেন ডিটিও তাপাদার। যান চালনার সময় মোবাইল ফোন ব্যবহার না করার পরামর্শ দেন।যাত্রী হিসেবে যানবাহনে চাপলে সিটবেল্ট ব্যবহার করতে বলেন তিনি। নেশা সামগ্রী সেবন কখনও গাড়ি না চালানোর কথা বলেন ডিটিও। রাস্তা অতিক্রম করার সময় ছাত্রছাত্রীদের জেব্রা ক্রসিং ব্যবহার করার পরামর্শ দেন। আরও বিভিন্ন সতর্কতামূলক পরামর্শ দিয়ে সবাইকে নিজের জীবনের সুরক্ষায় যত্নবান হতে বলেন ডিটিও।অধ্যক্ষ আহমদ তাঁকে সাধুবাদ জানিয়ে মাসকয়েকের মধ্যে স্কুলে আরেকটি সচেতনতা সভা করার আহবান জানান। শিক্ষক - ছাত্রছাত্রীদের জন্য কয়েকটি বিভাগীয় সচেতনতা পুস্তিকা প্রদান করেন ডিটিও। অনুষ্ঠানে বিষয়ভিত্তিক একটি স্বরচিত কবিতা পড়ে শোনায় নিলামবাজার এসভি বিদ্যানিকেতন হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র দেবাশিস ভট্টাচার্য।অনুষ্ঠানে শ্রীগৌরী স্কুলের শিক্ষক - কর্মচারীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রবিজিৎ রায়, জনা দে, শিখা দত্ত, শিবানি ভট্টাচার্য, ভাস্কর রায়চৌধুরী, সুদীপ্তা কর, দেবস্মিতা পাল, সুপান চন্দ, প্রশান্তকুমার পাল, মমতাজ বেগম, অজয় হোড়, মমতা নাথ, নয়নমণি দাস প্রমুখ।

কলকাতায় শুরু জি-২০ দুর্নীতি-বিরোধী কার্যকরী গোষ্ঠীর বৈঠক

কলকাতা, ৯ আগস্ট (হি. স.) : বুধবার কলকাতায় শুরু হল জি-২০ দুর্নীতি-বিরোধী কার্যকরী গোষ্ঠীর বৈঠক। ১১ আগস্ট পর্যন্ত তিনদিন ব্যাপী চলবে এই বৈঠক। এর পরই হবে জি-২০ দুর্নীতি-বিরোধী মন্ত্রিসভার বৈঠক। কলকাতাতেই এই বৈঠক হবে আগামী ১২ অগস্ট।ভারতের সভাপতিত্বে আগামী মাসেই নয়া দিল্লিতে বসতে চলেছে জি-৩০ শীর্ষবৈঠক। তার আগে কলকাতায় বসল দুর্নীতি-বিরোধী ওয়ার্কিং গ্রুপ (এসিডব্লুজি)ও দুর্নীতি-বিরোধী মন্ত্রিসভার বৈঠক। ভারতের সভাপতিত্বে জি-২০ সামিটের প্রাক্কালে এটাই জি-২০ দুর্নীতি-বিরোধী ওয়ার্কিং গ্রুপের তৃতীয় ও শেষ বৈঠক। তিনদিন ব্যাপী চলা এই বৈঠকের পরই হবে জি-২০ দুর্নীতি-বিরোধী মন্ত্রিসভার বৈঠক। কলকাতাতেই এই বৈঠক হবে আগামী ১২ আগস্ট। এটা দুর্নীতি-বিরোধী মন্ত্রিসভার দ্বিতীয় বৈঠক।জি-২০ দুর্নীতি-বিরোধী ওয়ার্কিং গ্রুপের প্রথম দুটি বৈঠক হয়েছিল যথাক্রমে গুরুগ্রাম এবং ঋষিকেশে। এই দুটি বৈঠকে আন্তর্জাতিকভাবে দুর্নীতি-বিরোধী কার্যসূচিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ঐক্যমত্য তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল ভারত। যার মধ্যে রয়েছে, দুর্নীতি-দমনের ব্যাপারে জন্য অপরাধী শনাক্তকরণ, তদন্ত এবং বিচার চালানো, দেশীয় দুর্নীতি-বিরোধী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর শক্তিশালীকরণ, পলাতক অর্থনৈতিক অপরাধীদের প্রত্যর্পণ এবং এই ধরনের অপরাধীদের সম্পদ পুনরুদ্ধার।সূত্রের খবর, এবার কলকাতায় হতে চলা এসিডব্লুজি-র বৈঠকে এই সমস্ত কার্যসূচির বাস্তবায়ন কীভাবে সম্ভব, তা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে।কলকাতায় আয়োজিত এসিডব্লুজি-র বৈঠকে জি-২০-ভুক্ত ১০টি আমন্ত্রিত দেশের ১৫৪-র বেশি প্রতিনিধি ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি আমন্ত্রিত হয়েছেন। তিনদিন ধরে চলা এই বৈঠক শেষে আগামী ১২ অগস্ট জি-২০-র দুর্নীতি বিরোধী মন্ত্রিসভার বৈঠকের সভাপতিত্ব করার কথা ডা. জিতেন্দ্র সিং। তিনি একাধারে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর দফতরের প্রতিমন্ত্রী, জন-অভিযোগ এবং পেনশন, পারমাণবিক শক্তি এবং মহাকাশ দফতরের মন্ত্রী।দুর্নীতি দমনের ব্যাপারে এই বৈঠকে যোগদানকারী জি-২০ অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দেশ, আন্তর্জাতিক সংস্থা সহ মহিলা গোষ্ঠী, ব্যবসায়িক গোষ্ঠী, নাগরিক সমাজ-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রতিনিধিদের থেকে মতামত নেওয়া হবে। তাই দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টাকে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে ভারতের সভাপতিত্বে জি-২০-র এই বৈঠক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশাবাদী কেন্দ্র।

মুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর** প্রতিদিন এই গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত পাঁচ বছরে প্রায় ২ লক্ষ ২৫ হাজার গ্রাহক বেড়েছে। তিনি রাজ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার উপর আলোকপাত করেন। তিনি জানান, বর্তমানে রাজ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন চাহিদার তুলনায় কিছুটা বেশি রয়েছে। আগামীতে বিদ্যুৎ উৎপাদন আরও বাড়ানোর জন্য দপ্তরের পরিকল্পনা রয়েছে।

পর্যালোচনাসভায় সচিব আগামী পাঁচ বছরে দপ্তরের বিভিন্ন পরিকল্পনা সম্পর্কে জানাতে গিয়ে বলেন, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের সহায়তায় রুখিয়াতে ১২০ মেগাওয়াট ক্লোজ সাইকেল পাওয়ার প্রজেক্টের পরিকল্পনা রয়েছে। এরজন্য ব্যয় হবে ৮৪৫.৩৬ কোটি টাকা। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ত্রিপুরার বিদ্যুৎ ব্যবস্থার অনেকটা উন্নতি হবে বলে সচিব আশা ব্যক্ত করেন। এছাড়াও তিনি গোমতী জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের উন্নতিকরণ, মহারাণী মাইক্রো হাইডাল যা পিপিপি মডেলে তৈরি করা হবে, ৮৪ মেগাওয়াট বড়মুড়া সিসি পাওয়ার প্রজেক্ট যা এতদিন ওপেন ছিল তাকে ক্লোজ সাইকেলে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প নিয়ে রাজ্য সরকারেরপরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন। এইপ্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জিবি, আইজিএম এবং টিএমসি হাসপাতালকে সৌরবিদ্যুৎ-এর আওতায় আনার জন্য দপ্তরকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কার্যকরি ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। পরবর্তী সময় জেলার অন্যান্য হাসপাতালগুলিও সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থার আওতায় আনতে হবে। তাছাড়াও সচিব ডম্বরে ভাসমান সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন, সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ চাহিদার সময় সৌরশক্তি ব্যবহারের জন্য ব্যাটারি স্টোরেজ স্থাপনের কথাও উল্লেখ করেন। পর্যালোচনাসভায় ইলেক্টিক যানবাহনের বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সচিব জানান, আগামীতে ইলেক্টিক যানবাহনের চার্জিং স্টেশন রাজ্যের সবকটি জেলায় তৈরির জন্য দপ্তরের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। পর্যালোচনা সভায় সচিব রাজ্যে শক্তিশালী সাব স্টেশন নির্মাণ, বর্তমান সাব-স্টেশনগুলির উন্নতিকরণ, মার্ট প্রিপেইড মিটার স্থাপন, আগরতলায় আণ্ডারগ্রাউণ্ড কেবল স্থাপন, দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামজ্যোতি যোজনা, সৌভাগ্য যোজনা ইত্যাদির উপরও বিস্তারিত আলোচনা করেন। এছাড়াও তিনি জানান, আগামীতে '১৯১২' গ্রাহক পরিষেবার সুযোগ যাতে সারা রাজ্যে পৌঁছানো যায় দপ্তরের সেই লক্ষ্য রয়েছে। সভায় ট্রেডার ডিজি মহানন্দ দেববর্মা ট্রেডার উল্লেখযোগ্য সাফল্যগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। পর্যালোচনা সভায় মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, শিল্প দপ্তরের সচিব অভিষেক চন্দ্রা, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায়, ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের চিফ ম্যানেজিং ডিরেক্টর দেবাশিস সরকার সহ দপ্তরের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত থেকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

দেশ'

● **প্রথম পাতার পর** নিয়ে জাওয়া হবে বলে জানান তিনি। এইদিন পুর নিগমের প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে মাটি সংগ্রহ করা হয় কলসিতে করে। এই মাটি সংগ্রহ কর্মসূচিতে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের সাধারন মানুষের উপস্থিতি ছিল লক্ষ্যনীয়।

ঝামেলা

● **প্রথম পাতার পর** হয়েছে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। এদিনের বৈঠক থেকে গ্রহণ করা হয়েছে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত। বৈঠক শেষে টিসিএ সভাপতি তপন কুমার লোধ জানান, ৩রা আগস্ট ত্রিপুরা হাই কোর্ট নির্দেশ দেয় টি সি এ - এর জেনারেল বডির বৈঠক দাকার জন্য। আদালতের নির্দেশক্রমে সভাপতির নির্দেশে যুগ্ম সচিব বৈঠকের আহ্বান করেন। এদিনের বৈঠকে সিলেকশন কমিটি, এডভাইজার কমিটি ও আম্পেয়ার কমিটি পূর্ণগঠনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ২০২৩-২৪ মরসুমের বিভিন্ন টুর্নামেন্ট ও জাতীয় টুর্নামেন্টের বিষয়েও এদিন আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন টিসিএ সভাপতি।

মেরি মাটি, মেরা দেশ কর্মসূচি চম্পকনগর দ্বাদশে পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগস্ট।। মেরি মাটি, মেরা দেশ এই কর্মসূচিকে সামনে রেখে আজ চম্পকনগর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের এন এস এস ইউনিটের উদ্যোগে মিট্টি যাত্রা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়ে তৈরি করা হয় দেশের বীর সেনানিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ফলকম। এখান থেকে একটি কলস ভর্তি মাটি নিয়ে যাওয়া হবে আগরতলায় এবং পরবর্তী সময় আগরতলা থেকে দেশের রাজধানীতে এই মাটি প্রেরণ করা হবে। সেখানে গড়ে উঠবে স্মৃতিসৌধ। দেশের বীর সেনানিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই এই অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। আর তাই গোটা রাজ্যের পাশাপাশি চম্পকনগর দ্বাদশেও অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ দ্বিজেন্দ্র লাল দেবনাথ। পতাকা উত্তোলন শেষে জাতীয় সংগীত এবং পঞ্চপ্রাণ শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়। অনুষ্ঠানে এলাকার বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী সুনীল চন্দ্র পালকে সংবর্ধনা জানানো হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের ভাইস প্রিন্সিপাল মলিন দেববর্মা, এন এস এস প্রোগ্রাম অফিসার টিংকু আচার্য সহ শিক্ষক শিক্ষিকাগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এলাকায় ৭৫ টি বৃক্ষ রোপন করা হয়।

বিশালগড় মহকুমা ভিত্তিক মিশন ইন্দ্রধনুষ ৫.০ এর শুভ সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৯ আগস্ট।। বুধবার বিশালগড় মহকুমা ভিত্তিক মিশন ইন্দ্রধনুষ ৫.০ এর শুভ সূচনা হয় রাউৎখলা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত জাঙ্গালিয়া উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে।মিশন ইন্দ্রধনুষ ৫.০ এর শুভ উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় বিধানসভার বিধায়ক সুশান্ত দেব, মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ জে এম দাস, ড্রিস্ট্রিক ইমমুনিজশন অফিসার শর্বানী দেববর্মা সহ স্বাস্থ্য দপ্তরের অফিসার, স্বাস্থ্য দপ্তরের বিভিন্ন স্তরের কর্মী, পঞ্চায়েতের প্রধান, মেম্বার, পঞ্চায়েতের বিভিন্ন ওয়ার্ডের আশা অঙ্গনওয়ারী কর্মী এবং এলাকার সাধারণ জনগণ।মিশন ইন্দ্রধনুষ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ জে এম দাস বলেন রামধনুতে যেমন সাতটি রঙ আছে তেমনি এই মিশন ইন্দ্রধনুষ টিকাকরনে সাতটি রোগ থেকে লড়াই করার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে। তাছাড়া ইন্দ্রধনুষ টিকাকরনে একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এটা সম্পূর্ণ ডিজিট্যাল। এখানে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করা হবে ও সার্টিফিকেট দেওয়া হবে।আগে শিশু ও গর্ভবতী মায়েদের টিকাদানের জন্য কার্ড দেওয়া হতো। কিন্তু এখন অনলাইন রেজিস্ট্রেশন হওয়ার ফলে টিকাদান পূর্বে বেনিফিশিয়ারি শিশু ও গর্ভবতী মায়েদের মেসেজের মাধ্যমে টিকাদানের তারিখ জানিয়ে দেওয়া হবে।জেলা অফিসার শর্বানী দেববর্মা সমাজের সকল স্তরের মানুষ কে আহ্বান জানান একশ শতাংশ টিকাকরনে সকলকে এগিয়ে আসতে। তাছাড়া যদি কোন এলাকায় কোন ড্রপ আউট শিশু থাকেন যারা টিকাকরণ করতে অনিচ্ছুক তাদের তালিকা তৈরি করে স্বাস্থ্য আধিকারিক কাছে পৌঁছিয়ে দিতে। সর্বশেষে এলাকার বিধায়ক সুশান্ত দেব বলেন সুস্থ সমাজ গড়ে তুলতে একশ শতাংশ টিকাকরণ আবশ্যক। এদিন তিনি স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীদের প্রশংসা করে বলেন স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীরা হলেন প্রথম সারির যোদ্ধা। তাদের নিঃস্বার্থ পরিষেবা প্রদানের জন্য করোনা মহামারীকেও আমরা পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছি। তিনি সকল স্তরের স্বাস্থ্য কর্মীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তৎসঙ্গে সমস্ত বেনিফিশিয়ারি শিশু ও গর্ভবতী মায়েদের সঠিক সময়ে টিকাদানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

করিমগঞ্জ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে পক্ষব্যাপী সেল্ফ ফিনান্স ইনপুট ডিলার প্রশিক্ষণের সমাপ্তি

করিমগঞ্জ (অসম), ৯ আগস্ট (হি.স.) : করিমগঞ্জ কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে পক্ষব্যাপী সেল্ফ ফিনান্স ইনপুট ডিলারস বা কৃষি সামগ্রী ব্যবসায়ীর প্রশিক্ষণ বুধবার সমাপ্ত হয়েছে।করিমগঞ্জের জেলা কৃষি বিভাগের সহযোগিতায় ২৬ জুলাই থেকে ৯ আগস্ট পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এই প্রশিক্ষণ কার্যসূচি উপলক্ষে আজ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে এক সমাপ্তি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে করিমগঞ্জের জেলাশাসক মৃদুল যাদব সমাপ্তি অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। অনুষ্ঠানে কৃষি বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত এডিসি উদয়শঙ্কর দত্ত, অসম রাজ্য পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান মিশনরঞ্জন দাস, কৃষি বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর পঙ্কজ মজুমদার, জেডআরএস-এর কনিষ্ঠ বিজ্ঞানী ড় এমআরসি চৌধুরী এবং কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ও প্রধান ড় পুলকাভ চৌধুরী অংশগ্রহণ করেন।প্রশিক্ষণে করিমগঞ্জ জেলার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে মোট ২৫ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্রশিক্ষার্থীদের জন্য একটি হ্যান্ড অন ট্রেনিং ম্যানুয়াল উদ্বোধন করে তাঁদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে উদ্ভিদ সুরক্ষা, উদ্যানপালন, খামার সরঞ্জাম, সার ব্যবস্থাপনা, খামার যান্ত্রিকীকরণ, বিভিন্ন চলমান সরকারি প্রকল্প, আগাছা ব্যবস্থাপনা, উদ্যোক্তা উন্নয়ন, গবাদি পশু পালন ও ব্যবস্থাপনা, শস্য পদ্ধতির পদ্ধতি ইত্যাদি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্রদান করা হয়।প্রশিক্ষার্থীদের ড় হিমাংশু মিশ্র, কোর্স ডিরেক্টর, এসএমএস (উদ্ভিদ সুরক্ষা), কেভিকে, করিমগঞ্জ খামার যান্ত্রিকীকরণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং রেকর্ড বাস্তবায়নের বিষয়ে বিস্তৃত বোঝার জন্য ৭ আগস্ট কেভিকে, কাছাড় এবং বীজ ঘর ইনপুট ডিলার, কাছাড়-এ একটি জ্ঞানবর্ধক ভ্রমণের ব্যবস্থা করেন। প্রশিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি স্ক্রিনিং পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর সম্মানিত অতিথিদের দ্বারা সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়েছে।অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কেভিক-এর বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ও প্রধান ড় পুলকাভ চৌধুরী, ড় অলকেশ ডেকা, এসএমএস (প্রাণী বিজ্ঞান), রাসিনজা ইংলেংপি, এসএমএস (মৃত্তিকা বিজ্ঞান) এবং ড় পূরবী তামুলি ফুকন, এসএমএস, (হর্টিকালচার) করিমগঞ্জ, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, যোরহাট। অনুষ্ঠানের পর এডিসি (কৃষি) উদয়শঙ্কর দত্ত কেভিকে করিমগঞ্জের সমস্ত খামার ইউনিট এবং প্রদর্শন ইউনিট পরিদর্শন করেন।

বাংলাদেশের 'সংসদ নির্বাচনের তফসিল নভেম্বরে' : নির্বাচন কমিশন

কিশোর সরকার

ঢাকা, ৯ আগস্ট (হি.স.): বাংলাদেশের আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল আগামী নভেম্বরের যেকোনো দিন ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার (ইসি) মো. আনিছুর রহমান। বুধবার নির্বাচন ভবনের নিজ দফতরে সাংবাদিকদের কাছে তিনি এমন কথা বলেন।

ইসি মো. আনিছুর রহমান বলেন, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ বা জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হবে। এই সময় ধরে যথা সময়ে তফসিল ঘোষণা করা হবে। আমরা সাধারণত ৪০ থেকে ৪৫ দিন সময় হাতে রেখে তফসিল ঘোষণা করে থাকি। এক্ষেত্রে নভেম্বরের যেকোনো দিন তফসিল ঘোষণা করা হবে। তিনি আরও বলেন, আগামী সংসদ নির্বাচনে অনলাইন ও অফলাইনে দুইভাবেই মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সুযোগ থাকবে। আমরা নির্বাচন ব্যবস্থা সহজ করার জন্য একটি অ্যাপস তৈরি করছি। এটি সংসদ নির্বাচনে আগেই চালু করতে চাই। আশা করি, এটি আগামী নভেম্বরের চালু করা হবে।আনিছুর রহমান বলেন, দুর্গম ও দ্বীপাঞ্চল ছাড়া যেসব জায়গায় যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো সেখানে ভোটের দিন সকালে কেন্দ্রে কেন্দ্রে ব্যালট পেপার পাঠানো হবে। সংলাপের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে আর ডাকা হবে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, না, আমরা আর ডাকবো না। আমরা ডেকেছিলাম তারা সাড়া দেয়নি। রাজনৈতিক বিষয়গুলো রাজনীতিবিদদের হাতেই থাকুক। তফসিল নিয়ে এখনো কোনো কমিশন বৈঠক হয়নি।এর আগে বাংলাদেশের প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল বলেছেন, রোডম্যাপ অনুযায়ী নির্বাচন আগামী ডিসেম্বরের শেষ অথবা জানুয়ারির শুরুতে হবে। এক্ষেত্রে অক্টোবরের শেষ অথবা নভেম্বরের প্রথমার্ধে তফসিল ঘোষণা হতে পারে বলে তার অনুমান।

রাহুলের

● **প্রথম পাতার পর** করেনি, মণিপুরে ভারতকে হত্যা করেছে। তারা মণিপুরে ভারতকে হত্যা করেছে।"

কর্মসূচি

● **প্রথম পাতার পর** পালন করছে কংগ্রেস দল। তারই অঙ্গ হিসাবে প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে রাজ্যেও তিন দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এই তিনদিন ব্যাপী কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে বুধবার রাজধানীর মুক্তধারা প্রেক্ষা গৃহে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা, বিধায়ক সুদিপ রায় বর্মণ, বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায় সহ অন্যান্যরা। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা জানান জাতীয় কংগ্রেস দেস ব্যাপী আদিবাসী গৌরব পর্ব কর্মসূচি শুরু করেছে। তারই অঙ্গ হিসাবে এইদিন প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে আদিবাসী মহাসভার আয়োজন করা হয়েছে। এই আদিবাসী মহা সভায় সকল আদিবাসী জন গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের সম্মাননা জানানো হবে।

মৃৎশিল্পেও

● প্রথম পাতার পর হয়েছে কারণ মাটি, খড়, বাঁশ দড়ি এগুলি দাম আগের চেয়ে অনেকটাই বেশি। এছাড়া প্রতিমার আনুষাঙ্গিক যে সামগ্রী যেমন পোশাক, অলংকার তাতেও জিএসটি লাগু হওয়ায়, দাম অনেকটাই বেড়ে গেছে বলে তিনি জানান। তবুও চাহিদা অনুযায়ী যোগান দিতেই হবে এই লক্ষ্যেই এখন তারা মূর্তি বানাতে ব্যস্ত। তিনি বলেন শুধু মানুষই নয় এর সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বকর্মা ঠাকুরের বানানোর কাজও শুরু হয়ে গেছে। তবে অতিবৃষ্টিতে অনেকটাই এই শিল্পের ক্ষতির হচ্ছে বলে জানালেন তিনি। বংশ-পরম্পরায় এই শিল্পকে আঁকড়ে ধরে বিমল বাবুদের মত অনেকেই সংসার প্রতিপালন করছেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আগামী দিনে এই শিল্পে নতুন প্রজন্ম উঠে আসবে কিনা? তার সঠিক জবাব তিনি দিতে পারেননি। কারণ তার ছেলে মেয়েরাই এখন পড়াশোনার পাশাপাশি অন্য পেশা কি বেছে নিচ্ছে এমনটাই জানালেন তিনি।

নির্দেশ

● **আটের পাতার পর**

না। মর্জি মাফিক অফিসে আসে যায় তারা। এই অভিযোগগুলি রীতিমতো সংবাদ মাধ্যমের শিরোনাম দখল করলেও হুশ ফিরে না সিংহভাগ কর্মচারী মহলের। অতীত অভ্যাস শুধু কর্মচারী সংগঠনের অফিসে বসে ডিএ বাড়ানোর জন্য কিভাবে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা যায় এরই চিন্তাভাবনা করেন তারা। এমনই অভিযোগ করেন মন্ত্রী। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো রাজ্যের বাজারগুলির মধ্যে মাছের দাম আকাশ ছোঁয়া। নিয়ন্ত্রণে আনার কোনো লক্ষ্য নেই দপ্তরের। বাজারে গিয়ে মহকুমা প্রশাসনের পালিয়ে আসতে হচ্ছে। বাজারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ফরমালিন মাছ। বিষাক্ত মাছ খেয়ে মানুষ অসুস্থতায় ভুগছে। এই বিষয়গুলিতে দপ্তরের কর্মীরা যত্ন শীল না হলে কোনোভাবেই এগুলি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়।

AFFIDAVIT

I, Md. Selim Miah S/o Lt. Abdul Hamid of Vill. North Boxanagar (Ashabari), PS. Kalamchowra, Dist. Sepahijala Tripura, aged about 45yrs.. by Caste-Muslim, by profession-Business, Citizen of India, do hereby solemnly declare and affirm as follows:-

That my name is Md. Selim Miah which is recorded in some papers such as PRTC, Aadhaar Card, PAN Card, Birth Certificate, Ration Card, Passport etc.

This is true to my knowledge That my name also recorded as Selim Minh in my BA Pass Certificate, BA Mark-sheet, voter I. Card.

This is true to my knowledge That I am swearing this affidavit to prove that Md. Selim Miah, Selim Miah are the same person who is I myself. In acknowledgement whereof I put my signature/RTI/LTI on this day of August, 2023 A/D at Sonamura Court premises.

Sd/-

Md. Selim Miah

PNIeT No: 45 / EE/CCD/PWD/2023-24 Dated. 03 /08/2023

The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD (Buildings), Capital Complex, Agartala, West Tripura on behalf of the ‘ Governor of Tripura’, invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State Public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/CPED/Railway/Gov’t Organization of other State & Central for the following work, Maintenance work of Human Rights Commission Office at Kunjaban Township Quarter Complex, Agartala during the year 2023-24. For Details visit website https://tripuratenders.gov.in. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

DNIeT No: 34/DNIT/ EE/CCD/PWD/2023-24

Estimated Cost: ¥ 276893.31 Earnest Money: Rs/- 5537.86 and Time for completion will be 45 (Forty-Five Days)

Last date & time for online Bidding: 24 /08/2023 Upto 3.00 PM

Executive Engineer
Capital Complex Division,
PWD(Buildings), Agartala, West Tripura

ICA/C-1803/23

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER (PNIT)

On behalf of the Government of Tripura, the following Item wise **Separate e- Tender** (NIT wise) in Two Bid system **is hereby Invited from Manufacture/Authorized Suppliers & Distributors** for **Supply of Fishery Inputs "Fish Feed Floating Pellet"** by the undersigned for Implementation of Different **Pisciculture Schemes** under **Karbook Sub-Division** during the **year 2023-2024,** meeting the pre-qualifying criteria for the supply below mentioned through online bidding on the website **https://tripuratenders.gov.in having Digital Signature Certificate (DSC)** issued from agency authorized by Controller of Certifying Authority (CCA), Govt. of India & which can be traced up to the chain of trust to the Root certificate of CCA.

NIT NO.	Item for which e-Tender is Invited	Estimated Quantity (in MT)	Estimated Tender Value (Rs. Lakh)	Necessary Date & Time.
No.F.3(68)-SF(KBK)e-Tender/2023-24/ 579 Dt. 8/8/2023	Fish Feed Floating Pellet.	18.654 (MT)	6.19312	Bidding Document can be Downloaded from 10/8/2023 at 12.00 Hours. Last Date of online Submission of e-tender up to 24/08/2023 till 15.00 Hours Time as per clock time of e-procurement website https://tripuratenders.gov.in

The Details Press Notice & Bid documents for the above can be seen on website https://tripuratenders.gov.in

All the Future Modifications/ Corrigendum shall be made in the e-procurement portal.

So, bidders are requested to get the update themselves from the e-procurement web portal only.

Sd./-

(Ajit Debbarma)
Supdt of Fisheries,
Karbook Gomati District

ICA/C-1807/23

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: EE-IED/AMB/10/2023-24 Dated:-07/08/2023

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, Ambassa, Dhalai Tripura invites online tender on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate tender(s). The details are given below:

SL NO	DNIT No.	ESTIMATED COST (in ₹)	EARNEST MONEY (in ₹)	DEADLINE FOR ONLINE BIDDING	DATE & TIME OF OPENING
1	25/ EE-IED/AMB/2023-24	3,82,926.00	7659.00	Upto 17.00 Hrs on 25/08/2023	At 12.00 Hrs on 28/08/2023
2	27/ EE-IED/AMB/2023-24	8,23,874.00	16477.00		
3	28/ EE-IED/AMB/2023-24	5,47,018.00	10940.00		
4	29/ EE-IED/AMB/2023-24	5,54,987.00	11100.00		
5	30/ EE-IED/AMB/2023-24	4,99,181.00	9884.00		
6	31/ EE-IED/AMB/2023-24	5,97,548.00	11951.00		
7	32/ EE-IED/AMB/2023-24	3,25,932.00	6519.00		
8	33/ EE-IED/AMB/2023-24	3,25,932.00	6519.00		
9	34/ EE-IED/AMB/2023-24	2,17,288.00	4346.00		

The tender documents are available for inspection in the office of the Executive Engineer, Internal Electrification Division Ambassa, Dhalai Tripura from 11.00 A.M. to 4.00 P.M. during office hours on all working days specified as above.

For and on behalf of Governor of Tripura

(Er. Sujit Das)
Executive Engineer
Internal Electrification Division, PWD

ICA/C-1799/23

NOTICE INVITING e-TENDER

PNIe-T N0.43 /EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2023-24 Dated : 04/08/2023

The Executive Engineer, Mechanical Division, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online **item rate e-tender** in single bid system tender(s) from reputed resourceful Manufacturers / Authorized Sales & Service Dealer or Distributor having experience in similar nature of **Air Conditioning works** in Government/Government Undertaking Buildings and Service centre in Tripura for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID
1	Annual Maintenance Contract (AMC) & incidental repair of Air Conditioning Machines were installed in the Belonia Sub-Divisional Hospital, Belonia for the year 2023-24 DNIeTNo.27/EE/DNIeT/MECH.DIVN/AGT /2023-24.	Rs 7,52,517.00	Rs 15,050.00	365 (Three hundred Sixty five) Days	Up to 3:00 P.M. 25/08/2023	At 3:30 P.M. on 25/08/2023

Note: The bid forms and other details including **online activities should be done** in the e-procurement portal **https://tripuratenders.gov.in**

Executive Engineer
Mechanical Division, PWD
Agartala

ICA/C-1796/23

PRESS NOTICE INVITING E-TENDER (PNIT)

On behalf of the Govemor of Tripura, the following item wise separate e-tender (NITwise) in two Bid system is hereby invited from Manufacture/ Authorized suppliers & distributors for supply of **Fishery inputs- Fish Feed (Pellet Floating type)** by the undersigned for the implementation of different pisiculture schemes during 2023-24, meeting the pre-qualifying criteria for the supply below mention through online biding on the website https://tripuratenders.goc.in having Digital signature Certificate (DSC) issued from any agency authorized by Controller of Certifying Authority (CCA), Govt. of India & which can be traced up to the chain of trust to the Root certificate of CCA.

NIT No	Item for which e-tender is invited	Estimated quantity (in kg)	Estimated Tender value (in Rs.)	Necessary Date & Time
NO.F.3 (41)-SF/TLM/DEV/E-TENDER/2022-23/	Fish Feed (Pellet Floating type)	16,010 (May be increased or decreased)	Rs.5,31,532/-	Biding documents can be downloaded from 11-08-2023 from 15.00 Hours. Last date of online submission of e-Tender up to 28-08-2023 at 12.00 Hours. Time as per clock time of e-procurement website https://tripuratenders.goc.in

The detailed press notice & Bid ducoments for the above can be seen on website https://tripuratenders.goc.in.

All the future modification/corrigendum shall be made available in the e-procurement portal.

So, bidders are requested to get the update themselves from the e-procurement web portal only.

(BIBHAS BISWAS)
SUPERINTENDENT OF FISHERIES
TELIAMURA SUB-DIVISION.

ICA/C-1792/23

জাতীয় ফুটবল : রাজ্য দলের সিলেকশন ট্রায়ালে ব্যাপক সাড়া, আজও রিপোর্টিং

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগস্ট।। খেলোয়ারদের মধ্যে উৎসাহ রয়েছে বিস্তর। জাতীয় আসরে খেলার সুযোগ পাবে। রাজ্য দলের জার্সি গায়ে লাগাবে। জাতীয় পর্যায়ের খেলায় নিজেদের স্কিল দেখানোর সুযোগ পাবে। সেই আনন্দটাই তাড়া করে বেড়াচ্ছে রাজ্যের উদীয়মান ফুটবলারদের। অনেকটা সেই স্বপ্নে বিভোর প্রতিভাবান ফুটবলাররা আজ সিলেকশন ট্রায়ালে উপস্থিত হয়েছিল। বালকদের বিভাগে ৬০ জন বালিকাদের বিভাগে ২০ জন ফুটবলার আজ রিপোর্ট করেছে। এক কথায় জাতীয় ফুটবল আসরের জন্য রাজ্য দল গঠনের লক্ষ্যে আয়োজিত সিলেকশন ট্রায়ালে ব্যাপক সাড়া পড়েছে। আগামীকাল তৃতীয় তথা অন্তিম দিন। মঙ্গলবার, বৃষ্টি বিঘ্নিত প্রথম দিনে খেলোয়ারদের উপস্থিতির হার আশাপ্রদ ছিলনা। জাতীয় আসরে খেলার জন্য ত্রিপুরা দলের এন্টি জমা হয়ে গেছে। রাজ্য দল গঠনের প্রাথমিক প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে বলা চলে। অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন আয়োজিত জুনিয়র, সাব জুনিয়র জাতীয় ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের জন্য ত্রিপুরা দল যথারীতি অনলাইনে এন্টি জমা করে নিয়েছে। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন রাজ্য দল গঠনের লক্ষ্যে সিলেকশন ট্রায়াল শুরু করেছে মঙ্গলবার থেকে। সাব জুনিয়র গার্লস জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য সিলেকশন ট্রায়ালে প্রথম দিনে ১৭ জন ফুটবলার রিপোর্ট করলেও আজ তা বেড়ে কুড়িজন হয়েছে। সাব জুনিয়র বালক জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৩-২৪ এর জন্য সিলেকশন ট্রায়ালের জন্য আজ বুধবার ৬০ জন খেলোয়ার রিপোর্ট করেছে।

তাদের জন্ম তারিখ ১-১-২০১০ থেকে ৩১-১২-২০১১ এর মধ্যে রয়েছে কিনা তাও যথারীতি দেখা হচ্ছে। একইভাবে জুনিয়র বালক জাতীয় ফুটবলের জন্য খেলোয়ারদের আগামীকাল বেলা দশটায় রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। খেলোয়াড়দের জন্ম তারিখ হতে হবে ১-১-২০০৮ থেকে ৩১-১২ ২০০৯ এর মধ্যে। খেলোয়াড়দের অবশ্যই অরিজিনাল বার্থ সার্টিফিকেট এবং সম্প্রতি তোলা দুই কপি ছবি নিয়ে আসতে হবে। উল্লেখ্য সিলেকশন ট্রায়ালে রিপোর্ট করার সময় খেলোয়ারদের টেকনিক্যাল কোঅর্ডিনেটর ডি. কে প্রধান, ফিজিক্যাল ইন্সট্রাক্টর সুভেনজিৎ সিনহা, রাজেশ রায়চৌধুরী এবং কোচ সুজিত ঘোষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের জয়েন্ট সেক্রেটারি কৃষ্ণপদ সরকার রাজ্য দল গঠনের সিলেকশন ট্রায়াল সংক্রান্ত বিষয়ের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন। আগামীকালও সিলেকশন ট্রায়ালে বেশ কজন ফুটবলার রিপোর্ট করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করছেন। সিলেকশন ট্রায়ালে রিপোর্ট করা খেলোয়ারদের থেকেই মূলতঃ রাজ্য দল গঠন করা হবে।

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ১৩/০৮/২০২৩ ইং তারিখে ধর্মনগর পুরাতন টাউন হলে সকাল ১০:০০ ঘটিকায় জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশন দ্বারা একটি শিবির অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত শিবিরে শিশু অধিকার সংক্রান্ত অভিযোগের শুনানি গ্রহন করবেন, জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্য-সচিব ও অন্যান্য সদস্য-সদস্যাগন।

উক্ত শিবিরে উপস্থিত থেকে শিশু অধিকার সংক্রান্ত, যেমন- শিশু শ্রমিক, শিশু নির্যাতন, শিশু স্বাস্থ্য, বাল্য বিবাহ, শিশু শিক্ষা, পকসো আইন সংক্রান্ত ও অন্যান্য শিশু অধিকার বিষয়ে অভিযোগ বা পরামর্শ জানাতে সুনাগরিকবৃন্দগনের প্রতি অনুরোধ রইল।

বিনীত
(B. Das, TCS-SSG)
Nodal Officer
Addl. D.M. & Collector
North Tripura District,
Dharmanagar

ICA/D-748/2

NOTIFICATION

Whereas, Shri Anirban Goswami, GDA, attached to IGM Hospital, Agartala, West Tripura is un-authorisedly absenting himself from duties since’ 16-01-2020 to till date, which is a gross negligence on the part of a government servant;

And Whereas, Shri Anirban Goswami, GDA was asked to explain his conduct as to why discifilinary action will not be taken against him for such lapse vide this Directorate memorandum of even No F.2 (3243)-MS/ESTT- II/2014 dated 01-02-2022.

And Whereas, Shri Anirban Goswami, GDA neither submitted his reply of said explanation of the Memo nor ioined in his duties till to-day.

Now, therefore, the undersigned, being the disciplinary authority giving him last & final opportunity to join his duties within 15(fifteen) days from the date of publication of the gotification in local dailies. If he fails to join in his duties, ex-parte decision shal] be taken against him, as deemed fit.

I/C Director of Health Services
Government of Tripura
Agartala

ICA/D-741/23

Azadi Ka Amrit Mahotsav
ত্রিপুরা সরকার
G20

‘৭৫ সীমান্ত গ্রাম, ক্রান্তি বীরো কে নাম
পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা ভিত্তিক
মেলা ও প্রদর্শনী
৯-১০ আগস্ট, ২০২৩
পূর্বাশা প্রাঙ্গণ, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা
সমাপ্তি অনুষ্ঠান
১০ আগস্ট, ২০২৩ বিকাল ৫ টা

প্রধান অতিথি
শ্রী সুশান্ত চৌধুরী
মাননীয় মন্ত্রী, পর্যটন দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার
সম্মানিত অতিথি
শ্রীমতি মনিকা দাস দত্ত
মানীয় ডেপুটি মেয়র, আগরতলা পুরনিগম
শ্রী সুব্রত চক্রবর্তী
মাননীয় ভাইস চেয়ারম্যান, রাজভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটি
বিশেষ অতিথি
শ্রী বিম্বিসার ভট্টাচার্য
অধিকর্তা, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর
সভাপতি
শ্রী হরিদুলাল আচার্য্য
মাননীয় সভাধিপতি, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদ

অনুষ্ঠানে সকলের সাদর আমন্ত্রণ

দেবপ্রিয় বর্ধন
জেলাশাসক ও সমাহর্তা
পশ্চিম ত্রিপুরা

ICA/D-739/23

PNIeT No. e-PT-XIVEE/RD/STB/2023-24, Dated-07/08/2023

On behalf of the ‘Governor of Tripura ‘The Executive Engineer, R.D Santirbazar Division, Santirbazar, South Tripura viviles item wise separate e-tender (Two bid) from the eligible bidders in PWD Form-9 up to 2.00 P.M. on 23/08/2023 for walization/ approval of rate and empanelment of vendors for Supply of ‘1st class bricks & 1st class over burnt Bricks for various construction worksites under Hrishyamukh RD Block and Hiring of various permissible Machineries for use in MGNREGA construction works in all RD Blocks under the jurisdiction of RD Santirbazar Division. For details visit website https://tripuratenders. gov i and contact at M-8787480265, Any subsequent corrigendum will be available in the website only

Executive Engineer
RD Santirbazar Division
Santirbazar, South Tripura

ICA/C-1809/23

PNI G/2023-24 dated 04/08/2023

The Executive Engineer, DWS Division, Bishalgarh Sepahijala District, Tripura on behalf of the “Governor of Tripura” invites on line percentage rate single bid from eligible bidders up to 15.00 hrs, 21/08/2023 for Constn. of 1 No. 20,000 Gallon capacity RRC underground reservoir with pump house, installation of pump motor, Laying of distribution pipe line ine platform & post under Jampuijala RD Block For details please visit https:// gov.in and https://etenders.gov.in / eprocure / app. or contact with at the O/O theingineer, DWS Division, Bishalgarhfor clarifications. if any.

(Er.A.B.Chaudhuri)
Executive Enginéer
DWS Division, Bishalgarh

ICA/C-1807/23

টিসিএ-র জট কাটানোর লক্ষ্যে জেনারেল বডির বৈঠক অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগস্ট।। বৈঠক হয়েছে। যুযুধান দুই গোষ্ঠীই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন মহলে বৈঠকের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন এখনও বিদ্যমান। তবে এটা ঠিক যে, জট কাটাতে উচ্চ আদালতের নির্দেশ মেনে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের এস জি এম তথা স্পেশাল জেনারেল মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে একমঞ্চে উপস্থিত ছিলেন দুইপন্থীর কর্মকর্তারা-ই। টিসিএ-র স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়েই আলোচনা হয়েছে। মোটকথা, উচ্চ আদালতের নির্দেশে কলঙ্কিত ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের কিছুটা হলেও জট কাটলো বলা চলে। বৈঠকের বৈধতা গ্রহণযোগ্যতার বিষয় নিয়ে ভিন্ন জনে ভিন্নমত রয়েছে। তবে যুযুধান দুই গোষ্ঠীর ঠান্ডা লড়াইয়ে গত প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে সংবাদ শিরোনামে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন। এর জল গড়ায় উচ্চ আদালত পর্যন্ত। এবং উচ্চ আদালতের নির্দেশ মেনেই বুধবার বেলা বারোটায় ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন পরিচালিত এমবিবি স্টেডিয়াম ক্লাব হাউসে জেনারেল বডির মিটিং অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা হয় উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে। বৈঠক শেষে টিসিএ-র সভাপতি তপন লোধ জানান গত তিন আগস্ট উচ্চ আদালতে অনুষ্ঠিত সম্মিলিত বৈঠকে মহামান্য বিচারপতি নির্দেশ দেন জেনারেল বডির মিটিং ডাকার জন্য। উচ্চ আদালতের নির্দেশ মেনে সভাপতির অনুমতিক্রমে যুগ্ম সচিব বৈঠক আহ্বান করেন। টিসিএস-র সভাপতি ও সচিব আলোচনা ক্রমে মিটিং এর আলোচ্য বিষয় ঠিক করেন। সেই মোতাবেক এদিনের বৈঠকে সিলেকশন কমিটি, অ্যাডভাইজারি কমিটি ও আম্পায়ার কমিটি পুনর্গঠনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়েছে। নিয়োগের বিষয়ে এদিন বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন নেওয়া হয়েছে। সভাপতি অফিস বেয়ারারদের সাথে আলোচনা করে এথিক্স অফিসার নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থির করবে বলে জানিয়েছেন। ২০২৩-২৪ মরশুমে স্থানীয় টুর্নামেন্ট আয়োজন ও জাতীয় টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ এবং আয়োজনের বিষয়েও এদিন আলোচনা হয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে গত বছরের ন্যায় এ বছরও স্থানীয় টুর্নামেন্টগুলো আয়োজন করা হবে। বলা বাহুল্য, স্পেশাল জেনারেল মিটিংয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ আগামীকাল থেকে টিসিএ-র সামগ্রিক কার্যক্রম পরিচালনায় কতটুকু বাস্তবায়িত হয়, তাই এখন দেখার বিষয়।

কৈলাসহরে অমৃত মহোৎসবে দাবা প্রতিযোগিতায় সেরা কিংকর রায়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগস্ট।। চ্যাম্পিয়ন হলেন কিংকর রায়। ভোকলস পয়েন্টে ব্রজমোহন সিনহাকে পেছনে ফেলে। স্বাধীনতা দিবসের অমৃত মহোৎসব উপলক্ষে দাবা প্রতিযোগিতায়। ঊনকোটি জেলা দাবা অ্যাসোসিয়েশন ও ঊনকোটি জেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে হয়েছে আসর। সহযোগিতায় রাজ্য দাবা অ্যাসোসিয়েশন। জেলা স্পোর্টস অফিস প্রাঙ্গনে বুধবার একদিবসীয় ঊনকোটি জেলা ভিত্তিক দাবা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। দিনভর এই দাবা প্রতিযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলা দাবা এসোসিয়েশনের সভাপতি অমৃত ভট্টাচার্য, রাজ্য কমিটির নেতৃত্ব দীপক সাহা, জেলার দাবাড়ু বিভাস দাশ, পিযুস দাস, নবারুন শীল সহ আরও অনেকে।

ঊনকোটি জেলা ভিত্তিক এই দাবা প্রতিযোগিতায় ১১৩ জন দাবাড়ু অংশগ্রহণ করে। জেলা ভিত্তিক এই দাবা প্রতিযোগীতাকে কেন্দ্র করে দাবাড়ুদের মধ্যে এবং ক্রীড়াপ্রেমীদের মধ্যে বাড়তি উন্মাদনা লক্ষ্য করা যায়। আসরে ৬ রাউন্ড শেষে পুরো ৬ পয়েন্ট পেয়ে প্রথম দুটি স্থান দখল করেন যথাক্রমে কিংকর রায় এবং ব্রজ মোহন সিনহা।

৫ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় থেকে দশম স্থান দখল করেন যথাক্রমে পিযুষ কান্তি বিশ্বাস, পৃথ্বিরাজ সাহা, দিবাকর সেন, বিজন বিকাশ দেব, দীপক সাহা, হামকুমার সিনহা, বিভাষ দাস এবং জাহির আলি। প্রতিযোগীতা শেষে ঊনকোটি জেলা দাবা অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অমৃত ভট্টাচার্য বলেন , মহকুমার অনাবিল গোস্বামী এবং কিংকর রায় এই দুইজন দাবাড়ু ঊনকোটি জেলা সহ গোটা ত্রিপুরা রাজ্যে এক পরিচিত নাম।

যা কৈলাসহরের গর্বের ব্যাপার।

নকআউট, লীগ ফুটবলকে সামনে রেখে জোর প্রস্তুতি জুয়েলস, রামকৃষ্ণের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগস্ট।। প্রস্তুতি ম্যাচে জয় পেলো জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশন। পরাজিত করলো রামকৃষ্ণ ক্লাবকে। মরশুমে শুরু হওয়ার আগে নিজেদের ভুল ত্রুটিগুলো খতিয়ে দেখতেই ওই প্রস্তুতি ম্যাচের আয়োজন। বুধবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে হয় প্রস্তুতি ম্যাচ। তাতে ২-১ গোলে জয়লাভ করে জুয়েলস। তবে দুদলের কোচকেই রক্ষণভাগ নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকতে হবে। ফলে মরশুম শুরু হওয়ার আগে দলের রক্ষণভাগের দিকেই বেশী নজর দিতে হবে দুদলের কোচকে। উল্লেখ্য, ১৩ আগস্ট থেকে শুরু হতে যাচ্ছে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন পরিচালিত রাখাল মেমোরিয়াল শীল্ড নকআউট প্রতিযোগিতা। এর পরেই আয়োজনের জোর প্রস্তুতি প্রথম ডিভিশন চন্দ্র মেমোরিয়াল লিগ ফুটবলের।

বার পুজো দিয়ে প্রস্তুতি শুরু লালবাহাদুর ব্যায়ামাগারের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগস্ট।। বার পুজো দিয়ে এবছর ফুটবল মরশুম শুরু করতে প্রস্তুত লালবাহাদুর ব্যায়ামাগার। টিমের বাজেট ১৮ লক্ষ টাকা। বহি রাজ্যের ৮ জন ফুটবলার রয়েছে এবার দলে। দলের টার্গেট একটাই ময়দানে ভালো খেলা উপহার দেওয়া। বুধবার উমাকান্ত ময়দানে বার পুজো দিলো লালবাহাদুর শিবির। কোচের দায়িত্বে এবার রয়েছেন সুজিত ঘোষ। বিগ বাজেটের দলই এবার গঠন করেছে ক্লাব। লক্ষ্য একটাই ময়দানে সেরা পারফরমেন্স তুলে ধরা। উল্লেখ্য, লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারের দীর্ঘদিনের কোচ খোকন সাহা এবার মুখ্য কোচের দায়িত্বে থাকছেন না। তবে দলের পরিকাঠামোগত উন্নতির জন্য পরামর্শ দিতে তিনি সব সময় প্রস্তুত রয়েছেন বলে কথা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন।

দিব্যাঙ্গ ধীরেন্দ্র মণ্ডলের সামাজিক ভাতার ব্যবস্থা করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগস্ট।। মুখ্যমন্ত্রীর সাপ্তাহিক জনসংযোগ কর্মসূচি 'মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু'র আজ ছিল ১৬তম পর্ব। অন্যান্য দিনের মতো আজও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা জনসাধারণ একরাশ প্রত্যাশা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার সাথে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতকারের সময় জনসাধারণ তাদের অভাব, অভিযোগ ও সমস্যার কথা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেন। এদের মধ্যে অধিকাংশই চিকিৎসায় সাহায্য ও কর্মসংস্থানের আর্জি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী আলাদা আলাদাভাবে প্রত্যেকের সমস্যার কথা শুনে তাদের সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। আজ আগরতলার যোগেন্দ্রনগরের বাসিন্দা ৬৫ শতাংশ দিব্যাঙ্গ ধীরেন্দ্র মণ্ডল সামাজিক ভাতা পাওয়ার আবেদন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। মুখ্যমন্ত্রী সাথে সাথে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তর থেকে ধীরেন্দ্র মণ্ডলের সামাজিক ভাতার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেন। খোয়াইয়ের উত্তর দুর্গানগরের বাসিন্দা দিনমজুর বীরেন্দ্র দেবনাথ কিডনি সংক্রান্ত অসুখে আক্রান্ত তার ১২ বছরের ছেলে নীহার দেবনাথের চিকিৎসায় সাহায্যের আবেদন নিয়ে আজ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এসেছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রী নীহারের চিকিৎসায় সহায়তার পাশাপাশি সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তর থেকে আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছেন। উত্তর ত্রিপুরার কালাছড়া ব্লক এলাকার বাসিন্দা অমরেন্দ্র কুমার শুক্লবৈদ্য এসেছিলেন ক্যান্সার আক্রান্ত তার স্ত্রী রূবি শুক্লবৈদ্যের চিকিৎসায় সাহায্যের জন্য। মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলার পর অমরেন্দ্র বাবু তার স্ত্রীর চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় সাহায্যের আশ্বাস পেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। কাশীপুরের রূপন ঘোষও আজ মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতকারের সময় রূপন বাবু মুখ্যমন্ত্রীকে জানান, ইন্টেস্টাইন্যাল টিউরবারকিউলোসিস সহ বিভিন্ন শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছেন। আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে তিনি চিকিৎসা করাতে পারছেন না। গান্ধীঘাটের বাসিন্দা ক্যান্সার আক্রান্ত বেবি সিংহা তার চিকিৎসায় সাহায্যের জন্য আজ মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তেমনি বড়দোয়ালীর অঞ্জনা দাস তার স্বামীর চিকিৎসায় সাহায্যের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এসেছিলেন। অঞ্জনা দাসের স্বামী ফুসফুসের সমস্যাজনিত রোগে ভুগছেন। আর্থিক অনটনের কারণে অঞ্জনা দাস তার স্বামীর চিকিৎসা করাতে পারছেন না। মুখ্যমন্ত্রী রূপন ঘোষ, বেবি সিংহা এবং অঞ্জনা দাসের স্বামীর চিকিৎসার যাবতীয় কাগজপত্র দেখে জিবি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা. শঙ্কর চক্রবর্তীকে তাদের চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। অরুন্ধতীনগরের বাসিন্দা সবজি বিক্রেতা উত্তম সাহা চিকিৎসায় সাহায্যের আর্জি নিয়ে মুখ্যমীর সাথে সাক্ষাৎ করে সাহায্যের আশ্বাস পেয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে আজ রেল হকার অজিৎ দেবনাথ সহ ৫ জন মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন। তারা তাদের নানা সমস্যার কথা তুলে ধরলে মুখ্যমন্ত্রী সাথে সাথে তাদের সমস্যা সমাধানে সচিব ড. পি কে চক্রবর্তীকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেন। মুখ্যমী সমীপেষু কর্মসূচিতে আজ নাগেরজলা এলাকার বাসিন্দা শতাব্দী চক্রবর্তী, অফিস লেনের দেবলীনা দাসগুপ্ত, বড়দোয়ালী গভর্মেন্ট প্রেসে কর্মরত কলকাতার বাসিন্দা মন্দিরা শাহ, কমলপুরের রেণুকা চক্রবর্তীর মতো আরও অনেকেই পেয়েছেন তাদের সমস্যা সমাধানের আশ্বাস। মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী, জিবি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা. শঙ্কর চক্রবর্তী, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা অরুণ দেববর্মা প্রমুখ।

ছড়ার জলে ভাসল সড়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগস্ট।। ফের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এলাকা বিস্তীর্ণ জনপদের। ভারী বর্ষণের ফলে ছড়ার জল বৃদ্ধি পেয়ে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। কিছু দিন আগেও অমরপুর-অম্পিনগর-তৈদু ভায়া তেলিয়ামুড়া সড়কের একই অবস্থা ছিল। ফের মাত্র একমাস তিন দিনের মাথায় বক্স কালভার্ট ছড়ার জলে ভেসে যাওয়ায় বন্ধ হয়ে গেছে অমরপুর-অম্পিনগর-তৈদু ভায়া তেলিয়ামুড়া সড়ক। মহকুমা সদরের সাথে পুরোপুরি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে জনজাতি অধ্যুষিত তিনঘরিয়া,নগ্রাই, ছেচুয়া, অম্পিনগর,তৈদুর বিস্তীর্ন জনপদ সমূহের। চরমে উঠেছে জনদুর্ভোগ। দ্রুত এই সমস্যা নিঃসরনের দাবি এলাকাবাসীর।

পরীক্ষা দিয়ে ফেরার পথে গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু ছাত্রের

ফিরোজাবাদ, ৯ আগস্ট(হি.স): উত্তরপ্রদেশের ফিরোজাবাদে উত্তর থানা এলাকায় বুধবার গাড়ির ধাক্কায় এক ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। পরীক্ষা দিয়ে ফেরার সময় রাস্তায় ওই ছাত্রের মৃত্যু হয় বলে জানা গিয়েছে।ঘটনার পর গাড়ির চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ ছাত্রের দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জেলা হাসপাতালে পাঠায়। মৃত ছাত্রের নাম জিশান নবাব সিং(২২)। তিনি রামগড়ের বাসিন্দা বলে পুলিশ জানিয়েছে।

জিশান নবাব সিং বিএ-এর পরীক্ষা দিয়ে ফিরছিলেন। পরীক্ষা দিয়ে কলেজ থেকে বাইকে বেরিয়েছিলেন তিনি। রাস্তায় একটি দ্রুতগতির গাড়ি গেটের সামনে বাইকটিকে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনায় তিনি গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ছাত্রকে রক্তাক্ত অবস্থায় মেডিকেল কলেজে নিয়ে গেলে তদন্ত শেষে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

গ্রামীণ অর্থনীতিতে স্বসহায়ক দলগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে ঃ পর্যটনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগস্ট।। রাজ্যের স্বসহায়ক দলগুলি গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে। রাজ্য সরকারও স্বসহায়ক দলগুলির সদস্যাদের স্বনির্ভর করে তোলার প্রচেষ্টা নিয়েছে। আজ জিরানীয়ার অগ্নিবীণা হলে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে পরিবহণ ও পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী একথা বলেন। জিরানীয়া নগরপঞ্চায়েতের স্বসহায়ক দলগুলির সদস্যাদের পক্ষ থেকে আজ অগ্নিবীণা হলে এক অনুষ্ঠানে পরিবহণ ও পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীকে সংবর্ধনা জানানো হয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে পর্যটনমন্ত্রী বলেন, জিরানীয়া নগরপঞ্চায়েত এলাকায় ৮২টি স্বসহায়ক দল রয়েছে। আগামী দিনে নগরপঞ্চায়েত এলাকায় স্বসহায়ক দলগুলির সংখ্যা আরও বাড়াতে হবে। তিনি বলেন, স্বসহায়ক দলের সদস্যারা স্বনির্ভর হলেই রাজ্যের আর্থিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় হবে। অনুষ্ঠানে জিরানীয়া নগরপঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন রতনকুমার দাস বলেন, মহিলাদের স্বশক্তিকরণের জন্য রাজ্য সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। জিরানীয়া পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান প্রীতম দেবনাথ বলেন, শুধু গ্রামীণ এলাকা নয়, নগর এলাকাতেও অর্থনৈতিক বিকাশে স্বসহাক দলগুলির ভূমিকা অপরিসীম। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জিরানীয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান মঞ্জু' দাস, জিরানীয়া নগর পঞ্চায়েতের ভাইস চেয়ারপার্সন রীতা দাস প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বসহায়ক দলগুলির পক্ষ থেকে পরিবহণ ও পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর হাতে মারক উপহার তুলে দেওয়া হয়।

বাঙালী ছাত্র যুব সমাজের খোয়াই জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৯ আগস্ট।। আমরা বাঙালী দলেরই বাঙালী ছাত্র যুব সমাজ খোয়াই জেলা কমিটির উদ্যোগে মঙ্গলবার সাত দফা দাবির ভিত্তিতে খোয়াই এর জেলাশাসক দিলীপ কুমার চাকমা কে একটি ডেপুটেশন দেওয়া হয়। মূলত জেলাশাসক এর মাধ্যমে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কে এই স্মারকলিপি দেওয়া হয়। বাংলা ভাষা কে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা প্রধান করাই ছিলো মূল দাবি। জাতীয় শিক্ষা নীতিতে বাংলা ভাষা কে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা প্রদানের দাবি জানানো হয়। কারণ হিসাবে বলা হয় বাংলা কে ব্রাত্য করে তামিল, তেলেগু, কানাড়া, মালয়লাম, উড়িয়া, সংস্কৃত ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। অথচ ৪০ কোটির মুখের ভাষা। যে ভাষায় কবিগুরু সাহিত্যে নোবেল পেয়েছেন তাকে ব্রাত্য করে রাখা হয়েছে। এর ফলে আগামী দিনে পঠন পাঠন শুরু হলে পঞ্চম শ্রেণীর পর থেকে ছাত্র ছাত্রীরা আর মাতৃভাষায় পড়াশোনা করার সুযোগ পাবে না। অথচ বাংলা মধুরতম এবং আন্তর্জাতিক ভাষা। একটি ভাষা কে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা পেতে গেলে যে আটটি শর্ত পালন করতে হয় বাংলা ভাষায় সেই শর্ত গুলো অনেক আগে থেকেই পূরণ করা। এছাড়া স্মারকলিপি তে বলা হয় বিদ্যালয় স্তর থেকে বিশ্ব বিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত বাংলার বিষয় শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। কোর্ট কাছারি, রেল, বিমান, পোস্ট অফিস, ইত্যাদি তে বাংলা ভাষায় পরিষেবা চালু করতে হবে। জয়েন্ট এন্ট্রান্স এর প্রশ্ন পত্র বাংলায় ও করতে হবে এবং ছাত্র ছাত্রী রা যাতে উত্তর পত্রে বাংলায় উত্তর লিখতে পারে সেই ব্যবস্থা করতে হবে। বাঙালী ছাত্র যুব সমাজের মতে কোন ভাবেই পাঠ্যক্রম থেকে ডারউন এর মতবাদ কে বাদ দেওয়া চলবে না। সাথে জে আর বি টি এবং টেট উত্তীর্ন দের অবিলম্বে নিয়োগপত্র প্রদানের দাবি রাখা হয়। পাঁচ জনের প্রতিনিধি দল জেলাশাসক কে স্মারকলিপি প্রদান করেন। এদের মধ্যে ছিলেন বাঙালী ছাত্র যুব সমাজের জেলা কমিটির যুগ্ম সচিব তপন দেবনাথ, কল্যাণপুর আমরা বাঙালীর ব্লক সচিব উত্তম কুমার দাস প্রমুখ।

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ভুলে গিয়ে উন্নত ভারতের স্বপ্ন দেখা সম্ভব নয় : অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগস্ট।। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ভুলে গিয়ে উন্নত ভারতের স্বপ্ন দেখা সম্ভব নয়। তাই স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্মান জানানোর উদ্দেশ্যে সরকার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের তথ্য সংগ্রহ করছে। গোমতী জেলা প্রশাসন এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে ৭৫ সীমান্ত গ্রাম ক্রান্তি বীরো কে নাম কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে আজ গোমতী জেলাভিত্তিক স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান ও ট্রেডিশনাল ফুড ফেস্টিভ্যালের উদ্বোধন করে একথা বলেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। উদয়পুরের রাজর্ষি কলাক্ষেত্রে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় বলেন, আজাদি কা অমৃত মহোৎসব উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে সারা দেশের সাথে রাজ্যেও বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। তিনি বলেন, দেশের মনীষীদের কথা মনে রেখে আমাদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকেও বাঁচিয়ে রাখতে হবে। দেশ মাতৃকার বীর সন্তানদের শ্রদ্ধা নিবেদনের পাশাপাশি তাঁদের অবদান সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দেখানো দিশায় এক দেশ, এক নীতি, এক ভারত এবং শ্রেষ্ঠ ভারত গঠনে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। তবেই অমৃত মহোৎসবের উদ্দেশ্য ও বাস্তবতা সার্থক রূপ পাবে। তিনি বলেন, দেশের প্রতি ভালোবাসা এবং বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে মেরি মিট্টি মেরা দেশ কর্মসূচি শুরু করা হয়েছে। এই কর্মসূচি রাজ্যের সর্বত্র নিয়ে যেতে হবে। তারজন্য তিনি সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, ৭৫ সীমান্ত গ্রাম ক্রান্তি বীরো কে নাম অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে রাজ্য সরকার দেশের বীর সেনানীদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা এবং কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে সকলের সামনে তুলে ধরার প্রয়াস নিয়েছে। দেশের অখণ্ডতা রক্ষায় কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সকলস্তরের মানুষের কল্যাণার্থে কাজ করছে বর্তমান রাজ্য সরকার। তিনি জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে শান্তির পরিবেশ বজায় রেখে উন্নত ত্রিপুরা গঠনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে বিধায়ক রঞ্জিত দাস দেশের অখণ্ডতা রক্ষায় সবার সহযোগিতা কামনা করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার সুস্থ শরীর ও সুস্থ সমাজ গঠন করার উদ্দেশ্যে সবার সহযোগিতা কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন গোমতী জেলার জেলাশাসক গোভেকার ময়ূর রতিলাল। অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি দেবল দেবরায়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন গোমতী জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের সহ অধিকর্তা মনোজ দেববর্মা। অনুষ্ঠানে ২৭ জন স্বাধীনতা সংগ্রামীকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। তাঁদের হাতে মানপত্র, স্মারক, উত্তরীয় ও শাল তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও ৭৫ সীমান্ত গ্রাম ক্রান্তি বীরো কে নাম কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে ২৪ জুলাই উদয়পুরে আয়োজিত ম্যারাথন প্রতিযোগিতায় মহিলা ও পুরুষ বিভাগের বিজয়ীদের এবং জেলার বিভিন্ন স্কুলে আয়োজিত ক্যালেন্ডার পেইন্টিং কম্পিটিশনে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কারও তুলে দেওয়া হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে মঞ্চে গোমতী জেলার তিনটি মহকুমার শিল্পীদের দ্বারা দেশাত্ববোধক সংগীত, নৃত্য, নাটক ইত্যাদি প্রদর্শিত হয়। মূল অনুষ্ঠান শেষে অতিথিগণ রাজর্ষি কলাক্ষেত্র প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত ট্রেডিশনাল ফুড ফেস্টিভ্যালের স্টলগুলিও ঘুরে দেখেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উদয়পুর পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন শীতল চন্দ্র মজুমদার।

নয় দফা দাবীতে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও সংযুক্ত কিষান মোর্চা রাজ্য কমিটির উদ্যোগে শহরে মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগস্ট।। কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও সংযুক্ত কিষান মোর্চা রাজ্য কমিটির উদ্যোগে আজ বিকেলে নয় দফা দাবিতে মিছিল ও সভা সংগঠিত করে। মেলার মাঠ সংযুক্ত কিষান মোর্চার কার্যালয় থেকে এই মিছিল শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। এই বিষয়ে সংযুক্ত কিষাণ মোচার রাজ্য কনভেনার পবিত্র কর বলেন দেশের সঙ্গে রাজ্যে ও ৯ আগস্ট ভারত ছাড়ো দিবসে কৃষক ও শ্রমিক সংগঠনগুলি 'কর্পোরেট লুটেরা ভারত ছাড়ো ,কৃষি ছাড়ো' এই আওয়াজ তুলে নয় দফা দাবিতে মিছিল ও সভা সংঘটিত করা হয়। নয় দফা দাবির মধ্যে রয়েছে সহজ পদ্ধতিতে কৃষি ঋণ প্রদান, বিদ্যুৎ বিল ২০২২ প্রত্যাহার করা, কৃষকদের দশ হাজার টাকা পেনশনের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। এছাড়া এই দাবী সম্বলিত স্মারকলিপিটি রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হবে বলেও তিনি জানান।

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সুবিধাগুলো মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে : টিংকু রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগস্ট।। বুধবার রাজধানীর প্রজ্ঞা ভবনে সমাজকল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে রাজ্যভিত্তিক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন দপ্তরের সমাজকল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী টিঙ্কু রায়, দপ্তরের অধিকর্তা স্মিতা মল এমএস সহ অন্যান্যরা।এইদিনের পর্যালোচনা সভায় আলোচনা করতে গিয়ে দপ্তরের মন্ত্রী টিঙ্কু রায় বলেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে করে তারা সঠিক ভাবে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারগুলি পরিচালন করতে পারে।

মুখ্যমন্ত্রী মাতৃ পুষ্টি উপহার যোজনার বিষয়ে প্রচার করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী মাতৃ পুষ্টি যোজনার বিষয়ে মানুষদের সচেতন করতে হবে। দিব্যাঙ্গন, প্রবীন ব্যক্তি ও মহিলাদের শনাক্ত করতে হবে। দিব্যাঙ্গন বহু লোক এখনো সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। তাই অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিষয় গুলির প্রতি নজর দেওয়ার আহ্বান জানান মন্ত্রী টিঙ্কু রায়। আয়োজিত অনুষ্ঠানে সম্পিষ্ট দপ্তরের অধিকর্তা সহ অন্যান্য আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন।

স্বামীর ধারালো অস্ত্রের আঘাতে গুরুতর আহত স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগস্ট।। বুধবার কের চৌমুহনী এলাকায় ধারালো টাক্কাল দিয়ে কুপিয়ে স্ত্রীকে গুরুতর আহত করে স্বামী। ঘটনার বিবরনে জানা যায়,আজ থেকে চার বছর আগে বড়দোয়ালী এলাকার বাসিন্দা অমিত সাহা ভালোবেসে বিয়ে করেন শিউলি সরকারকে। কিন্তু বিয়ের পর থেকেই গৃহবধূ শিউলি সরকারকে প্রতিনিয়ত শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতনের পাশাপাশি মারধোর করতো গৃহবধূর স্বামী অমিত সাহা। আজ থেকে কিছুদিন আগে গৃহবধূকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। পরে এলাকাবাসী ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে গৃহবধূর স্বামীকে মারধর করে গৃহবধূকে তার বাপের বাড়ির লোকজনদের হাতে তুলে দেন। তারপর থেকেই গৃহবধূ বাপের বাড়িতে বসবাস শুরু করে।এদিকে বুধবার নিজ বাড়ি থেকে কাজের উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময় কের চৌমুহনী এলাকায় গৃহবধূকে ধারালো টাক্কাল দিয়ে মাথার মধ্যে বেশ কয়েকটি আঘাত করে গৃহবধূর স্বামী অমিত সাহা। এতেই রক্তাক্ত হন গৃহবধূ শিউলি সরকার। পরে স্থানীয়রা বিষয়টি দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দিলে ছুটে আসে পুলিশ এবং রক্তাক্ত অবস্থায় গৃহবধূকে উদ্ধার করে জিবিপি হাসপাতালে নিয়ে যায় চিকিৎসার জন্য। গৃহবধূর মা জানান গৃহবধূর স্বামী অমিত সাহা বিরুদ্ধে থানাতে একটি মামলা দায়ের করবেন তিনি। ঘটনার পর ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান গৃহবধূর স্বামী অমিত সাহা। দিন দুপুরে এধরনের ঘটনায় এলাকা জুড়ে আতঙ্ক।

কলেজটিলা ফিসারি অফিসের অব্যবস্থায় ক্ষুব্ধ মন্ত্রী, কর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগস্ট।। মন্ত্রীর সারপ্রাইস ভিজিট ঘিরে তোলপাড় কলেজটিলা ফিশারী অফিস। বুধবার কলেজটিলা ফিসারি অফিসে আচমকা পরিদর্শনে যান মন্ত্রী সুধাংশু দাস। অফিসের পরিবেশ এবং কর্মচারীদের উপস্থিতি দেখে নিজেই হতবাক। পরে সাংবাদিকদের সামনে সেই ক্ষোভ উগরেও দেন মন্ত্রী। বুধবার মৎস্য দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস কলেজটিলাস্থিত ফিশারি অফিসে সারপ্রাইজ ভিজিটে যান। সেখানে গিয়ে ব্যাপক অনিয়ম প্রত্যক্ষ করেন দপ্তরের মন্ত্রী। মন্ত্রী লক্ষ্য করেন বহু কক্ষ খালি পড়ে আছে। কক্ষের মধ্যে টেবিল চেয়ার খালি পড়ে আছে। কর্মীরা সকাল ১১ টা বেজে গেলেও অফিসে উপস্থিত হয়নি। চায়ের কাপ প্লেট যত্রতত্রভাবে পড়ে রয়েছে।

তারপর মন্ত্রী গলা উচিয়ে জবাব চায় অফিসের আধিকারিকের কাছে। কর্মচারীদের অ্যাটেনডেন্সের খাতা নিয়ে কে কে অফিসে উপস্থিত রয়েছেন সে বিষয়ে হিসেব নেন। কিন্তু বহু কর্মচারী অফিসে অনুপস্থিত থাকায় চরম অসন্তুষ্ট হয় মন্ত্রী। পরে তিনি সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন, সারপ্রাইজ ভিজিটে এসেছিলেন তিনি। পরিদর্শনে এসে তিনি লক্ষ্য করেছেন অধিকাংশ কর্মচারী সময় মত অফিসে আসেন না। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে দপ্তরের আধিকারিককে। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন এই অফিসে নিজের মনে করে কেউ কাজ করছে না। অত্যন্ত নোংরা অবস্থায় রয়েছে অফিসটি। এ ধরনের অনিয়ম প্রত্যক্ষ করে তিনি অফিসের আধিকারিককে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন। মন্ত্রী আরো বলেন সরকার কর্মচারী নিয়োগ করেন মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার জন্য। কিন্তু অফিসে তারা আসে না, কিছু না করে শুধু বসে বসে আড্ডা দেয় আর পলিটিক্স করার কথা বলে। সেই অতীত অভ্যাস থেকে বের হয়ে আসতে কর্মচারীদের নির্দেশ দেন মন্ত্রী। তবে বলার অপেক্ষা রাখে না, কোনক্রমে চাকরি পেয়ে গেলেই হলো, জনগণের জন্য কাজ করার মানসিকতা যে নেই কতিপয় কর্মচারীর সেটা অফিসগুলিতে গেলে ভালো করেই চাক্ষুষ করা যায়। যে কোন সুযোগ সুবিধা পেতে মানুষকে অফিসে দুয়ারে দুয়ার ঘুরতে হয়। পায়ের জুতো ছিঁড়ে গেলেও কাজ হয় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাস্তার বেহাল দশা, ঘুমে সংশ্লিষ্ট আধিকারিক সহ এলাকার জনপ্রতিনিধি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ আগস্ট।। অমরপুর-করবুক, গন্ডাছড়ার রাস্তা জলমগ্ন। দুর্ভোগে পথচারী এবং গাড়ি চালকদের। তাদের অভিযোগ দীর্ঘ ৩-৪ বছর ধরেই রাস্তাটির বেহাল দশা। রাস্তাটি সংস্কারের জন্য পথ অবরোধ করা হয়েছিল। তবে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। যদিও যানচালক এবং এলাকাবাসীর চাপে পড়ে রাস্তাটির কাজে হাত লাগানো হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময় মাঝ রাস্তায় কাজ বন্ধ হয়ে পড়ে। কারণ ড্রেন নির্মাণ না করেই রাস্তাটির মধ্যে ইট বসানো হয়েছিল। যার ফলে কাজ বন্ধ হয়ে পড়ে। তবে বর্ষা শুরু হতেই ফের জন দুর্ভোগ চরমে। এখন বৃষ্টির জল জমে আছে গোটা রাস্তায়। রাস্তাটি দিয়ে যাতায়াত করার মত নয় বলে অভিযোগ যান চালক এবং স্থানীয়দের। গাড়ি চালকদের অভিযোগ, বেহাল রাস্তা দিয়ে যাতায়াতের ফলে তাদের গাড়ির সমস্যা হচ্ছে। যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিচ্ছে। এবং রাস্তাটি বেহাল দশার কারণে প্রায়ই ছোটখাটো যান দুর্ঘটনাও ঘটছে। এম্বুলেন্স দিয়ে রোগী নিয়ে যেতে সমস্যা হচ্ছে। এত বছর ধরে রাস্তাটি খারাপ থাকার পরেও সঠিকভাবে কাজ না হওয়ায় এক প্রকার ক্ষোভ সৃষ্টি হয়ে আছে স্থানীয়দের মধ্যে। আবার কবে নাগাদ কাজে হাত লাগাবে ঠিকাদার সে বিষয়টিও তারা জানে না। দিনের পর দিন রাস্তাটি নিয়ে এতটাই খামখেয়ালিপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে বলার অপেক্ষা রাখে না। রাস্তাটি অতিদ্রুত সংস্কার না হলে ফের আন্দোলনের হুমকি এলাকাবাসীদের।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।